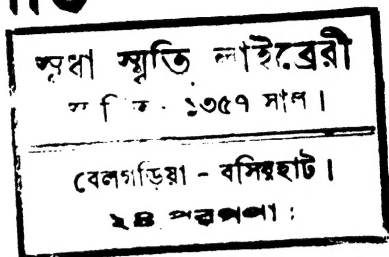


বন্ধশক্তি

নাটক

অপারেশনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মন্ত্রশক্তি



শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

উপন্যাস হইতে

অপরেণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

নাট্যকারে রূপান্তরিত

আর্ট থিয়েটার কর্তৃক ষ্টার রক্ষমণ্ডে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার ৭ই অক্টোবর, ১৩৩৩

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০০/১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রাবণ, ১৩৪৫

ହଇ ଟାକା

ମଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ

নাট্যোন্মিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

রমাবল্লভ	...	রাজনগরের জমিদার
মৃগাকমোহন	...	ধনাঢ্য যুবক (রমাবল্লভের দূর সম্পর্কীয় ভাগিনেয়)

আত্মনাথ, অম্বরনাথ,

স্বধাকর, চাঁদমোহন,

নবীন, হলধর ...

টোলের ছাত্রগণ

বিশ্বম্ভর ...

উকীল

রূপরাম ...

রমাবল্লভের বৈয়াক্ষণ

রমণীমোহন

যামিনীমোহন

সজনীমোহন ...

পল্লীযুবকগণ

পরাগ মণ্ডল ...

জেলে

মহেশ মণ্ডল ...

চাষা

রামশরণ ..

জ্যোতিষী

জগতিমোহন ...

ডাক্তার

মথুর ...

মৃগাকমোহনের ভৃত্য

ইয়ারগণ, ভৃত্য, আরোহিগণ, কুলিগণ, ডাক্তার ইত্যাদি

জীগণ

কৃষ্ণপ্রিয়া	...	রমাবল্লভের পত্নী
বাণী	...	ঐ কন্যা
তুলসী	...	ঐ প্রতিবেশিনী
অজ্ঞা	...	মৃগাক্ষের জ্ঞী
অহরা	...	বাদীজ্ঞী
কেলোর মা	...	মথুরের পত্নী

দাসী ও প্রতিবেশিনীগণ

মন্ত্রশক্তি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজনগর—টোলের প্রাঙ্গণ

সম্প্রতি এই টোলের বৃদ্ধ আচার্য্য জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি ৩লাভ করিয়াছেন। এই টোলের একজন নবাগত ছাত্র, গ্রামের জমিদারবাবুদের উইল অনুসারে এবং চূড়ামণি মহাশয়ের শেষ সম্মতিক্রমে, তাঁহার গৌরবান্বিত পদে নিযুক্ত হইয়াছে। এই নিয়োগ টোলের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই মনোনীত হয় নাই; তাহার ইহাতে বরং একপ্রকার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার প্রতিবিধানের জন্য জল্পনা করিতেছে।

আজ্ঞানাথ, নবীন, চানমোহন, সুধাকর, হলধর প্রভৃতি ছাত্রগণ

আজ্ঞা। মতিভ্রম—মৃত্যুকালে আচার্য্যের মতিভ্রম হ'য়েছিল; শাস্ত্র
নির্দিষ্ট কথা—বুঝেছ নবীন? মৃত্যুর ছ'মাস পূর্বে মামুষের বুদ্ধিব্রংশ
হয়—এ ক্ষেত্রেও তাই।

নবীন। হ, হতি পারে সৈমন্তব।

আজ্ঞা। নইলে এমন অজ্ঞানের মত কাজ জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি করেন?

একটা অর্ধাচীন—যাকে রসুয়ে ব্রাহ্মণ ব'লেও বেশী বলা হয় না, ভাতের ফেন গেলে গেলে যার হাতের তিনপুরু ছাল উঠে গেছে, সেই হ'ল কিনা টোলের আচার্য্য, ঠাকুর বাড়ীর পুরোহিত ! অম্বর—
অম্বা—অম্বে ! আচ্ছা, আমিও আত্মনাথ চক্রবর্তী, গুরুশ্রোত্রীয়, আমিও দেখিয়ে দেব কত ধানে কত চাল !

চাঁদ । আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে ! কি অত্মায় দেখ দেখি ।
ঐ একফোটা ছেলে—ওর কাছে গিয়ে পাঠ নিতে হবে ?

হল । এই এতবড় গোঁফ নিয়ে ? ছি ছি ছিঃ—গলায় দড়ি, আমাদের গলায় দড়ি !

চাঁদ । মনে ক'রেছিলেম এবার স্মৃতির পরীক্ষাটা দেব, তা দেখছি ইতি ক'রতে হ'ল ।

আত্ম । আরে অধ্যাপনার কথা ছেড়ে দাও, ও যে ঠাকুর বাড়ীর পূজারী হ'ল ও পূজাপদ্ধতির জানেই বা কি, শিখলেই বা কোথায় ? মূর্খস্ত মূর্খ, নাস্তিক, তও, অপোগণ্ড, গলা টিপলে দুধ বেবোয় !

নবীন । তাও গাব-দুধ নয়, বা'রায় মাতৃ-দুধ ! বোঝুছনি চাঁদমোহন ?
(বলিয়া চাঁদমোহনকে কনুয়ের গুঁতা দিল) হঃ হঃ হঃ ।

চাঁদ । আর এও বুঝতে পারিনি দাদা, আপনি থাকতে আচার্য্য ওরই বা এত বশীভূত হ'লেন কি ক'রে ? ও আর ক'দিন এ টোলে এসেছে ? বড় জোর মাস আটেক । আপনার তো হ'ল প্রায় আট বছর !

হল । আর—আমার, এগার বছর ।

চাঁদ । আমাদের কথা না হয় ছেড়ে দিন । এও একটা প্রহেলিকা !

নবীন । যাহ ! বোঝুছনি ? যাহ ! পাচীর মা'র খেল দেহায়ে দেলে !

আমরা তো ইস্তক ঠাওর করছিলাম—গুরুদেব হিন্দা কোকবন আর আইত্ত-দা আমাগোর আইচার্য্য না হয়্যা পঠন পাঠন করবন্, মইন্দিরে বৈশ্ণা ঘণ্টা বাইত্ত করবন্। তা অইল ঘণ্টা! ও কাঙালের পুত—বোঝছি চাদমোহন—আমার ই অয়, কি ঔষধ কৈরা, জারি ঝাওয়াইয়া, আইচার্য্যের দফা এহেবারে গয়া করছে!

আত্ত। আচার্য্য নেই, ও মিটমিটে সয়তান সব পারে! নাস্তিকের অসাধা কি? বলে, আত্মা পরমাত্মা অভেদ! জন্ম মৃত্যুও ওর কাছে অভেদ? সেদিন সুধাকরকে বেদান্তদর্শন নিয়ে কি বোঝাচ্ছিল, ওকেই ত্রিচ্ছাসা কর। বলে, “সর্বং-খন্দিং ব্রহ্ম”। কীটপতঙ্গও ব্রহ্ম! শঙ্করাচার্য্য হ’ল একজন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে দেবদেবী অনাচারী সন্ন্যাসী—আর ও মূর্খ ব’লে কিনা “শঙ্করো শঙ্করঃ সাক্ষাৎ!” কি বলনা হে সুধাকর?

হল। উদ্গাদ—উদ্গাদ—

সুধা। না, তা ঠিক নয়; তবে কিনা, বয়স অল্প হ’লেও অম্বরের পাণ্ডিত্য অসাধারণ, এ কথা স্বীকার ক’রতেই হবে। শঙ্করের মায়াবাদ তো প্রতিষ্ঠা ক’রলে! যুক্তিতর্কে তোমরা তো কেউ আত্মার বহুত্ব প্রমাণ ক’রতে পারলে না!

আত্ত। যুক্তিতর্ক! ওর সঙ্গে যুক্তিতর্ক ক’রব আমি? আমি ঘৃণায় কথাই কইলেম না। আমি কেবল ব’সে ব’সে শুনছিলাম আর ভাবছিলাম যে, কালে কালে হ’ল কি? ব’লে শঙ্করের কথা আগ্র-বাক্য! ব’লে “সোহহং”! ছি ছি কি পাপ! ও এ টোলে থাকলে, দেখছি দু’দিনে চতুষ্পাঠী হবে মিশনারি ইস্কুল!

নবীন। আর সুধাকর ভায়া চৈকু বুইজ্যা কবন্ “আলোয় আসচি,

অন্ধকার অইতে আলোয় আসচি!” নাঃ হিন্দু হৈয়্যা এ কহনো
সৈহু করা উচিত নয়। বোঝ্ছনি চানমোহন?

সুখা। তাতো নয়, কিন্তু কি ক’রবে?

আত্ত। কি ক’রব তা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি তোঁর মত খোসামুদে
নই, বুঝলি সুধাকর, যে পুঁথি খুলে ঐ ছোঁড়াটার কাছে বুঝতে
যাব—“বুদ্ধিসিক্ত তদসৎ”—এর মীমাংসা কি? আমরা ভণ্ডের
সংশ্রবে থাকতে ঘুণা বোধ করি। আমরা এখনি এই ক্রমোদার বাড়ী
চ’ল্লেম, দেখি এ’র প্রতীকার হয় কি না। আঁ! আত্মা পরমাত্মা
এক? এই কুমিকীটতুল্য হেয় মানুষ আর সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর
ভেদ নেই মহাভারত! মহাভারত! অশ্রাব্য! এ গর্বিত প্রগাপ
একেবারেই অশ্রাব্য। তুমি না যাও, থাক সুধাকর—আমরা
সবাই চ’ল্লেম জমীদার বাড়ীতে; এস হে, এস, পাপীর সঙ্গে থাকলে
পাপ বৃদ্ধি হয়।

হল। ঠিক বলেছ—

নবীন। সৈত্য—অবিমিশ্র সৈত্য! শিখা উন্মোচন কর, চাণক্যের স্তায়
শিখা উন্মোচন কর—সাইগ-দা! ও চ্যাংরায়ে না খাদয়ে আর
শিখা বাইধ না!

আত্ত। চল, দেখি কি হয়। আমি সহজে ছাড়ছিনি। আমি ওকে
দেশছাড়া ক’রবই—ওর টোল ভাঙ্গব—

নবীন। কণ্ড তো ওর মাথাটা ভাইকে, দূর হ’তি আঁদারে, পাতিলের
চ্যারা না মাইরে—হঃ বোঝ্ছনি চানমোহন?

চাদ। চল দেখা যাক—দুর্গা! দুর্গা!

সুধাকর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

সুধা। গতক দেখছি ভাল নয়। এরা যে রকম ক্ষেপেছে, একটা কাণ্ড বাধাবে। অঘরের কিন্তু এদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই, নিজের খেয়ালেই থাকে। এতবড় একটা পদ পেয়েছে এই অল্প বয়সে, কিন্তু তাতে একটুও গর্হিত নয়; বরং পূর্বাশংকা যেন আরও নরম, আরও বিনয়ী হ'য়েছে। সেই পূর্বের স্তায় নিজের হাতেই সব করে; টোলের ছাত্রদের ভাত রাঁধা, তাদের সুবিধে অসুবিধে দেখা, কাট-কাটা, জল-তোলা পর্যন্ত দরকার হ'লে—কাউকে কোন হুকুম নয়; এমন মহৎ চরিত্র, অঞ্চ দেখছি, টোলগুরু তার শত্রু! কি আশ্চর্য্য!

পরান জেলের প্রবেশ

পরান। দা-ঠাকুর কৈ গো! দা-ঠাকুর! (সুধাকরকে প্রণাম করিয়া)
দণ্ডবৎ গো ঠাকুর, দণ্ডবৎ। একা দৌড়িয়ে আছ? আমাদের দা-ঠাকুর কোথা? শোনলাম দা-ঠাকুর আমার নতুন পুং মশাই হ'য়েছেন, তাই দণ্ডবৎ করতি আসলাম। আহা! দা-ঠাকুর তো একটা ছাবতা! এমন মনিষি পিরথিমিতে আর জন্মায়নি!

সুধা। কিরে পরান, আবার পোটলা বেঁধে কি এনেছিস? তোরাই দেখছি আমাদের জাত মারবি!

পরান। হ্যাঁ—কি যে বড় ঠাকুর! তোমরা বেরাক্কন—ছাবতা—তোমাদের জাত মারব আমরা—জেলো মালা? তোমাদের জাতটা কি এতই হুঁঙ্কো গো? দা-ঠাকুর নেই বুঝি? তাহ'লি আর এক সময় আসপ? দণ্ডবৎ—চললাম এখন।

সুধা। না, আর যেতে হবে না—ঐ তোর দা-ঠাকুর আসছে।

অশ্বরনাথের প্রবেশ

পরান। হ্যাঁ, তাই তো গো, ভাগ্যি আমার! দণ্ডবৎ গো দা-ঠাকুর—
দণ্ডবৎ।

অশ্বর। কিরে পরান, ভাল তো? তোর ছেলেরপিলে, আত্মরী সব
ভাল আছে তো?

পরান। আর এতেও ভাল থাকবনা দা-ঠাকুর? আপনার ছিচরণ
কেসুপায় পেরানগতিক সব এক পেশকার ভালই যাচ্ছেন।

অশ্বর। কি মনে ক'রে রে এই সকালবেলা?

পরান। আর কি মনে ক'রে। (হাসিয়া) তুমি পুং মশাই হ'য়েছেন,
এতে যে এই তোমার এই ছিচরণের দাস পরান মণ্ডলের পেরানডার
মস্তি কি কাণ্ড কর্তি নেগেছে, তা মুখা নোক কি ক'রে ব্যাখ্যান করি।
শতুরের মুখে ছাই দিয়ে তুমি হ'লে এখন বড় ভটচার্জি! ওঃ ধম্ম
আছে, ধম্ম আছে? তোমার ছাওয়ায় দাঁড়াবার যুগিয়া নয়—খালি
তোমার হিংসে ক'রে মরে—এইবার তাদের বুক ফাটুক! আর তো
তোমার কিছু বলতি পারবেনা।—এই নাও দা-ঠাকুর, ক'ড়া
বেলাতী আমড়া নতুন গাছে হয়েগো, মনে ভাবলাম, আবতার
ছিচরণ দেখতি যাব—খালি হাতে যাব—তাই নিয়ে আলাম কাপড়ে
বেঁদে! পেশথম ফা—গেরণ ক'রে ভক্তের মনোবাহা পুরোও।

অশ্বরের পদতলে কতকগুলি বিলাতী আমড়া রাখিয়া প্রণাম করিল

কি বলব মাছ মাংস তো খাওনা, নলি এমন দিনি আজ বড় বড়
গল্পা চিংড়ে এনে ছিচরণে নিবেদন করতাম।

অশ্বর। নাঃ...তাকে দেখছি আমি আর কিছুতেই শোধরাতে পারি

না বাপু। না পরাণ, আর তুই আমার কিছু দিসনি। একদিন
তোর এঁচড় নিয়ে কি বিল্টাট তা তো তোকে সবই বলিছি। সেদিন
টোলগুজ্জ কারুর খাওয়া হয়নি—গুরুদেবেরও নয়। সেদিন গুরু
নিকটে স্বীকার করেছি, শূঁদের কাছ থেকে কোন খাবার গিনিস
নেব না। তুই কিছু মনে করিসনি বাপু; গুরুর কাছে কথা
দিইছি, এ জন্মে তা ভাঙতে পারব না।

পরাণ। (হুঃখিত হইয়া) আমি আর কি মনে ক'রব না-ঠাকুর?
আমরা হলাম বোকাসোকা মুকুণ্ড মাছুষ। তোমাদের যাতে ধন্য
দাগ পড়ে, তাকি তোমরা আমাদের জন্তি করতি পার? তোমার
আর কি বলব না-ঠাকুর, তুমি ঘামন মাদামারা ভালমাছুষ, তাই
তোমায়—নাকাল ক'রে মারে। “শদুরের দান!” কি আর
বলব? শদুর নইলি ধান রোয় কারা? কসল জন্মায় কোন্
তলচ্যি মশার বাড়তি? শদুর নইলি ভদরনোক মশাদের
যে নিজের হাতে কোদাল মারতি হ'ত—ভদর থাকত কোন্
খান্ডায়?

অম্বর। তোর হাতে ধ'রছি পরাণ, তুই কিছু মনে করিসনি। তোকে
কি আর বলব—আমি—আমি—পরাণ, আমি নিতান্ত নিরুপায়—
তোর দান এই আমি মাথায় রাখলুম—আমি এ নিইছি—এ আমার
নেওয়া হয়েছে। এখন এ আমার আশীর্বাদ—তোকে আমি
আমার আশীর্বাদ দিছি—এগুলি তুই নিয়ে যা, তোর ছেলে
মেয়েদের দিস, তাহলেই আমার খাওয়া হবে। যা, পরাণ, যা
হুঃখ করিসনি, অভিমান করিসনি।

পরাণ। দাও, পায়েল ধুলো দাও; কিরিয়ে নিরেই চলাম। তুমি আমার

তাবতা তোমার কথায় কি রাগ অভিমান করতে পারি ? তোমার আশীর্ব্বাদেই যে পেরাণগতিকে বেঁচে আছি না-ঠাকুর।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রশ্নানোত্ত

(ফিরিয়া) তবে যাবার সময় একটা কথা তোমায় ব'লে যাই মনে রে'খ। তুমি ভস্চাষ্যির জায়গা পেয়েছ ব'লে আশ্চি ঠাকুর বড় রেগেছেন। ঐ যাতি-যাতি আর সব ঠাকুরদের বলছিল, 'দেখি কত বড় সান্ত্বি যে আমার হকের ধন কেড়ে খায় ? ওরে থানছাড়া মানছাড়া ক'রব তবে আমার নাম আতিনাথ !' আমাদের এসব কথায় কাজ কি ঠাকুর, আদার ব্যাপারী—জাহাজের থপর নিয়ে কি ক'রব ? তবে কথাটা কানে শোনলাম, তাই তোমায় জানিয়ে গেলাম। হ'স্ চোক রেখে—ও সর্ব্বনেশে নোক—সব করতি পারে।

প্রহান

সুধা। অম্বর, এ কুসংস্কারের কি কোন প্রতিবিধান নেই ?

অম্বর। কি জানি, জানিনা। সবই জগদীশ্বরের ইচ্ছা ! আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে আচার্য্য আমায় এমন বিপদগ্রস্ত ক'রবেন। আমার মন্দিরের পূজারী ক'রে গেলেন, চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ক'রে গেলেন। কিন্তু আমি পূজার কি জানি, অধ্যাপনার কি জানি ? এ সব ভার আত্মনাথকে দিলেই ভাল হ'ত !

সুধা। বল কি, তোমারও ঐ মত ?

অম্বর। তোমায় সত্য কথা ব'লছি সুধাকর, আমারও আন্তরিক মত এই। আমার এ দোকানদারির ঠাট ভাল লাগে না। তোমায় ব'লব কি ভাই, এ ক'দিন রাত্রে আমার নিজা নেই, আহায়ে আমার রুচি

পাতা মোড়া ও হস্তান্তর নিষেধ

প্রথম দৃশ্য

মন্ত্রশক্তি

৯

নেই। নিত্য ইন্দ্রপুরী তুল্য দেব মন্দিরে পূজা ক'রতে যাই, আর হীরে-মাণিকে মোড়া শ্রীভগবানের রাজরাজেশ্বর মূর্তি দেখে মনে পড়ে ঐ পরাণ মণ্ডলের মত দীনহীন ক্ষুধাকাতর সব দরিদ্রের কথা! একদিকে পূজার নামে বিলাস বৈভবের আড়ম্বর আর একদিকে দারিদ্র্য রাক্ষসীর মাছুষের হৃদয়-শোণিত শোষণ। ভগবান কোথায় ঐ বিরল রাজপ্রাসাদে, না ঐ অগণিত গরীবের ভগ্ন কুটীরে? কোথায় জগতের নাথ? যারা দু'বেলা পেট ভ'রে খেতে পায়না, তাদের হৃদয় মধ্যে, না যারা রাজসিক পূজার মোহে বিহ্বল, তাদের অন্তরে? দেবতা কি মন্দিরের? বিশ্বেশ্বর কি তিনি নন? প্রতিক্ষণেই মনে হয় এ পূজার ভার আমার না পেলেই ভাল হ'ত!

সুখ। তবে সব কথা থুঁলে বলি ভাই। এই পরাণ মণ্ডল যা ব'লে গেল সব ঠিক। তুমি আসবার একটু আগে ওরা সব এই পরামর্শ-ই ক'চ্ছিল। সব গেছে জমীদার বাড়ী তোমার নামে নালিশ ক'রতে। তোমার কাছে এরা কেউ পাঠ নেবে না, তোমার টোল ভাঙবে, নবীন তো তোমার মাথু ভাঙতেই চায়। ওরা অনেক কথাই রটনা ক'রে তোমাকে তাড়াবার কিকিরে আছে, সেটা দেখছ না?

অমর। কৃতি কি সুখাকর? আমি স্বেচ্ছায় এ পদ ছেড়ে দেব।
~~সেখানে মনের মিল নেই, সেখানে কাজ করে সুখ নেই।~~
আর আমার আরোজমই থাকি? আমি গরীবের ছেলে, আমার এ প্রতিষ্ঠায় কি হবে? এতে কেবল অহঙ্কার বাড়ে। ~~এ পূজার ভিত্তি কোথায়? এ অধ্যাপনার মনের হৃদয় কৈ?~~ এরা সব জমীদার বাড়ী গেছে, ভালই হয়েছে। আমিও সেখানে চলেম। আমি নিজেই আজ এ কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যাব। এরা যদি ইতিমধ্যে

ফিরে আসে, তাদের বোলো তাদের উপর আমার হিংসা নাই ;
~~আমি তাদের প্রতিষ্ঠার হস্তারক হ'তে চাই না।~~ আমি চ'ল্লেন,
 ফিরে এসে রান্না চড়াব, তুমি ভাই সব গুছিয়ে রেখ।

এহান

সুখা। এমন মানুষেরও শত্রু হয় ! কলিকাল একেই বলে আর কি !

এহান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজনগর জমীদার বাড়ীর সংলগ্ন রাধাবল্লভজীর মন্দির

রমাবল্লভ, উকীল বিশ্বস্তর, জ্যোতিষী রামশরণ
জ্যোতিষীর হস্তে বাণীর কোঠী, উকীলবাবুর হাতে উইল

রমা। (জ্যোতিষীর প্রতি) কি দেখলেন ? আমি বা দেখেছি তাই
ঠিক নয় ?

রাম। দেখুন হিসেবের গরু বাঘে খায় না ; এ কুণ্ডী তো আমারই
হাতে তৈরী—আপনিও যা দেখেছেন, আমি তাই দেখছি।
আজ ফাস্তন মাসের পনেরোই, আর পনেরো দিন উত্তীর্ণ হলেই
আপনার কন্যা সতেরো বর্ষে প্রবেশ ক'রবেন।

রমা। হঁ। উকীলবাবু, শুনছেন ?

বিশ্বস্তর। হাঁ, শুনছি, আমিও দাগ দিয়ে রাখছি।

লাল পেন্সিল দিয়া উইলে দাগ দিলেন

রাম। (কাগজে গ্রহচক্র আঁকিয়া) না—তারিখ গণনার ভুল নাই ;
তবে আপনার কন্যার বিবাহ-যোগ আগতপ্রায় — কোণ্ডির কুট-
গণনায়—দেখুন, ষোল বৎসর পূর্বে আমি নির্দেশ করেছি।

রমা। কিন্তু সেইটাই তো আপনার ভুল হ'চ্ছে। বিবাহের কোন
স্থিরতাই তো নেই। (পিতৃদেব আজ কয়েকবৎসর গত হ'য়েছেন, সেই
থেকে ক্রমাগত চেষ্টা ক'রছি ; কিন্তু কুলীনের ঘরে সংসর্গ তো এ
পর্যন্ত আমি একটীও সন্ধান ক'রতে পারলেম না। আপনি

ব'লছেন এই মাসেই বিবাহ হবে—যা ছ'বছরে পারিনি—এই পনেরো দিনেই হবে—এ অসম্ভব।

রাম। দেখুন, ~~সমস্ত জগতের আমরা কি জানি বলুন?~~ তবে “সফলঃ ~~শাস্ত্রঃ চক্রাকৌ যন্ত সাক্ষীণৌ।~~” এই ফাটনে বৃহস্পতি প্রবেশ ক'রলেন কস্তার লগ্নে, সপ্তমস্থানে তাঁর পূর্ণ দৃষ্টি; সপ্তম বিচারে ~~অস্ত্রঃ গ্রহের ব্যঞ্জনা~~ এ তো স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'চ্ছে—
কস্তার বিবাহ-যোগ যে উপস্থিত, তাতে সন্দেহো এষ নাস্তি।

রমা। তা হলেই তো বাঁচি, আমি তো কোনো কুল-কিনারা দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, তবে আপনি এখন আসুন, আমি উকীলবাবুর সঙ্গে কথা কইব।

দুইটি টাকা জ্যোতিষীকে দিলেন

রাম। আপনার জায় দাতার অগ্রহেই আমরা সংসারবাত্মা নির্বাহ ক'রে থাকি। আপনার জয়জয়কার হ'ক! আপনি চিন্তা ক'রবেন না! যোল বৎসর পূর্বে গণনা ক'রেছিলেম, আজও গণনা ক'রে গেলেম। বিবাহের রাত্রে আসব—গরদের জোড়, বৃহন্মাকার পিতলের কলসী—হাঃ—হাঃ!

বিশ্ব। কস্তার বিবাহের যোগ থাক আর না থাক, আপনার কিছু অর্থ লাভ যোগ ছিল দেখছি, কি বলেন জ্যোতিষী ঠাকুর?

রমা। হাঃ হাঃ আপনারা ইংরাজী শিক্ষিত লোক, এইরূপ বিজ্ঞপই ক'রে থাকেন। আপনাদের কলাগ হ'ক!

এহান

রমা। উকীলবাবু, তাহলে এখন উপায়?

বিশ্ব। যদি অগ্র পাত্রেয় সন্ধান না থাকে, এই উইল অগ্রমারে পনেরো

পাতা মোড়া ও হালান্নর নিষেধ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্ত্রশক্তি

১০

দিনের মধ্যে রাধারাণীর বিবাহ না হ'লে আপনার পৈতৃক সমস্ত ~~স্বত্ব~~ ইষ্টেট উইলের এই মৃগাক্ষ মোহনকে অর্শাবে।

রমা। দেখুন দেখি; বাবা কি সর্বনাশই ক'রে গেছেন! বাণীর যখন ন' বছর বয়েস, এই মৃগাক্ষের সঙ্গেই তিনি তার বিবাহের স্থির করেন।

তখন প্রতিবাদী হই আমি। সেই রাগে এই উইলের সৃষ্টি। ~~উইল~~ বিশ্ব। এই উইল যখন কর্তা করেন, আমি তাঁকে নিষেধ করেছিলাম; কিন্তু তিনি আমার কথাও শোনেন নি। তিনি হয় তো বুঝেছিলেন যে আপনাদের স্ববরের পাত্র সহজে মিলবে না, কাজেই বিষয় হাতছাড়া হবার ভয়ে আপনারা শেষে এই মৃগাক্ষের সঙ্গেই কস্তার বিবাহ দেন।

রমা। ঠিক তাই; আমাদের জ্ঞপ্তি করবার জন্তেই এই উইলের সৃষ্টি। এখন দেখছি তাঁরই জেদ বজায় রইল। বকাটে ব'লে তখন যাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, আজ সর্বস্বান্ত হবার ভয়ে, তারই হাঁটু খ'রে কস্তা সম্প্রদান ক'রতে হবে। উইলের আর একটা clause আছে না? সমান ঘরে না দিলেও আমি বিষয়চ্যুত হব।

বিশ্ব। হাঁ; স্ববরে না দিলেও বিষয়চ্যুত হবেন, কস্তার বিবাহ না দিলেও বিষয়চ্যুত হবেন—উভয় ক্ষেত্রেই বিষয় অর্শাবে ঐ মৃগাক্ষকে।

রমা। যদি গরীবের ঘরে, ভিখারীর ঘরেও, একটা সমান কুলমধ্যাদা-সম্পন্ন বিদ্বান্ সচরিত্র পাত্র পেতেন!

দেওয়ান রূপরায়ের প্রবেশ

রূপ। টোলের ছাত্রেরা তো বড়ই বিরক্ত ক'রছে—~~কাজ~~ একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। তারা বলে আপনি যদি তাদের আশ্রয় না শোনেন, তাহলে তারা আজই টোল ছেড়ে চলে যাবে।

রমা। তাদেরও নালিশ তো তোমার নারকত আজ দু'দিন থেকে শুনিছি। এই বিপদের সময় ভট্টচাঁয়ামশাই মেহ রাখলেন, ঠাকুর বাড়ী আর টোল নিয়ে মহা বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হ'ল। আচ্ছা, তাদের ডেকে দাও, তাদের বুঝিয়ে বলি, দু'দিন একটু নিরস্ত হ'ক।

রূপ। যে আজে।

প্রস্থান

বিশ্ব। টোলের ছেলেরা আবার কি বলে ?

রমা। আর বলেন কেন মশাই ? এক বাবার উইল নিয়ে নানাদিকে বিভ্রাট ! বিবাহের পূজা এবং টোলের ব্যবস্থা—এর উপর আমার কোন হাত নেই।

বিশ্ব। হাঁ, উইলের সে clause তো সেদিন দেখা হ'ল, যে দিন—
জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি মৃত্যুশয্যায়। পুরোহিত নির্বাচনের ভার তাঁর ;
টোলের অধ্যাপক নির্বাচনের ভারও তাঁর। তাঁরই নির্বাচনেই তো
তাঁরই শিষ্য অধ্বরনাথ, না—

রমা। হাঁ, সেই নির্বাচন নিয়েও গোল ; টোলের ছাত্রেরা তাঁর নির্বাচনে সন্তুষ্ট নয়।

আত্মনাথ প্রভৃতি ছাত্রগণের প্রবেশ

এস, তোমাদের কথা দেওয়ানজীর মুখে সব শুনিছি। যিনি নতুন পুরোহিত তিনি যদি এতই অযোগ্য, তাহ'লে তোমাদের আচার্য্য একেই বা মনোনীত ক'রলেন কেন ?

আত্ম। আসন্নকালে তাঁর বিপরীত বুদ্ধি ভিন্ন আর কি বলব বলুন ?

বিশ্ব। আপনাদের গুরুভক্তি তো খুব ! তাঁর নির্বাচন আপনাদের

মনোমত হয়নি ব'লে অনায়াসে ব'লেন যে, আগন্নকালে তাঁর বিপরীত বুদ্ধি হ'য়েছিল ?

আজ। আর মশাই, শাস্ত্রেই আছে যুব্বার ছয়মাস পূর্বে মাহুয়ের মতিভ্রম হয়। আচার্য্য হ'লেও তিনি তো মাহুয়, আর শাস্ত্রযাক্যও তো কখনো মিথ্যা হ'তে পারে না !

বিশ্ব। আপনাদের শাস্ত্রে যে কি নেই তা তো ব'লতে পারিনি। শাস্ত্রেই বলে গুরুবাক্য বেদবাক্য, আবার শাস্ত্রেই ব'লে তাঁরও বুদ্ধিভ্রংশ হয় ! শাস্ত্রের কোন্ কথটা মান্ব ?

আজ। এখানে ত্রায়ের আশ্রয় নিতে হবে।

বিশ্ব। কিন্তু এই উইল যে অত্রায়ের আশ্রয় নিয়ে আছে। আপনাদের আচার্য্য ত্রায়ই ক'রে থাকুন আর অত্রায়ই করে থাকুন, তাঁর অস্ত্রধা করবার শক্তি কারও নেই। তাঁর নির্দোষিত এই নতুন পুরোহিত বা আচার্য্য যদি স্বইচ্ছায় কৰ্ম পরিত্যাগ না করেন, কিংবা যদি সাধারণের বিচারে তিনি অযোগ্য ব'লে প্রতিপন্ন না হন, তাহ'লে তাঁকে কেউ তাড়াতে পারবেন না।

রমা। আমার যা উত্তর তা উকালবাবুই দিয়েছেন, আমার আর বলবার কিছুই নেই।

আজ। তাহ'লে আমাদেরও নিবেদন শুনে রাখুন, আমরাও আজ থেকে চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ ক'রলেম। একজন অর্ধাচার্য্যের অধীনে থেকে আমাদের সম্মান, প্রতিষ্ঠা, ধর্ম, ব্রাহ্মণত্ব, নষ্ট করতে পারব না।

রমা। তা বাপু, তোমাদের যা সুবিধা হয় তাই ক'রবে, আমি আর কি ব'লব বল।

আত্ম। যে আজ্ঞে, আমরা তবে বিদায় হ'লেম।

আত্মনাথ ও ছাত্রগণের প্রস্থান

বিশ্ব। কলেজে আর টোলে দেখছি কোন তফাৎ নেই। এদেরও সব মিলিটারী মেজাজ!

রমা। কালধর্ম্য।

বিশ্ব। তা হ'লে বেলা হ'ল, আজ আমি উঠি। উইল সম্বন্ধে আমার যে Opinion সবই আপনাকে বলিছি। যদি এই মাসের মধ্যেই স্ব-বরে কস্তাক্ত বিবাহ দিতে না পারেন, আপনাদের এ বৃদ্ধ বয়সে পথে দাঁড়াতে হবে।

প্রস্থান

রমা। পথেই দাঁড়াতে হবে—পিতৃরোষ—আর উপায় কি?

কৃষ্ণাচার্য্যর প্রবেশ

কৃষ্ণ। উকীলবাবু কি ব'ল্লেন?

রমা। বৃদ্ধ বয়সে তোমার হাত ধ'রে, মেয়ের হাত ধ'রে, গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে—আর কি ব'ল্লেন! আমাদের বড় আদরের বাণী, ছ'বছরের মধ্যে তার জন্তে একটা সম্পাত্তের সন্ধান ক'রতে পারলেম না! যদি বিষয় রাখতে হয়, তাহলে যেমন ক'রে পারি মৃগাক্তকে এনেই কস্তা সম্প্রদান ক'রতে হবে।

কৃষ্ণ। ঠাকুরেরও তো সেই ইচ্ছেই ছিল। দেখ, যদি তাই হয়—ক্ষতি কি?—ও যার যা বর। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—এ তো মানুষের হাত নয়। ভূমি ও নিয়ম অত ভেব না; মেয়ের বরাতে যদি থাকে, ঐ মৃগাক্ত হ'তেই তার সুখ হবে।

রমা। স্বার্থ বড় বলবান্! সে-ছেলে যাচ্ছে না, মেয়ে যাচ্ছে না, রক্তের

বিচার করে না, ধর্মের মুখ চায় না, চায়—আপনার গণ্ডা! যদি বিষয় যায়, বুড়োবয়সে পথে দাঁড়াতে হবে—এই না ভাবনা? এই ভাবনাই না বলবান? শাস্ত্রে লেখে কত “রসায় বিহুষে ধোয়া।” যেখানে স্বার্থের সঙ্গে সংঘর্ষ, সেখানে শাস্ত্রবাক্য কথার কথা, তার কোন মূল্য নেই!

কৃষ্ণ। তা যদি ও পাতকের সঙ্গে তোমার এতই অমত, না হয় পথেই দাঁড়াব—তাতেই বা অত ভাবনা কিম্বদন্তি? তুমি যা ভাল বুঝবে তাই কারো। ভাল ছেলে না পাও, না হয় বাগীর বিয়ে দিও না—এই তো আমার দুই পিসশাশুড়ীর বিয়ে হয়নি।

রমা। সে মনের জোর আমার নেই। মেয়ের খিয়ে দিতেই হবে। এখনও ক’দিন সময় আছে, দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে। না হয়, শেষ আশ্রয়—মৃগাক।

কৃষ্ণ। মেয়ের বিয়ে নিয়ে আমাদের আহার নিজা নেই—মেয়ের কিন্তু কোন ভাবনাই নেই—সে দিনরাত আছে তার ঠাকুরপুজো নিয়ে।

রমা। আমার এমন মেয়ে, তাকে জেনে শুনে দেব একটা হাড় বকাটেকে?

বাগীর প্রবেশ

কৃষ্ণ। এই যে বাগী। কেমন রে, নতুন পুরুষ এ ক’দিন কেমন পুজো ক’রলেন রে?

বাগী। ছাই! ভারি তো পুরুষ! অতো ছেলোমানুষ ও আবার পুরুষ!

কৃষ্ণ। ওমা তাই নাকি? খুব ছেলোমানুষ? আমি তো ক’দিন মন্দিরে আসিনি, দেখিও নি। কত বয়েস হবে?

বাণী। আমি কি তার ঠিকুজী কুটী দেখতে গেছি ? কত বয়েস কি ক'রে
ব'লব ? বড় জোর বছর কুড়ি হবে, আর কি ?

কৃষ্ণ। ওমা তাই নাকি ?

বাণী। নয় তো কি ? না আছে পূজোর ছিঁরি, না আছে ব্যবস্থা ! ওমা
আরতিটাও ভাল ক'রে ক'রতে জানে না ?

কৃষ্ণ। কি জানি মা। যাই আর দেৱী ক'রব না, দেখি, যেটা দাঁড়িয়ে
না করাব সেটা তো আর কারও দ্বারা হবে না। (রমাবল্লভের প্রতি)
তুমি মিছে অত ভেবনা। আমাদের ধর্মের সংসার, আমাদের
কখনো অকল্যাণ হবে না।

প্রহান

বাণী। নতুন পুরুংটাকে কবে বিদেয় ক'রবে বাবা ?

রমা। কেন বল দেখি, ও-বেচারীকে হঠাৎ বিদেয় ক'রতে চাস কেন ?

বাণী। বাবা, তুমি বলছ 'কেন' ? ওকে দেখেছ কি তুমি, কি রকম
ছেলেমানুষ ? ^{ওর} ^{আমার} সঙ্গে ^{একটুও} ^{বনবে না} বাবা, তা আমি
তোমাকে ব'লে রাখছি।

প্রহান

রমা। আমার এমন মেয়ে ! সংসারের কিছুই জানে না, দিনরাত্ত
ঠাকুর-পূজা নিয়েই থাকে, দেবকন্টার চেয়েও পবিত্র—কিন্তু তার
অদৃষ্ট কি এতই মন্দ হবে ? দেবপূজার পরিণাম কি এই ?

অবরনাথের প্রবেশ

অবর। নমস্কার।

রমা। এস ঠাকুর, এস, এই তোমার কথাই হোচ্ছিল

অমর । দেখুন, আপনার কাছে আমার কিছু নিবেদন আছে ।

রমা । কি বল ?

অমর । আপনার গৃহদেবতার পূজা বা চতুষ্পাঠী পরিচালন আমার দ্বারা
যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, এমন ভরসা আমার নেই । আমার বক্তব্য,
আপনি অন্তর্গতপূর্বক কোন যোগ্য ব্যক্তিকে এই ভার দিন ।

রমা । কেন বল দেখি ? তোমার আচার্য্য কি তোমাকে অযোগ্য
জেনেই এই ভার দিয়ে গেছেন ? পুরোহিত নির্বাচনে সত্যই কি
তার ভুল হয়েছিল ?

অমর । (কিছুক্ষণ নিরন্তর থাকিয়া) তার ভুল হওয়া সম্ভব, এ কথা
আমি মনে ক'রতেই পারি না । হয় তো আমিই আমার নিজের শক্তি
সম্বন্ধে অজ্ঞ ; কিন্তু এই দায়িত্ব গ্রহণে আমি নিজেই যখন ভয়
পাচ্ছি, তখন এ ভার আপনি আর কাউকে দিন ।

রমা । অত সহজে তোমায় নিকৃতি দেবার ক্ষমতা আমার নেই । যদি
সাধারণে তোমায় অনুপযুক্ত ও অক্ষম ব'লে মত প্রকাশ করে, তবেই
আমি তোমায় নিকৃতি দিতে পারি । যদি এ কাজে তোমার ইচ্ছাই
না থাকে, তবে এক কাজ ক'র না ঠাকুর । কাজের ত্রুটি দেখাও,
তোমার দোষ ধরবার লোকের অভাব হবে না ।

অমর । (দৃঢ়স্বরে) সংসারে অনেক রকম পাপ আছে, তার মধ্যে
নিজেকে ইচ্ছা ক'রে অক্ষম প্রতিপন্ন করা মহাপাপ । আমি জেনে
ওনে এ পাপ ক'রতে পারি না । দ্বিতীয় কথা, আমি অক্ষম প্রতিপন্ন
হ'লে আমার গুরুদেবকেই ছোট করা হবে । লোকে ব'লবে তার
নির্বাচনে ভুল হয়েছিল, ত্রুটি হ'য়েছিল । শিষ্য হ'য়ে অহেতুক গুরুর
উপর এ কলঙ্ক দেওয়ার যে পাপ, তার প্রায়শ্চিত্ত নেই । আমি

খেঁচার এ কাজ এখন আর ছাড়তে পারব না। আমি গুরুর আদেশই শিরোধার্য্য করলেম; বিগ্রহের সেবা পূজা আর অধ্যাপনার কাজ আমি যথাসাধ্যই করবো।

প্রহান

রমা। হুঁ; ভস্মাচ্ছাদিত বহি, ব্রাহ্মণের তেজ তোমার আছে দেখছি; কিন্তু আর ক'দিনের জন্তেই বা পূজো, ক'দিনের জন্তেই বা টোল! দু'দিন পরে আমাকেই সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে কোথায় যেতে হবে কে জানে? ~~তোমার মাকী—সব ভোজবাকী!~~ দুঃখ, কষ্ট, লাজনা সব সহ্য ক'রতে আমি পারব, কিন্তু বেয়েচাঁর কি হবে? তার এই সাধের পূজো, সাধের ঠাকুরবাড়ী, সাধের স্বপ্ন সব ভেঙ্গে চুরমার হবে—এ আঘাত কি সে সহিতে পারে? কে জানে? কে জানে?

প্রহান

তৃতীয় দৃশ্য

:রাস্তার ধারে—একতলা পাকা বাড়ী

তুলসী ও আত্মনাথ

তুলসী। আমার তুমি কি ক'রতে বল ?

আত্ম। তাই ঠিক ক'রতেই তো তোমার কাছে আসা। আমিই যদি বলবো, তবে তোমার পরামর্শ চাইব কেন ? দাদাও তো এক রকম হ'য়ে গেছেন। তাঁর কাছে তো একটা যুক্তি পরামর্শ পাবার আশা দেখিনে। এখন তুমি না দেখলে কে আমার দেখবে বল ?

তুলসী। তা, দেখবার লোক একটা তোমার দাদাকে দেখতে বলি ; যুক্তি পরামর্শ দিতে না পাল্লেও এ কাজটা বোধ হয় তিনি খুব পারবেন। তা এটা কি মাস—এ মাসে বিয়ের লগ্ন আছে তো ? সত্যিই তো, আর কতদিন ছয়ছাড়া হ'য়ে বেড়াবে।

আত্ম। এই দেখ, একে আমি মরছি নিজের জালায়, তুমি আবার ঠাট্টা আরম্ভ ক'লে ? এ কি ঠাট্টা তামাসার সময় !

তুলসী। এটা ঠাট্টা হ'ল বুঝি ? বিয়ে করাটা ঠাট্টা তামাসা ? তা হ'লে আমি যে তোমার দাদার ঘর ক'রছি, আমিও একটা ঠাট্টা-তামাসা ! আবার তুমি পরামর্শ নিতে এসেছ আমার কাছে, এই ঠাট্টা-তামাসার কাছে !

আত্ম। আর জালিওনা বোদিনি। যা হয় একটা বুদ্ধি দাও। আমার মাথার ঠিক নেই। আমি ভেবে কিছুই ঠিক ক'রতে পাচ্ছি নে।

গুরুদেবের দেহত্যাগের পর থেকে কি রকম হ'য়ে গেছি। এঁা, আমি আত্মনাথ—শেষ বুড়ো বয়সে তাঁবেদারী ক'রবো ঐ অশ্বুরে ছোড়াটার! প্রাণ থাকতেও তা পারব না। তুমি একটা বুদ্ধি কর বৌদিদি!

তুলসী। ঠাকুরপো, তুমি না কথায় কথায় ব'লতে জীবুদ্ধি প্রলয়করী! এমনিই তো দেখছি ক'দিন তোমার মধ্যে প্রলয় চলেছে; এর উপর আমার বুদ্ধি শুনলে যে একেবারে মহাপ্রলয় হ'য়ে যাবে!

আত্ম। না! কবে একটা কি কথা বলেছিলুম, দেখছি, সেইটাই তুমি গাঁট দিয়ে ব'সে আছ, আজও ভোল নি! এই আমি কর্ণ মর্দন ক'রছি বৌদিদি, আর ঠাট্টা ক'রেও তোমার কাছে অমন শব্দ প্রয়োগ ক'রব না! আরে ছিঃ! তুমি ঠাট্টাও বোঝ না। আর এ দিকে তো এমন প্রথর-বুদ্ধি-শালিনী, দেশশুদ্ধ লোক বলে, তুমি আমার দাদাকে কান ধ'রে ওঠ বোস করাও!

তুলসী। বলে নাকি? সত্যি? আচ্ছা—দেখি ঘরে কি মিষ্টি আছে, তোমায় মিষ্টিমুখ করাই? এমন সুখবরটা দিলে—

আহা! সখী কে বা শুনাইল শ্রামনাম—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,

আকুল করিল মোর প্রাণ—

আমি নাকি ওঠাই বসাই

ধরিয়ে তার কান।

আত্ম। আরে চূপ কর, চূপ কর; বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে টোলের ছাত্তেরা সব ব'সে! তারা শুনলে কি মনে ভাববে বল তো! ভাববে তোমায়

বুঝি হঠাৎ ভুজ্জ পেয়েছে ! এলুম মনের দুঃখে তোমার সঙ্গে পরামর্শ
ক'রতে, তা কথাটা তুমি কানেই তুলছো না ।

তুলসী । কানে তুলবো না কেন ? শুনলুম তো সব-ই ! কিন্তু আমি
মেয়েমানুষ, আমি এর আর কি ক'রবো বল ।

আত্ম । আচ্ছা ! তোমার সঙ্গে জমীদারবাবুদের বাড়ীর মেয়েদের
জানাশোনা আছে না ?

তুলসী । আছে ; কেন ?

আত্ম । শুনেছি, জমীদারবাবুর মেয়ে খুব ধর্মপরায়ণা । তুমি যদি তাকে
একবার বুঝিয়ে বল, যে অন্ধুরে ছোঁড়াটার শাস্ত্রজ্ঞান নেই—ওটা
নাস্তিক তা হ'লে বোধ হয়—

তুলসী । (ঘৃণাপূর্ণ অহুযোগের সহিত) কি ! আমি তোমার অধর-
নাথের নামে তার কাছে লাগাতে যাব ?

আত্ম । ঠিক তা নয় ; তার নামে কুৎসা করবার দরকার হবে না ।
সত্যিই সে পুরুত হবার যোগ্য নয় ; একথা বলার মিথ্যা বলা হবে
না তো—এতে আর দোষ কি বল ?

তুলসী । (মুহূর্ত হাসিয়া) দোষ বিলক্ষণ ! কে না বুঝবে, তুমি আমার
আপনার জন—তোমার জন্তই আমি নতুন পুরুতের নামে লাগাতে
গেছি !

আত্ম । (স্বগত) মেয়ে জোঠা হ'লে তার অনেক দোষ ! হাত্তোর !
মেয়েমানুষের আবার ধর্মজ্ঞান !

তুলসী । তবে এ কথাও তোমায় ব'লছি আমি, যদি তোমাদের নতুন
পুরুত সত্য সত্যি কিছু না জানে—তা হ'লে তাকে বেশীদিন পুরুত-
গিরি ক'রতে হবে না । তোমার ও চোখ দু'টোর চেয়ে আরো

ছ'টো শক্ত চোখ তার কাজের উপর চোঁকি দিচ্ছে। সে বিষয়ে
তুমি নিশ্চিন্ত থেকো ঠাকুরপো!

আত্ত। (সোল্লাসে) কে—কে? কার চোখ?

তুলসী। কেন, জমীদারবাবুর মেয়ে রাধারাণীর—তার কাছে একটুও
ফাঁকী চ'লবে না। বয়সে কম হ'লে কি হয়—তার যা ভক্তি—
পূজা অর্চায় যা নিষ্ঠা—খুঁটীনাটি পূজোর সব—এমন নিখুঁত জানে—
একদিন ভুল হ'লেই—রক্ষে রাখবে না আর সে।

আত্ত। বল কি! জয় জনার্দন! আহা! এ সময় যদি একটু তুমি
উসকে দিতে! বেটার টোল তো ভেঙ্গেছি—টোলের প্রায় সব ছাত্র
এসে এখানে জুটেছে—এলো না কেবল ঐ সুধাকরে—আর তার
সঙ্গে ছ'চারটে খোসামুদে। আচ্ছা, দেখি ও কেমন ক'রে পণ্ডিত
ক'রে ঋষি? আমি অমনি ছাড়ছি! বলে—যার ধন তার ধন
নয়, নেপোই মারে নই! কোথায় ছিলিবে বেটা এতদিন? আমি যে
প্রায় আট বছর ধ'রে এই আশাশ্রম দোর কামড়ে প'ড়ে রইলুম—

তুলসী। আহা! ঠাকুরপো! দোর কামড়ে কেবল দাঁতই ভাঙলো
দরজা আর খুললো না। তোমার দাঁতকে বলি, যে ঠাকুরপোর
একটা বে দাও—পরের দোর না কামড়ে নিজের দোর কামড়ে প'ড়ে
থাকুক—এ সব ব্যারাম ভাল হ'য়ে যাবে, মাথা ঠাণ্ডা হবে; তা
তিনি তো কথা কানেই তোলেন না।

আত্ত। নাঃ, আমায় দেখছি বিবাগীই হ'তে হ'ল; এ অবিচার স'য়ে
আমি এ দেশে থাকতে পারব না। তিনকুলে কেউ নেই, তুমি
আপনার জন জেনে তোমার কাছে এলেম, তা তুমি ঠাট্টা তামাসা
ক'রেই উড়িয়ে দিলে! দাদা আসুক, ব'লে বিদায় হই।

তুলসী। বালাই বালাই! বিদেয় হবে কেন? আমি যদি একবার জমীদার বাড়ী গেলেই তোমার আন্তি মেটে, যাব কাল সকালে একবার; আমি কিন্তু ভাই কারও নামে কিছু লাগাতে পারব না; তবে বাণীর মন বুঝে আসব, এই পর্য্যন্ত।

আন্ত। হাঁ হাঁ ওতেই হবে। একবার খবর নেওয়া পুরুষ-গিরি কাজ ক'রছে কেমন। পা ধুতে ভুলে গিয়েছিল ব'লে নলের শরীরে কলি প্রবেশ ক'রেছিল। একটু ছিড্র পেলো হয়, তার পর যা করবার আমার মনেই আছে।

তুলসী। তা এখন সন্ধ্যা আহ্নিকের জায়গা করে দিই, সন্ধ্যা ওতরায়; তার পর লালসারাত ব'লে ছিড্র খুঁজে।

আন্ত। তা—সন্ধ্যাহ্নিক—জায়গা—তা দেবে দাঁও।

প্রহান

তুলসী। পুরুষমানুষের সোমন্ত বয়েসে বিয়ে না দিলেই যত রোগ! অমুরাগের লোক না থাকলেই রাগ বাড়ে! বাই, তুলসীভলায় শ্রদীপ দিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিকের জায়গা করে দিই। কাল সকালে উঠে যাব একবার জমীদার বাড়ী।

প্রহান

চতুর্থ দৃশ্য

মৃগাক্ষমোহনের বৈঠকখানা।

কাল—রাত্রি দশটা

স-পারিষদ্ মৃগাক্ষমোহন
বাইজী জহরা গান গাহিতেছিল

গীত

যমুনার তীরে কালা বাজার বাশরী
কেমনে মন পাশরি ?
বাঁশী ডাকে আয় আয় আয়,
হ'লো কুল রাখা যে দায়,
কি ছলে যাইলো জলে ঘরে ভরা পাগরী ।
নবদী না ছাড়ে পাশ
গলে বেড়ী পায়ে কাঁস,
যদি, মিলনে এতই বাধা কেন না মরি ?
কত সন্মিলো নাগরী !

গান খামিল ইয়ারগণ সকলে বাহবা দিল

রমণী । এটা কিন্তু পিলু ।

মৃগাক্ষ । থাম, আর বিস্তে জাহির করিসনি ; যা জানিসনি তা নিয়ে
যাধা বাধাস্ কেন ?

রমণী। জানিনি বাবা, একি ধানচাল দিয়ে শেখা ? বলে কত ওস্তাদ—

হাঁঃ ! আচ্ছা বাইজী, তুমিই বল তো এটা পিলু নয় ?

জহরা। আজ্ঞে হাঁ ; আপনাদের এ পাড়ারগেয়ে ‘পিলে’র বহিন
‘পিলু’ বটে !

মৃগাক্ষ। কেমন ? হ’য়েছে মুখের মতন ? আর ওস্তাদী ফলাবে ?

জহরা। বাবু, তা হ’লে হুকুম করুন আজ উঠি, রাত অনেক হ’য়েছে।

আবার ইন্টিশনে গিয়ে শেষ গাড়ী ধ’রতে হবে।

মৃগাক্ষ। আবার কবে দেখা পাব ?

জহরা। যখন হুকুম করবেন ; আপনাদের জুতো ফেরাবার জন্তেই তো
আছি।

মৃগাক্ষ। ঐ মথুরো, আলো ধর ; দেখ গাড়ী ঠিক আছে কিনা ?
ষ্টেশনে যেতে হবে।

বাইজী ও তাহার সহচরগণ উঠিয়া দাঁড়াইল,

একটা হুরিকেন লঠন লইয়া মথুরের প্রবেশ

মথুর। বাবু, তার এয়েছেন।

মৃগাক্ষ। তা—র ?

রমণী। এসবাজের না বেহালার ?

মথুর। পিওন তার এনেছেন—রসীদ চায়।

মৃগাক্ষ। এত রাতে কোথেকে তার ? বা নিয়ে আর। এদের আলো
পর। রমণি, বামিনি—এদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে বাড়ী যেও।

জহরা। চলুন রমণীবাবু, রাত্তায় আপনাকে ‘পিলু’ শোনাতে শোনাতে
বাব।

সজ্ঞনী। শোনাবে শুনিও, শেষকালে যেন পিলুড়ি বানিয়ে ছেড় না।

সকলের হাস

মৃগাক্ষ ব্যতীত সকলের গ্রহান

মৃগাক্ষ। এত রাত্রে কোথেকে টেলিগ্রাম এল? তিন কুলে তো খবর নেবার কেউ নেই। ভ্যাগিস্ পতিপুত্রহানা এক দিদি ছিল আর তার বিষয় ছিল, তাই জীবনটা এক রকম নিরুদ্বেগে কেটে যাচ্ছে। হঠাৎ রাত দুপুরে আবার তারের খোঁচা কেন বাবা?

টেলিগ্রাম লইয়া মথুরের পুনঃ প্রবেশ

দে, ~~মোহন~~ কলম দে। (সহী করিয়া দিল) বা দিয়ে আয়।

মথুর। তামুক দেব?

মৃগাক্ষ। হাঁ। আগে এটা দিয়ে আয়।

মথুর। আজ্ঞে।

মথুরের গ্রহান

টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া

“Urgently needed, come immediately Ramaballav.”

ওঃ এ যে জরুরি তলব! দূর সম্পর্কের মধ্যে এক মামা আছেন এই রমাবল্লভ। মামার মামার বাড়ী! তাঁর কাছ থেকে এ জরুরি তলব কেন? আমি তো বিশ্ববধাটে ব’লে কেউ আমার খোঁজ রাখে না; আমিই বা কার খার খারি? অন্তঃপর? ^{ওয়ে} মামাটি কি যান্ যান্ নাক? তাঁদেরও তো ঘরে ছেলে নেই, থাকবার মধ্যে এক মেয়ে—বিষয়ও অগাধ। একটা গুরুতর কিছু হ’য়েছে, নইলে আমাদের টেলিগ্রাম কেন?

তামাক লইয়া মথুরের পুনঃ প্রবেশ

মথুর। ফুরলী বাড়ীর মন্দি দেব ?

মৃগাক্ষ। বেটা নতুন হ'চ্ছ নাকি ? বাড়ীর মধ্যে কবে তামাক খাই ?
তামাক এইখানে দ্ধে; আর দেখ, পাশের ঘরে বিছানা ঠিক
আছে কিনা।

মথুর। বিচানা-টিচানা সব ঠিক করে রেকিচি।

মৃগাক্ষ। দেখ, খবর নে দেখি, দিদি জেগে আছেন কিনা। আমাকে
একটা জরুরি কাজে ভোরের ট্রেনেই এক জায়গায় যেতে হবে।
অত সকালে কারও সঙ্গে তো দেখা হবে না, রাত্রেই তাঁকে ব'লে
রাখি। যা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? দেখে আয়; আবার
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয় ! কথা কানে ঢুকল ? যা।

মথুর। এজ্ঞে তামুক তো দেলাম।

মৃগাক্ষ। তোমার গুটির পিণ্ডি দিয়েছ ! বেটার জালায় অস্থির। বেটার
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাক ডাকে। এতক্ষণ কি বল্লম, কানে ঢুকলো না ?

মথুর। (কানে আঙ্গুল দিয়া) এজ্ঞে না, কানে তো কিছুই ঢোকেন নি।

মৃগাক্ষ। তা ঢুকবে কেন ? যা বেটা পাজী, যাঁহা, মিথোকাড় !

মথুর। এজ্ঞে শুহ শুহ গাল পাড়েন কেনে ? আপনার যেমন দিবে-
রাস্তিরির মন্দি নিজে নেই, আমাদের মান্ধির শরীল তো ? (আবার
নাক ডাকিল)

মৃগাক্ষ। নাঃ এই বেটাই আমাকে বেশ ছাড়াবে। ওরে মথুরো, ওরে
বেটা মথুরো !

মথুর। (চমক ভাঙ্গিয়া) এজ্ঞে !

মৃগাঙ্ক । এজ্ঞে ! একবার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে দেখে এস দিদি জেগে
আছেন কিনা । দেখিস্ যেতে যেতে যেন ঘুমোস্ নি ।

মথুর । এজ্ঞে তাও কি কখনো হয় ? তা যদি পাতাম্, তাহলি
আমারি পেত কিডা ? সে অব্যাস ছ্যাল আমার ছোট্টাকুদার ।
তেনার এডা ছোট্ট কান বালিস ছ্যাল, সেডারে কাদির ওপর থুয়ে
তাতি মাতা রেকে ঘুমুতে ঘুমুতে ছ কোশ পথ মেরে দেতেন ;
তাঁদের পুণ্যাতা শরীল !

প্রহান

মৃগাঙ্ক তামাক টানিতে টানিতে গুন গুন করিয়া খাষা
আলাপ করিতে লাগিলেন

মৃগাঙ্ক । অহরা বেশ গায় ; কদিন আর ওর গান শোনা হবে না ।
রাজনগর থেকে ফিরতে কত দেরী হবে, তা তো আর সেখানে না
গিয়ে আন্দাজ ক'রতে পারি না ? হে- চা-ম- ?

অর্দ্ধাঘুর্জনবতী অজা দ্বারের নিকটে প্রবেশ করিল

মৃগাঙ্ক । (দেখিয়া) একি ! তুমি কেন ? বহু দিদি জেগে আছেন
কিনা খবর নিতে, রাষ্ট্রলটা বুঝি তোমায় ডেকে দিলে ? দিদি বুঝি
ঘুমিয়েছেন ?

অজা কোন উত্তর দিল না

তাকে বোলো আমি ভোরের গাড়ীতে বেরিয়ে যাব । তাঁর সঙ্গে
দেখা হবে না ব'লে তিনি যেন রাগ না করেন ।

অজ্ঞা দ্বার হইতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার বয়স সতের আঠার ; সে দেখিতে
বড় হুন্দরী ; সচরাচর এমন হুন্দরী চোখে পড়ে না। অজ্ঞা
কথা শুনিয়া কোন উত্তর দিল না।

মৃগাঙ্ক। (বিরক্তস্বরে) ওগো, শুনতে পাচ্ছ ? তুমি আবার চোখ
চেয়েই ঘুমুচ্ছ নাকি ? ওগো ! দ্বিমিকে বলতে যেন ভুলো না, আমি
বিশেষ দরকারে যাচ্ছি, ফিরে এসে তাঁকে সব বলব। এইমাত্র ত্বারে
ধবর পেলুম—বোলো, ভুলে যেও না। আরে, এ যে হাঁও বলে না
হঁও বলে না—কি ফাঁসাদ ! বোলো, বুঝেছ ; বলি বলবে তো ?

অজ্ঞা। (অব্যবহিক রক্তচূলের একটা গুচ্ছ লগাট হইতে অপসারিত
করিয়া, মুখ তুলিয়া মুহূর্তে) কোথায় যাবে ?

মৃগাঙ্ক। তবু ভাল, জেগে আছ।—একটা জরুরি কাজে যাব।

অজ্ঞা। কোথায় ?

মৃগাঙ্ক। সে একটা জায়গায়।

অজ্ঞা। জায়গায় তো বটেই, কোন্ জায়গায় ?

মৃগাঙ্ক। তুমি কি পৃথিবীর সব জায়গার নাম জেনে ব'লে আছ নাকি ?
না তোমার কাছে আমার সব কাজের হিসেব দাখিল ক'রতে
আমিই বাধ্য।

অজ্ঞা মাত্র ঈষৎ হাসিল

ওঃ—? হাত ? মুহ ? ও হাসির মানে আমি বুঝি ; কিন্তু বন্ধু, তা যে
হবার যো নেই। ক' বছর এ বাড়ীর শোভাবর্ধন ক'রেছ ?
ক'বছর হবে ?

অজ্ঞা। (মৃগাঙ্কের মুখের দিকে চাহিয়া) আমি ভুলে গেছি মনে নেই।

মৃগাক। নাঃ, ভোলোনি, সে আমি তোমার চোখ দেখে বুঝতে পারছি।
ব'লবে না। তা না বল, কথাটা আমার দিক দিয়ে মাঝে মাঝে
তোমার মনে করিয়ে দেওয়া উচিত; কেন না “দুর্ভাগতা অন্ত নাম
রমণী তোমার।” লোকের কাছে ব'লতে কইতে দেখতে শুনতে
শাস্ত্র লোকাচার মতে, তোমার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ বটে; কিন্তু
সত্যের দিক দিয়ে আসল কথাটা তো তা নয়—কেমন? এ কথা
স্বীকার কর?

অজ্ঞাবাদ নীচু করিয়া হাসিল

না না, হাসি নয়। ঐ রকম হাসি দেখেই কাপুরুষ পুরুষগুলো
ফাঁসি প'রে মেয়েমানুষের গোলামো করে। কিন্তু ইস্কুল থেকেই
আমার motto হ'চ্ছে—“স্বাধীনতা হীনতার কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়? ফুলশয্যার রাত্রে তোমায় যা খুলে ব'লেছি, আর
এই তিন বছর—এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম দেখেছ কি—যে রাত
দুপুরে তানা দিয়ে ফিক ফিক ক'রে হাসছ, আমার কাজের কৈফিয়ৎ
নিচ্ছ? তোমায় ত বিয়ের রাত্রেই আমার প্রাণের কথা খুলে
ব'লেছিলুম যে, বাইরে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতন থাকব; কিন্তু
আমাদের আসল সম্বন্ধ হবে “বন্ধুত্বের”। তুমি হবে আমার বন্ধু,
আমি হবে তোমার বন্ধু—ব্যস—কাজের খতম; তোমার মা বাপের
নিতান্ত জেদে, তাঁদের দায় উদ্ধার করার অন্তেই না তোমায় বিয়ে
করা? সেটা ভুলে গেলে চ'লবে কেন?

অজ্ঞার মুখ অন্ধকার হইল, কিছু বলিল না। মাত্র

তাহার কম্পিত অধর ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইল;

নেত্রপল্লব আনত হইল

এ কি! মুখখানা এই লাল, এই কালো! রৌদ্র আর মেঘ! এতে কবির প্রেরণা আসতে পারে, আমার কাছে ও বেণাবনে মুক্তো ছড়ান। আমি বন্ধু আছি বন্ধু থাকব! আমার স্মৃতির প্রাণ, সাধ ক'রে পায়ে বেড়ী প'রতে পারবো না। আর তোমারই বা তাতে ক্ষতি কি বন্ধু? গয়নাগাঁটী, কাপড়চোপড় যখন যা সখ হ'চ্ছে পাচ্ছ, দিব্যি আরামে আছ; দিন রাত ইঞ্জি চেয়ারে শুয়ে নভেল পড়, smelling salt (স্মেলিং সল্ট) শোঁকো, কোনো বালাই নেই! মুখ অমন কালো কোরো না; ও মুখ ভার আমি সহিতে পারিনি। কথায় কথায় রাত্তির পোহাতে চ'ল্লো, আমি আর দেরি ক'রবো না; তুমি দ্বিধিকে বোলো, আমি ভোরের গাড়ীতে বিনেশে যাব। যাও, ঘুমোও গে (বন্ধুটী আমার,) আমি দেখি মথুরো বেটা আবার কোথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে।

প্রহান

অজ্ঞা। দায়ে প'ড়ে বিয়ে করা! দায়ে প'ড়েই তো! গরীবের মেয়ে, আইবুড়ো নাম না খণ্ডালে জাত যাবে, তাই বাবা হাতে পায়ে ধ'রে এখানে সম্প্রদান ক'রেছেন। ক'ল্লেনই বা আমায় তাচ্ছিল্য। যিনি আমার মা-বাপের দায় উদ্ধার ক'রেছেন, তাঁর কাছে তাচ্ছিল্যও যে আমার পুরস্কার! আমারই অন্তায়! কেন আমি জিজ্ঞাসা ক'রতে গেলুম? কেন মুহূর্তের জন্তে ভুলে গেলুম? বিবাহিত হ'লেও স্ত্রীর অধিকার তো আমার কোনদিনই নেই। এবার থেকে খুব সাবধানে থাকব, যাতে আর কখন এমন ধরা না পড়ি।

প্রহান

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

হুপ্রশস্ত মর্দর নির্মিত হর্ষা ; প্রাচীরের পাথর কাটিয়া খচিত হৃদয় চিত্র, জন্ম হইতে
লয় পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলার পূর্ণ। উপর হইতে ফটক বাড়ি বিলম্বিত।
স্বর্ণরচিত পাত্রে পাত্রে নৈবেদ্য ; মুক্তাখচিত স্বর্ণপাত্রে যত্র-সজ্জিত তাম্বুল ; বৃহৎ স্বর্ণ
বাণিপূর্ণ পুষ্পরাশি। বৃহদায়তন স্বর্ণ পুত্রলিকার হস্তস্থিত ধূপ-দীপ অগুরু ইত্যাদি।
মন্দিরের মধ্যস্থলে স্বর্ণ সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রতিমূর্তি—মণিমুক্তাখচিত বহু
অলঙ্কারে সজ্জিত।

মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে প্রস্তর নির্মিত রোয়াকে বসিয়া বাণী ফুলের
মালা গাঁথিতে গাঁথিতে আপন মনে গান গাহিতেছিল

গীত

তোমারি ফুলে সাজাব তোমারে সাধ মনে—

গাঁথি মালা কত যতনে ।

তুঁকি-নিখিল হৃদয়তম,

দ্বিগাহি তোমারে প্রেম, নবীন জীবন মম ;

তোমারি প্রণয়-ইচ্ছা বিধিত যদি গগনে,

লীন প্রাণ মম সদা স্মৃতিত তব চরণে ॥

গীতান্তে গান গাহিতে গাহিতে তুলসীর প্রবেশ

আর কতদিন একলা ব'সে গাঁথি মালা এমন ক'রে ?

যদি কেউ না তারে আদর করে ?

অভিমানে গলার মালা শুকিয়ে যদি প'ড়বে ঝ'রে ।

মিলনের প্রথম বীধন ফুলের কলির ডোর—

সে হারে বীধে মনচোর,

তোর মন কোথায় আর চোর কোথায় বল,

মালা দিবি কারে বুকে ধ'রে ?

তুলসী । কি লো চিরদিনই তো পাথরে গড়া ঠাকুরের জন্তে মালা গাঁথলি
তোর জন্তে দিনে রেতে আমার কিন্তু ঘুম নেই ! কেবলি ভাবি, তোর
ঐ ঠাকুরের মতন পোষাক প'রে ~~আমাদের রাধারাণীর হাতে পকা~~
~~রাধারাণীর হাতে~~ কবে এই সত্যিকার রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণ আসবে সই ?
সেই ভাবনা ভেবে ভেবে দেখ সই, আমি আধখানা হয়ে গেলাম !

বাণী । বলে “যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই !”
আমার জন্তে তোর এত মাথাব্যথা কেন বল দেখি ?

তুলসী । আহা, মাথাব্যথা হবে না ? ~~যারা একেবারেই তোমার কি~~
~~বলতে পারিনি ;~~ আমার কিন্তু মনে হয়, অমৃত কি একা খেয়ে লুখ ?
পাঁচজনকে খাইয়ে খেলে তবে না আনন্দ ? এখন তো আর কচি
কিশোরীটী নও, দেখতে দেখতে যৌবনও যে এল ; এখন কি আর
ও পাথরের কৃষ্ণে সাধ মেটে ?

বাণী । আমার মেটে । আমি একদণ্ড এই কৃষ্ণ ছাড়া নই । আমি
এঁকেই সেবা করি, আদর করি ; আমার সমস্ত মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে
একমাত্র এঁরই হ'য়ে দিন রাত ঐ দু'খানি পাথরের তলার পড়ে
আছি । দেখ্ দেখি আমার কৃষ্ণকে কেমন সজিয়াছি ? তোরা
তোদের স্বামিকে কি এমন ক'রে সাজাতে পারিস—না এমন ভালই
বাসতে পারিস ? তারা পান থেকে চূণ খ'সলে ঝগড়া করে, দাসীর

মত খাটিয়ে নেয় ; কিন্তু দু'টো ভাল কথা বলবার ফুরাত্ত তাদের হয় না। তারা রোগে ভোগে, মরে ; কত রকমে জালায় বল দেখি ? তুই মনে করিস, আমি এই চির-কিশোর চির-নিরাময়, চিরজীব জগৎ স্বামীকে ছেড়ে তাদের মত মানুষের দাসী হব ? আমি যে স্বয়ংস্বরা হয়েছি।

তুলসী। বলিস্ কি ভাই, স্বয়ংস্বরা হবার এত সাধ ? তাঃ হাঃ হাঃ বলিস্ কি ?

হাসিতে হাসিতে বাণীর গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বাণীর হাতে ছুঁচ ফুটিয়া গেল

বাণী। উহঃ ! কি করলি দেখ্ দেখি ? হাতে ছুঁচ ফুটে গেল !

তুলসী।

গীত

তোর বৃকের মাঝে কুলের কাটা

ছুঁচ কোটাতৈকি জালা বল ?

চোঁটের কোণে চাপা হাসি,

লোক-দেখানো চোখে জল ! ❀

গাখিস্ মালা আপন মনে,

তোর মনের কথা মন-ই জানে,

ছিল কালকে কলি,

ধাক্কা যে শতদল !

কেন মাঁচল দিয়ে তুষের আগুন

রাখিস বৃকে করে ছল ?

ওলো, স্বয়ংস্বরা হবার যদি এত সাধ, তা আমায় এতদিন বলিসনি কেন ? তোর সয়া তো বয়েই ছিল। গোঁসাই-ঠাকুরদাস-ভিলক

মেয়ে টেনে ক'রে থাকেন? না হয় একটা চুড়ো বেঁধেই নিতিমা খরখর
হরিনাম জপ এখনও না হয় বল, তাকে তোমার ঐ ঠাকুরের তাজলি করিয়ে
শীতকান্টাল দিয়ে পাঠিয়ে দিই। সেই বেশ হবে লেগে কেবল হবে।

বাণী। (রাগ করিয়া তুলসীকে ঠেলিয়া দিয়া, জ্র কুণ্ঠিত করিয়া)
তুই ভাই ভারি ছেবলা; আমি কি তামাসা ক'রছি না কি?
সত্যি সত্যিই যে আমি আমার দেহ মন প্রাণ সব আমার ঐ
শ্রীকৃষ্ণকে “কৃত্তমকং সস্ত্রদনে” বলে দিয়ে ফেলেছি। এ সবে
উপর আর কারও দাবী দাওয়া নেই, নিজেরও নয়। দেখিস্ তুই,
এ আর কেউ পাচ্ছেন না।

তুলসী। দেখা যাবে লো, দেখা যাবে। এক মাঘেই কিছু শীত পালার
না! যিনি এই রূপসীর লেহমনপ্রাণ পাবেন, তিনি শ্রীগোকুলে
বাড়ছেন। আমি আর কিছু এখন মরছিনি।

বাণী। বালাই মরবি কেন। এখন দেখ দেখি, মালা কি রকম হ'ল?

তুলসী। সুন্দর হ'য়েছে; কিন্তু হ'লে কি হয়, এ বেণাবনে মুক্তো
ছড়ানো।

বাণী। (সন্দেহ করে) কেন—কেন?

তুলসী। যে পুরুষ জুটেছে তাই বলছি। ই্যালো, লোকটা পূজো-অর্চনা
ক'রছে কেমন? মন্ত্রতন্ত্র কিছু জানে না কেবল কোশাকুলী নেড়েই
সারে?

বাণী দীরব; তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল

তুলসী। দেশগুচ্ছ সবাই মিলে এই কাজটার জন্তে কত কি-ই না ব'লেছে!
মরবার সময় বুড়ো ভট্টচাষিমশায়ের নাকি ভীমরতি হয়েছিল, তাই

তিনি হঠাৎ এই কাণ্ডটা ঘটিয়ে গেলেন। পূজোয়ারের ও-কালে
কি-? আত্ম-ঠাকুরপোর মুখে কমেছি, ও হোড়টি বরাবর ওদের
ভাত ক'রখত। রাধুনী বামন, হঠাৎ ক'লেন ঠাকুরশাই! এ-ধেন
গেই-~~হঠাৎ পাট-কাটা~~ ও-ফে-~~ক'লেন~~ চাষার বেটাকে বসালে
রাঙ্গলদোতে। তা যাক ভাই, রাঙ্গলদো তোর তো মনে ধরেছে—
তা হলেই হ'ল।

বাণী। মনে ধরেছে ছাই, ওর চেয়ে তোমার আদি ঠাকুরপো ঢের ভাল।

পূজো করার যে ছিরি? পাঁচ বছরের ছেলে যা জানে, ও তা জানে না।

তুলসী। কেন? কেন?

বাণী। কাল ক'রেছে কি জানিস? কতকগুলো রক্তজবা এনে ঠাকুরের
পা সাজিয়ে রেখেছে। মূর্খের এ জ্ঞান নেই যে, আমার ফুলে আমার
পূজো হয় না। আমি তো আর এ'কে নিয়ে পারিনে। বাবাকেও সব
বলিছি; দেখি আরও ক'দিন!

তুলসী। (স্বগত) বুঝলুম নতুন পুরুতের আসন ট'লেছে। এখন এখানে
আদি ঠাকুরপোর একটা ব্যবস্থা হ'লে আমরাও বাঁচি। ~~মুখে তো কিছু~~
~~ব'লতে পারিনে—দূর-দূর-ঠাকুরপো—দশজন ছাত্র নিয়ে টোল~~
~~বুলেলে, আমাদের বাড়ী। আমাদেরও তো অবস্থা তেমন নয় যে তিন~~
~~বেলা এ'দের হাজিরা পোয়াতে পারি। থাক, আজ আর এ দিবে~~
~~হেঁটিয়ে কাজ নেই। একুনি এ'নি হবে আর ও আদি কেন~~
~~নিষিদ্ধ—ভালি হই~~ (প্রকাশে) ওলো, কথায় কথায় বেলা
হ'ল; তুমি তো তোমার শ্রীকৃষ্ণের নৈবিত্তি সাজিয়ে ব'লে
আছ, আমার শ্রীকৃষ্ণের নৈবিত্তি সাজাতে এখনো বাকী। আর
ব'সব না, উঠি।

বাণী। চল, আমার রাধারাণীর জন্তে নীল রেশমী শাড়ীর উপর কেমন জরির ফুলপাতা তুলেছি, তোকে দেখাই চল।

উত্তরের প্রহান

অন্ত দিক দিয়া অশ্বরনাথের প্রবেশ

অথবা। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় পূজা করিতে আসি; কিন্তু এ পূজায় মনের তৃপ্তি হয় কৈ? আমি যতই নিষ্ঠার সহিত, আগ্রহের সহিত পূজা করি, এই পাবাণ বিগ্রহের পার্শ্বে মন্দিরপ্রতিম অল্পমম-মূর্তি ভক্তি-মতী পূজারিণীর সন্নিধ্য দৃষ্টি আমাকে নিয়তই সম্বুচিত করে। ~~শৈশবকাল~~
~~ভাষার-ভাষা-তপস্বী-ভাষা-এই-কিশোরীর-ঐকান্তিক-দেবদেবার~~
~~কাছে-নিজেকে-প্রতিনিয়তই-হীন-বলে-মনে-হয়।-তার-ভক্তিক-কাছে~~
~~আমার-কাথা-স্বতই-মত্ত-হয়।-তাল-আমি-তো-শাস্ত্রমির্ভিষ্ট-পূজা~~
~~পদ্ধতির-কোন-স্বাভিক্রম-করি-না,-তবু-আমার-প্রতি-তার-সন্তত-সম্বর্ধ~~
~~হুই-হয়ন।~~ যথার্থ-ই কি পূজায় আমার কোন ভুল হয়। সে কথা
কয় না; কিন্তু তার সেই তীব্র অনুসন্ধান-নিরত দৃষ্টি দেখে আমার
মনে হয় আমার পূজা তার মনঃপুত হয় না।

কলাপাতার কতকগুলি ফুল লইয়া মহেশের মণ্ডলের প্রবেশ

মহেশ। এই যে দাদাঠাকুর। আমার বেড়ার ধার দিয়ে যখন পাশ কাটিয়ে চলে এস, কত যে ডাকলেম ‘দাদাঠাকুর গো, ফুলক’টা নিয়ে যাবেন নি? তা দাঠাকুর আমার এমনি বেহঁস, একবার রা কাড়লেন নি। দাদাঠাকুর আমার ভোলানাথ, ভুলেই আছেন! এই নাও ঠাকুর, ফুলক’টা জীবতার ছিচরণে দিও, তোমার আশীর্ব্বাদে জীবনটা সার্থক হ’ক।

অম্বর। কিরে মহেশ, আজ আবার ফুল দিবি? আচ্ছা, দিয়ে যা!

এত বড় পঞ্চমুখী জবাফুল এ অঞ্চলে আর কারও বাগানে ফোটে না।
মহেশ। সেও আপনাদের ছিচরণের আশীর্বাদে দাঠাকুর; নইলে
আমার আবার বাগান—হ্যাঃ!

অম্বর হাত পাতিল মহেশ আলগোছে পাতার মোড়া ফুল ফেলিয়া দিল
একবার ঠাকুর পেরাম ক'রে যাই থামারটা ঘুরে আসি।

ঠাকুর প্রণাম করিল, ও অম্বরকে প্রণাম করিতে যাইবে এমন সময়—

অম্বর। থাক থাক আমার হাতে ফুল আছে, তোকে আর প্রণাম
ক'রতে হবে না।

মহেশ। দাঠাকুর আমার যেমনি ছিঁরিমান্ তেমনি গুণেরও ওর নেই।
তোমার দেখলে আমার সময় সময় কি মনে হয় জ্ঞান দাঠাকুর?

অম্বর। কি মনে হয়?

মহেশ। তুমি বামুন পণ্ডিতের ঘরে না জন্মে যদি রাজার ঘরে জন্মাতো,
তাহলেই মানাত।

অম্বর। দূর পাগল।

মহেশ। আর পাগলই বল আর ঝাই বল, তোমার পেরাণ্ডা ঝে.
রাজার চেয়েও বড়, তা আমরাও কি চিনিনে? তুমি ঝে আমাদের
মতন গরীব দুঃখীর মা বাপ!

প্রস্থান

অম্বর। কালও এই মহেশ ফুল দিয়েছিল। ফুটন্ত রক্তজবা যখন ঠাকুরের
চরণে অঞ্জলি দিলেম, সেই ফুল, মঙ্গল মর্শ্বরভিত্তির গায়ে প্রতিকলিত
হ'ল তখন মনে হ'ল ঘরের মধ্যে কে যেন একঝুঠো আবার ছড়িয়ে

দিয়েছে। আগে মন আমার প্রতিমাপূজার বিরোধী ছিল, কিন্তু
যত দিন যাচ্ছে ততই পূজার উপর আমার অহুস্রাগ বাড়ছে।

সিঁড়ি বাহিরা মন্দিরের রোয়াকে উঠবে এমন সময় বাণীর প্রবেশ

অশ্বরের হস্তস্থিত পত্রপুট লক্ষ্য করিচা কঠিন স্বরে বাণী জিজ্ঞাসা করিল

বাণী। ওতে কি ?

অশ্বর। (সশব্দ অথচ মৃদুস্বরে) ফুল।

বাণী। ফুল ? কি ফুল ? ফুল আপনার যেখান সেখান থেকে ব'য়ে
আনবার দরকার কি ? থালায় যে ফুল আছে, ঐ তো পড়ে থাকবে।

বাণীর অধরে স্রোতের মৃদুহাস্ত ক্রীড়া করিয়া উঠিল

অশ্বর। (অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কোনমতে উত্তর দিল) সে জন্ত নয়।

একজন লোক বড়ই শ্রদ্ধা করে দিলে তাই ফেরাতে পারিনি।

যদি—

বাণী। কে দিলে শুনি ?

অশ্বর। মহেশ মণ্ডল ব'লে একজন।

বাণী। সে কি ? শূদ্রের ফুল নিয়ে আমার দেবতার পূজা কর ? কি
ফুল ওগুলো, খুলুন তো দেখি ?

অশ্বর পাতার বোড়ক খুলিল

দুই পা শিছাইয়া গিয়া কুছা সিংহীর দ্বার পঙ্জিরা বাণী ডাকিল

বাণী। পুরুষ ঠাকুর !

অশ্বর বিষম-বিমুগ্ধ হইয়া কেবল চোখ দুইটা তুলিল

বাণী। পুরুষ ঠাকুর, তুমি যে অত্যন্ত মূর্থ, তা জেনেও কোন মতে স'য়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আর নয়—যাও, এই মন্দির থেকে তুমি এখন ~~কেন~~ যাও! কালও তুমি এই রক্ত জবা দিয়ে আমার ঠাকুরের পূজা ক'রেছ। যে ফুল শক্তিপূজায় লাগে, সেই ফুল বৈষ্ণবের ঠাকুরের পূজা! কোন্ ফুলে কোন্ দেবতার পূজা ক'রতে হয় যে জানে না, সে পুরুষগিরি ক'রতে আসে কোন লজ্জায়? তুমি যাও, আমার ঠাকুর না হয় অমনি থাকবেন সেও ভাল, তবু তোমার মত মূর্থ অনাচারীর পূজা আমি চাই না।

অবরনাথ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

বাণী। কে আছিল?

~~একজন দাসীর একে।~~

~~দাসী—একজন দাসী—কিরিয়া!~~

বাণী। আমি ঠাকুরকে শিগ'গিরি ডেকে আন। বলিস্, যেন নান ক'রে পূজোর জন্তে তৈরী হ'য়ে আসেন;—একে নিয়ে আমার চলবে না।

দাসী। ~~এই চরু~~ কিরিয়ানি!

প্রস্থান

বাণী। (কিরিয়া) দাঁড়িয়ে রইলেন যে, যান এখন।

অবরনাথ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

রমাবল্লভ মন্দিরের দালানে বসিয়াছিলেন ; কুকপ্রিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া

কৃষ্ণ। অহুরোধ ক'রলেও থাকবে না? ব্রাহ্মণকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া! একে এই বিপদ, তার উপর ব্রাহ্মণের অভিযানে কিছু কি থাকবে? ~~কোনো একে তোমার আদরের আদরের ক'রছে~~
~~কি! শুক পুস্তক জান নেই! তার পুস্তক ক'রতে পারে না~~
~~দু'দিন শ্রিত্রিয়ে নিলেই তো হ'ত!~~ তুমি একবার ছেলেটিকে বুঝিয়ে পড়িয়ে দেখ, বাণীর মত করবার জন্য আদার!

রমা। এ সব সর্বনাশের পূর্ব লক্ষণ! পিতার অবাধ্য হ'য়ে ছিলাম, তার ফল হাতে হাতে পাচ্ছি। ~~আমি কোন্ দিক সামলাই?~~
~~আদার আদার আদার দেই, নিজে দেই।~~ আর এই ক'টা দিন আছে। বাণীর বিয়ের তো কোন যোগাড় করতে না পেরে মৃগাককে তার করলুম, সেও এল না।

কৃষ্ণ। তার আসবার এখনও সময় যায় নি।

রমা। তা যায় নি; আমি পথ চেয়ে ব'সে আছি। সে যদি বাণীকে বিয়ে ক'রতে সম্মত না হয়, সপরিবারে গেলুম!

কৃষ্ণ। তুমি আগে ছেলেটিকে ডাকিয়ে আর একবার বল। ব্রাহ্মণের নিশ্বাসে যে কিছু থাকবে না!

রমা। কালই চ'লে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে ব'লে ক'রে একটা দিন রেখেছি। এ রকম ক'রে তাড়িয়ে দেওয়ায় যে আমারই অপমান, মেয়েটা তাও বুঝলে না!—আমার পাগলো মেয়ে!

কৃষ্ণ। ঐ ক'রে, ক'রেই তো মাথায় তুলেছ!

ভৃত্যের প্রবেশ

রমা প্রস্থান।

ভৃত্য। বাইরে আমাদের সেই পুরোনো দাদাবাবু এসেছেন।

রমা। কে?

কৃষ্ণ। ওগো দেখ, বুঝি মৃগাকুল এল।

ভৃত্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই দাদাবাবুই বটেন।

রমা। বাই, দেখি, তাকে এইখানেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, বিয়ের প্রস্তাবটা তুমিই আগে ক'রো। ~~আর... অপরকে... একবার ভেঙে বুঝিয়ে বলি।~~
~~আমি... এর মধ্যেই পূজার তার নিকটে বসে আছে।~~ অপরকেই বা কি ক'লে বোঝাই?

রমাবল্লভ ও ভৃত্যের প্রস্থান

কৃষ্ণ। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! না হ'ক, মিছিমিছি এ কি উইল বাপু? দেখছি, বিষয় থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। না থাকার এক জালা, থাকার শতক জালা! →

বাণীর প্রবেশ

আয় বাণি, আমার কাছে আয়। একি! তোর চোখ রাজা কেন? কানছিলি বুঝি? বোকা মেয়ে, কান্না কেন?

বাণী তার মস্তকের নিকটে গিয়া তাঁর বুকে মুখ লুকাইয়া কাদিতে লাগিল

ছি মা, কাদিস নি; আমার কান্না।

বাণী। মা আমি ম'রব।

কৃষ্ণ। বালাই বালাই—ও কথা কি ব'লতে আছে ?

বাণী। আমার জন্তেই! তোমাদের এই সর্বনাশ। আমায় নিয়েই না দাদাবাবুর উইল ? আমি ম'লে ত আর সে উইল বলবৎ থাকবে না ? তা হ'লে ত আর তোমাদের সর্বনাশ যাবে না ? দাদাবাবু এত ভালবাসতেন, শেষে তাঁর ভালবাসার এই পরিণাম হ'ল ? এখন বুঝতে পারছি, দাদাবাবু আমায় কথ'খনো ভালবাসতেন না—কথ'খনো না—কথ'খনো না।

কৃষ্ণ। দেখ্ বাণী, অমন কথা বলিস্নি। ঠাকুর যে তোকে ভালবাসতেন না—তা নয় ; তোকে ভালবাসতেন ব'লেই, তাঁর ভালবাসায় অন্ধ হ'য়েই তিনি এই উইল ক'রেছেন। তিনি একদিকে তোকে ভালবাসতেন, আর তেমনি, ভালবাসতেন তাঁর বংশ-মর্যাদাকে। এ দুইয়ের কাজকে তিনি খাটো ক'রতে পারেন নি, তাই কায়ের মুখ না চেয়ে এই উইল ক'রে গেছেন। দেখ্ মা, ভালবাসা নিতে গেলে, ভালবাসার অত্যাচারও সহিতে হয়।

বাণী। বাবা শুকনো মুখে যখন বুকিয়ে ব'লেন যে আমি বিয়ে না ক'রলে তাঁকে, তোমাকে পথে দাঁড়াতে হবে, তখন তাঁর কাছে আমি বিয়ে ক'রব বলে স্বীকার ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলেন ; তার পর মা, যত দিন যাচ্ছে—ভেবে দেখেছি, বিয়ে করবার অধিকার আমার কৈ ? আমি ত অনেক আগে থেকেই আত্মাকে সমর্পণ ক'রেছি আমাদের কুলদেবতা গোপীকিশোর ঠাকুরকে। এখন কি ব'লে আমি, যে মেহ দেবতাকে উৎসর্গ ক'রেছি সেই মেহে অঙ্গ মাজুষের সেবা ক'রব ? আমি বাবাকে সব কথা বুকিয়ে ব'লতে পারব না, তুমি তাঁকে বুকিয়ে

~~বোম্বো, তিনি না পোষেন, কোন রেখে আমি নিশ্চিত ম'রব।~~

~~আমি কখনো দাসী, কখনো মাদুরের মাদী হব না।~~

মৃগাক। (নেপথ্য হইতে) মামী কোথায় গো?

মৃগাকের প্রবেশ

মৃগাক। এই যে মামী, গড় করি গো—আরে, ওটা কে? এ, এ আমাদের সেই রাধু না? আরে, তুই এত বড় হ'য়েছিস? তোকে যে আর চেনবার ঘো নেই?

কৃষ্ণ। আর মৃগু, কেমন আছিস? হাঁরে, আমাদের একেবারে ভুলে গেলি? একটা চিঠি লিখেও তো খবর নিস না। শেষে 'তার' ক'রে তোকে আন্তে হ'ল? ছেলেবেলায় কতদিন এখানে থাকতিস্ সে সব ভুলে গেলি?

মৃগাক। ভুলে গেলুম, এ সুখবর তোমাদের কে দিলে মামী? ভোলবার মতন অবস্থার পরিবর্তন আমার তো কিছু হয়নি যে, ঝাঁক'রে ভুলে যাব? আমি তোমাদের যে মৃগু সেই মৃগুই আছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল তো? হঠাৎ 'তার' করা কেন? আমি তো সাতখানা ভেবেই মরি।

কৃষ্ণ। যখন এসেছিস, সবই শুনিবি। (মুহূর্ত্তান্তে) তোকে একটা পরামর্শের অস্ত্রে ডেকেছি রে, একটা বড় পরামর্শ।

মৃগাক। তা পরামর্শের এমন উপযুক্ত পাত্র আর পাবে না! দিদির তিনকূলে কেউ নেই, তাঁর অর্থ আর অন্ন ধ্বংস ক'রছি আর নিব্রা-রাত্র পরামর্শ দিচ্ছি! সে রকম পরামর্শ আমি খুব দিতে পারব; এখন কথাটা কি বল তো?—কিরে রাধু, তুই যে একটাও কথা

ক'চ্ছিস নি, বাড় জুঁজে ব'সে আছিস্ ! তোর তো দেখছি আজও বে হয়নি । হাঁ মামী, বরে এতবড় আইবুড়ো মেয়ে—তোমাদের গলায় জল উল্ছে কি ক'রে ? আজকাল কস্তাসমস্তা বে অরসমস্তার চেয়ে বড় ।

কৃষ্ণ । ওরে সেই পরামর্শ করবার জন্তেই তো তোকে ডাকা হ'য়েছে ।

মৃগাক । বটে ! রাধুর বিয়েটা বুঝি আমার পরামর্শের জন্তেই আটকে আছে ? তা বেশ, আমিও পরামর্শ দিচ্ছি । বিয়েটা—এটা কি মাস ? ফাস্তন ? বাস্, এই ফাস্তনেই দিয়ে দাও ।

কৃষ্ণ । তুই কি মনে ক'রছিস শুধু এই পরামর্শটুকুর জন্তেই তোকে ডাকা হ'য়েছে ?

মৃগাক । তাও তো বটে ; এ আর এমন শতটা কি ? এ পরামর্শের জন্তে আমার তো না ডাকলেও চলত । তবে ?

বাগি ধীরে ধীরে উঠিল

কৃষ্ণ । বাগি, মা, মৃগাকের জন্তে খাবার নিয়ে আয়, এইখানেই ।

বাগির প্রস্থান

মৃগু, বোস্, স্থির হ'য়ে শোন্ । আমাদের বড় বিপদ, তাই তোকে ডেকেছি ।

মৃগাক । বিপদ ? তোমাদের ? বিপদে প'ড়ে পরামর্শ নেবার জন্তে এ পর্যন্ত আমাকে কেউ তো ডাকেনি । অনেকদিন এখানে বাতায়ত নেই, আমাকে তোমরা এত বড় মাতব্বর ঠাওরালে কি ক'রে বল দেখি হঠাৎ ? এ'তো বড় আশ্চর্য্য !

কৃষ্ণ । সত্যি বাবা, বড় বিপদ ; আর সে বিপদে রক্ষা ক'রতে পার বাবা, কেবল তুমি !

মৃগাক্ষ । বল কি মামী ? আমি ? কথাটা বড় ভাল ঠেকছে না ; কথা শুনে মনে হ'চ্ছে তোমাদের চেয়ে বিপদটা যেন আমারই বেশী । মোক্কাটা কি ? আর খোঁকায় রেখ না । কৈ মামাবাবু তো বাইরে কিছু ব'লেন না, কেবল তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন ।

কৃষ্ণ । তিনি লজ্জায় ব'লতে পারেন নি । আমার খণ্ডর এক উইল ক'রে যান, তুই জানিস্ ?

মৃগাক্ষ । জানব কি ক'রে ? আমি তো উকীল মোক্কার নই, আর তাঁর ওয়ারিসও নই যে, আমার জানতে হবে ।

কৃষ্ণ । তুই তাঁর ওয়ারিস ।

মৃগাক্ষ । অ্যাঃ !

উষ্টিয়া দাঁড়াইল

কৃষ্ণ । উঠে দাঁড়ালি যে ?

মৃগাক্ষ । দাঁড়িয়ে থাকলে হয় ব'সে পড়তুম, নয় মুর্ছা যেতুম ! তোমরা 'তার' ক'রে ডেকে আনিয়ে ঠিক দুপুর বেলা যে রকম আরব্য উপভাস আরম্ভ ক'রলে তাতে ব'সে থাকলে এই রকম দাঁড়িয়ে ওঠাই তো সম্ভব । তার পর আর খানিক পরে তোমার কথা শুনে, পাগল হ'য়ে না ছুটে বেড়াই !

কৃষ্ণ । ঠাট্টা নয়, সত্যিই তুই তাঁর ওয়ারিস । তিনি উইল ক'রে যান— যদি ষোল বছর বয়েসের মধ্যে বাণীকে আমরা আমাদের স্ববরে বিয়ে দিতে না পারি, তা হ'লে এ বিষয় অর্শাবে তোকে । বাণীর ষোল বছর বয়েস পূর্ণ হ'তে আর সাতটা দিন আছে ; কিন্তু এ পর্যন্ত তার

পাত্রে কোন সন্ধান নেই। কাজেই সাতটা দিন গেলে এ বিষয়ের মালিক হবে তুমি।

মৃগাক। বাঃ! কেউ বিষয় খোঁজে, কাউকে বিষয় খোঁজে! এঁ যে দেখছি আবুহোসেনকেও কাবু ক'রে দিয়েছে! তা, এ উইলের কথা কে জানে?

কৃষ্ণ। কেউ জানে না। জানেন তোমার মামাবাবু, জানি আমি, আর জানেন যে উকীল উইল লিখেছেন, তিনি।

মৃগাক। উত্তম! উকীলবাবুরই পোয়াবারো। তাঁকে কিছু মোটারকম দক্ষিণে দিয়ে দাও, তাহলেই এ উইলের খবর আর কেউ জানবে না। তার পর তোমাদের বিষয় তোমাদের থাকবে। আমি সব সইতে পারব মামী, বিষয় সইতে পারব না।

কৃষ্ণ। তাও কি হয় বাবা? এ যে ধর্মের সংসার। এ—~~সংসার~~—এত ~~অধর্ম~~ ~~সইতে~~ ~~কেন~~?

মৃগাক।—~~অধর্ম~~ ~~কিসে~~—কর্তৃদশায়ের বুদ্ধবরসে বাহাত্তরে হ'য়েছিল; নইলে এমন উইল কেউ কখনো করে? এমন উইলের কথা তুমি আর কখনো শুনেছ?

কৃষ্ণ।—~~না~~ ~~বাবা~~, ও কল্যাণ ব'লতে নেই; তিনি যা ভাল বুঝেছিলেন, ক'রেছিলেন; আমরা তাঁর বিচার করবার অধিকারী নই; আমরা তাঁর আদেশ পালন ক'রতেই বাধ্য। কিন্তু মৃগু, এর একটা উপায় আছে, আর সে উপায় একমাত্র তোমারই হাতে।

মৃগাক। বল কি মামী, আমারই হাতে? আমি কোন্‌খানটায় হাত দিতে পারি? একবার এক—যাক!—মোদ্দা সাত দিনের মধ্যে ~~কেন~~ ~~লগ~~, সেই সঙ্গে এক নিকষকুলীন জামাই তোমাদের চাই-ই, না

হ'লে তোমাদের বিষয় আশয় কিছুই থাকবে না ;—এ মন্দ ব্যবস্থা নয় ! কিন্তু আজকালকার বাজারে “পাশ” বিক্রী হয় “কুল” তো আর বিক্রী হয় না। হুকুম দিলে পৌঁণে পনেরো গণ্ডা বি-এ, এম-এ তোমার দোরগোড়ায় হাজির ক'রে দিতে পারি, কিন্তু ও জিনিষটা যে বড়ই দুস্ত্রাপ্য।

কৃষ্ণ। কেন বাবা, তুমি তো আছ।

মৃগাঙ্ক। আমি ? এতক্ষণ ছিলুম, কিন্তু এখন আছি ব'লে তো মনে হ'চ্ছে না ! আমি—একটা নেহাৎ লক্ষ্মীছাড়া—আমায় নিয়ে কি ক'রবে তোমরা ? নেহাত বাদেয় মেয়ের দর নেই, মেয়েকে টুপ ক'রে জলে কেলে দেয়, তারাই আমাদের তল্লাস করে।

কৃষ্ণ। শোন মৃগাঙ্ক, জগতে কোন জিনিসের দাম নেই ব'লে প'ড়ে থাকে, কারও বা দর বেশী ব'লে বিকোয় না। আমরা এখন সেই সব দর-নেই-মেয়ের মা বাপেরও বেহুদা ~~হয়~~ ^{হয়}। তোমার অমত কিসে ? আমরা যখন নিজেরাই দিতে চাচ্ছি।

মৃগাঙ্ক। আমার অমত কিসে ? হরি হরি ! মতই বা কিসে ? তোমার ভাগ্নে আছি, জামাই হব ? বল কি মামী, এ কি সাহেব-বাড়ী ? তাই-বোনে বিয়ে ?—আরে রামঃ ! ~~কিসে~~ !

কৃষ্ণ। তাতে বাধে না ; কুলীনের ঘরে এ রকম তো প্রায়ই হ'য়ে থাকে, আমি কত দেখেছি। তুমি এতে অমত ক'রলে আমরা পথের ভিখারী হব সে কথা তোমার আগেই ব'লেছি। আর এও তো তুমি জান ? আমার স্বপ্নের বেঁচে থাকতে তোমার সঙ্গে বাণীর বে'র সম্বন্ধ ক'রেছিলেন।

মৃগাঙ্ক। তাতো জানি। তখনো যে বকাটে ব'লে বে দাঁওনি এখনও

তো সেই বকাটে; অবস্থার তো কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি মামো! কিন্তু তোমাদের যদি মতের পরিবর্তন হয়, আমার কিন্তু বড় হাসি পাবে, সে ভারী বিস্তী। তুমি যখন বরণ ক'রে বলবে “কড়ি দিয়ে কিনলুম দড়ী দিয়ে বাঁধলুম, হাতে দিলুম মাকু, একবার ভ্যা কর তো বাপু”—আমি তখন নিশ্চয়ই হেসে ফেলব। তার পরে, এই বাণীকে কত কোলে-পিঠে ক'রেছি—সে যখন লাল চেলো প'রে ঘোমটা টেনে আমার সঙ্গে ক'রবে শুভদৃষ্টি—আরে ছি ছি! থিয়েটারে এ রকম হ'লে খুব মানাত বটে, লোকে হাততালিও দিত; কিন্তু সত্যি-সত্যি—না—আমার দ্বারা তা হবে না। আমার ভারি হাসি পাচ্ছে।

কৃষ্ণ। তা হাসি পায় হেসো, আমি কিন্তু ঠুঁকে ব'লে আসছি তুমি বিয়ে ক'রতে রাজী আছ। ভাবনায় উনি যে কি হ'য়েছেন^{১৫৬} সে কথা কাউকে বলবার নয়।—(তুই হাস'নে, বাণী খাবার আনতে গেছে, আমি এলুম ব'লে।)

কৃষ্ণাচার্য্যর প্রস্থান

মৃগাঙ্ক। একেই বলে “খোঁজে ভেড়ো, আর যাচে ভেড়ো! নাঃ—সংসারে কেউ নিশ্চয় নেই দেখছি। একবার একজনের দায় উদ্ধার ক'রে মাথা কিনিছি, আবার সামনে এক বিবম দায়! কিন্তু আমার দ্বারা তো এ দায়ের উদ্ধার হবে না। যাকে একদিন বোন বলিছি, তাকে বিয়ে ক'রব? আর বিয়েই যদি ক'রব, যাকে বিয়ে করিছি তাকেই বা ‘বন্ধু’ ব'লে পাশ কাটা'ব কেন? শেকল পরব না ব'লেই না? এখানে আবার শুধু শেকল নয়; শেকলের ওপর সোণার বেড়ী—কামিনী ও কাকন ছই-ই! কাক নেই আমার অর্ধেক রাজস্ব আর এক রাজকন্তে—দিদি আমার বেঁচে থাক। তাঁরই কৃপায় সন্ধ্যার

পর—একটু আধটু টানি, আর বাইরে জহরার দুটো একটা গজল
গুনি। এমন ক’রে হাতের নো বজায় থাকলেই বাঁচি।

জলখাবার লইয়া বাণীর প্রবেশ

একজন দাসী আসন ও জল আনিয়া দিল, বাণী খাবার দিল

বাণী। এস মৃগুনা, জল খাও।

মৃগাঙ্ক। তাতো থাকছি, কিন্তু এদিকে আমার ‘তার’ ক’রে আনলে কেন,
তা কিছু গুনেছিন্ ?

বাণী। কাণাঘুসায় কিছু কিছু গুনেছি। মৃগুনা, তুমি একা আছ,
ভালই হ’য়েছে, তুমি কখন এ বিয়েতে সম্মতি দিও না।

মৃগাঙ্ক। আমি যে সম্মত হব, সেটা তুই এরই মধ্যে আঁচলি কি ক’রে ?

বাণী। আমি কিছু আঁচিনি ; অবস্থা এখন এমন ঝাড়িয়েছে, আর কোন
কথাই চেপে রাখা চলে না। তাই তোমায় নিতান্ত লজ্জাহীনার মত
ব’লছি। আমি এ জন্মে কখনও বিয়ে ক’রব না প্রতিজ্ঞা করিছি—
মা বাবা তা বোঝেন না, তাঁরা জোর ক’রে আমার বে দিতে চান।
কিন্তু মৃগুনা, আমি ব’লে রাখছি—বে’র রাত্রেই আমি ম’রব
আত্মহত্যা ক’রব।

মৃগাঙ্ক। আরে, তোদের এই জগাধ বিষয়ের মালিক হব, এই কথাটা
গুনে যখন আশ্চর্য্য হ’য়েছিলুম, তার চেয়েও আশ্চর্য্য ক’রলি তুই !
মেয়েমানুষ, বিয়ে ক’রবনি কিরে পঙ্গলী ? তবে আমার সঙ্গে যে,
তো’র বে হবে না, এ তুই নিশ্চিন্দ থাক। কিন্তু তো’র ব্যাপারটা কি
বল দেখি ?

বাণী। বে’ আমার হয়ে গেছে।

মৃগাক। হ'য়ে গেছে! সে কি! 'তার' ক'রে এনে তোরা যে আমার heart failএর ষোগাড় ক'রলি! মামী বলে সাতদিন পরে তোদের বিষয়ের মালিক হব আমি, তাকে ক'রতে হবে বে';—তুই বলিস্ বে' হ'য়ে গেছে—অথচ মামা-মামী এ খবর কিছুই জানে না! হ্যারে, তোদের বাড়ীশুদ্ধ সব ক্ষেপেছে না কি? তোর বে' হ'য়ে গেছে? কাকে তুই—

বাণী। মৃগুদা, আমি আমাদের গোপীকিশোরকে—

মৃগাক। গোপীকিশোর! সে শালা আবার কোথেকে এল? সে ছোঁড়া কে?

বাণী। মৃগুদা, এইবার হাসালে। গোপীকিশোর, আমাদের ঠাকুর গোপীকিশোর—যাঁর মন্দিরে তুমি ব'সে। আমি এই ভগবানকে আত্মসমর্পণ করিছি।

মৃগাক। (রাম বল)—রাম দ্বিগে জ্বর ছাড়ল! নইলে—এই সৎ ব্রাহ্মণ বংশে, আমি তো জানি, তোর তো এতটা উচ্চশিক্ষা হয়নি যে, মা-বাপের অজান্তে যাঁ ক'রে এক শালা গোপীকিশোরকে লুকিয়ে বে ক'রে ফেলবি! বটে? তা বেশ। কিন্তু এমিকে উইলের খবর রাখিস কি? বে' না ক'রলে যে বোন—ও গোপীকিশোরও থাকবে না, তোদের বিষয় সম্পত্তিও থাকবে না। বুড়োবয়েসে মামাকে যে দেশান্তরী হ'তে হবে! এই দেশজোড়া নাম, এই অগাধ সম্পত্তি—ভেবে দেখ দেখি বাণি—বুড়োবয়েসে এসব হারালে মামা কি বাঁচবেন? মামী কি বাঁচবেন? তখন তোর দশা কি হবে? বে' তো তাকে ক'রতেই হবে বোন; নইলে তো দ্বিতীয় পছা নেই!

বাণী। (কাঁদিয়া ফেলিল) মৃগুদা, আমায় রক্ষা কর, আমায় একটা

সংপরামর্শ দাও। যে বাবা আমার এত ভালবাসেন, বুড়োবয়েসে আমার জন্তে তাঁর এই সর্বনাশ হবে, আমার মা এই বাড়ী ছেড়ে—মৃগুদা, কেন আমি জন্মেছিলুম, কেন আমি হ'য়ে মরিনি—কেন দাদাবাবু আমাদের সর্বনাশ ক'রে গেছেন ?

মৃগাক। কাদিস্নি বোন, কাদিস্নি। জ্বীলোক জাতটাকৈ যদিও আমি দেখতে পারিনি—কিছু মনে করিস্নি বোন—আমি পেট-আল্গা লোক, রেখে ঢেকে কোন কথা বলতে পারিনি—কিন্তু তবু আমি তাদের এ কায়া সহ্য ক'রতে পারিনি। বে' ক'রব না, ব'লে চলবে না, বে' তোকে ক'রতেই হবে—বিশেষতঃ হিঁদুর ঘরে। শব্দেই-ব'লেছে, —জ্বীলোক ছেলেবয়েসে পিতার অধীন, তারপর স্বামীর, তারপর ছেলের।

বাণী। আর পুরুষের ?

মৃগাক। মাতৃগন মাক্ ! বেই কয়, আর পেরুয়াই-নাও, বুয়েতেই আলস্য খোলা।

বাণী। মৃগাক একটোখো লাভ তোপ ! মেরেপুরুষে-এত শুকাং ?

মৃগাক। এত শুকাং !

বাণী। তাহ'লে কি হবে ? বে' না ক'রে বিষয় রক্ষা হয়, এমন কি কোন উপায় নেই ?

মৃগাক। রক্ষে হবার যে সহুপায় ছিল, তাতো মামীকে বলুম। আমি ব'লেছিলুম উইলখানা হিঁড়ে কেলে দাও সব ল্যাঠা চুকে বাক্ ! কিন্তু তাতে যখন এঁরা সন্তত নন, তখন আমি আর কি ক'রব বল ? তবে একটা উপায় তোকে বাতলাতে পারি যাতে তোর বে' করাও হয়, অথচ বে' করাও হয় না।

বাণী। কি যে হৈয়ালি বল তুমি মৃগুদা ! বে' করা হবে অথচ বে' করা হবে না—সে যে সোণার পাখরবাটী ! তা কি কখনও হয় ?

মৃগাক্ষ। ওরে, সংসারে যে কি না হয় তাতো এ বয়েস পর্য্যন্ত বুঝলুম না ; বেও হবে, অথচ হবেও না—এও হয়—তার জাজ্জল্য প্রমাণ এই আমি ।

বাণী। তোমার কি বে' হ'য়েছে মৃগুদা ?

মৃগাক্ষ। না হলে এমন অভিজ্ঞের মত তোকে উপদেশ দিতে পারি ? হ'য়েছে বৈ কি । দস্তুর মত হ'য়েছে ! বাঙ্গালার কস্তাদার জিনিসটা যে কি, তা কি এখনও বুঝিসনি ? এ দায় ঘাড়ে চাপালে লোকের যে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না ! এই দায়ে পড়েই না এক হতভাগ্য বাপ-মার, আমার মত আঁস্তাকুড়েও কস্তারত্ন ছড়াতে বাধেনি ।

বাণী। সে কি ?

মৃগাক্ষ। কি বলব বোন্ গেরোর কথা, বছর তিনেক হ'ল আমি এক কস্তাদারএস্তের দায় উদ্ধার ক'রে ফেলেছি । ছেলেবেলা থেকেই প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম বিয়ের বেড়ী কখনও পায়ে প'রব না ; কিন্তু দায়ে প'ড়ে বখন প্রতিজ্ঞা ভাঙতেই হ'ল—তখন বে'র রাএেই সেই কস্তা-রত্নকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেম যে, এ জন্মে সে আমার উপর জীর অধিকার স্থাপন ক'রবে না :

বাণী। সে তাতে সম্মত হ'ল ?

মৃগাক্ষ। (সহাস্তে) হবে না কেন বোন্ ? তার দায় তো উদ্ধার হ'ল । খাও দাও পর, স্নেহে স্বচ্ছন্দে থাক—বাস্ ! তার সঙ্গে সবন্ধ পাতালুম "বন্ধু" । এখন এই তিন বছর ধ'রে বন্ধুত্বই চ'লছে ; জীবনের বাকী দিন ক'টা ঐ "বন্ধুত্ব" করেই কাটিয়ে দেব । বাইরের লোকে কিছু

জানলে না ; সাপও ম'ল, লাঠিও ভাঙ্গল না। হায়—হায়—তোর যদি এই রকম একটা বে'র যোগাড় ক'রে দিতে পারতুম ! কিন্তু বোন, সংসারে সবই স্থলভ, কেবল আমার মতন পাত্র পাওয়াই যে দুর্লভ—তা আবার তোদের ঘরে মেলা চাই !

বাণী । মৃগুদা, তোমার কথা শুনে অন্ধকারে যেন একটু আলো দেখতে পাচ্ছি । যদি এমন বে' হয়—যার সঙ্গে বে' হবে—বে'র রাগত্রেই সে প্রতিজ্ঞা ক'রবে—সে কখনও আমার উপর স্বামীর অধিকার স্থাপন ক'রবে না, তাহলে আমি বে' ক'রতে পারি । আর এমন বে' হ'লে সব দিকই র'ক্ষে হয় ।

মৃগাক । তাতো বুঝলুম ; তুইও পারিস, আর সব র'ক্ষেও হয় । কিন্তু সাত দিনের ভেতর তেমন ছেলে পাই কোথায় ?

একজন দাসীর প্রবেশ

দাসী । দিকিমি, তোমাকে মা ডাকছেন ।

বাণী । ~~চল~~—যাচ্ছি ।

দাসী । (মৃগাকের প্রতি) কর্তাবাবু আপনাকে বার বাড়ীতে ডাকছেন ।

একজন

বাণী । মৃগুদা, তুমি যা হয় একটা ব্যবস্থা কর । ~~মৃগাকের কথা শুনে~~ না, তোমার সব কথা-কেনে বল্লুম, তুমি তাঁর ক'রে বোলো ; দেখো, তুমি যেন আমার এ বিপদ দেখে পালিও না ।

একজন

মৃগাক । পালাব তো না—কিন্তু উপায়ই বা ক'রব কি ? উপায় ব'লেই তো আর উপায় হয় না ! আচ্ছা মেয়ে এই বাণী—গোপীকিশোরকেই আত্মসমর্পণ ক'রে ব'লে আছে—পাগল কি আর গাছে কলে !

অশ্বরনাথের প্রবেশ

এ কে! অশ্বরনাথ না? সেই-তো! কিহে অশ্বর, তুমি এখানে কোথেকে?

অশ্বর। আমি—আমি কাশীতে পাঠ শেষ ক’রে এখানে প্রায় মাস আষ্টেক ছিলাম স্ত্রায় পড়বার জন্তে। আচার্য্যদেব সম্প্রতি স্বর্গারোহণ ক’রেছেন, এখান থেকে চ’লে যাচ্ছি। কর্তার কাছে বিদায় নেওয়া হ’য়ে গেছে, যাত্রার পূর্বে ঠাকুর প্রণাম ক’রতে এসেছিলাম, দেখছি মন্দিরের দ্বার বন্ধ, তা বাইরে থেকে প্রণাম ক’রেই যাই। আপনি? যুগাক। আরে আমি যে এ বাড়ীর ভাণ্ডে। তোমায় যে কতদিন পরে দেখলুম! আমাকে আর “আপনি” কেন? তুমি যখন আমাদের দেশে তোমার ভগ্নিপতির টোলে ব্যাকরণ প’ড়তে তখন আমি প’ড়তুম ইংরিজী স্কুলে। আমিও তো তোমাদের টোলে মাঝে মাঝে উৎপাত ক’রতে যেতুম মুক্তবোধ নিয়ে। তা এ ‘মুক্তর’ তো আর ‘বোধ হ’ল না, তোমার তো ফোটা আর টিকি দেখে বুঝছি তুমি একজন বড় পণ্ডিত হ’য়েছ! আমাকে আর ‘আপনি’ নয়—‘তুমি’; আমরা তো একরকম সতীর্থ। তা বিদেয় নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?

অশ্বর। তুমি তো সবই জান ভাই, নিজের দেশ তো আর নেই। ছেলে-বেলায় মা-বাপ মারা যান, দাদার ওখানে থেকেই মানুষ হই; সেই খানেই বাচ্ছি—তোমাদের দেশে। মনে করিছি সেইখানে গিয়েই টোল ক’রব।

যুগাক। বেশ বেশ। চল, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। আজকের দিনটা থেকে যাও না, আমি হয় তো কালই এখান থেকে রওনা দেব।

অশ্বর। না, আমার আর থাকা—

মৃগাক্ষ। আরে চল চল, কথা কইতে কইতে তোমার বাসা দেখে আসি, থাকা না থাকা পরে বোঝা যাবে। (স্বগত) বাণী তো ব'লে গেল অন্ধকারে আলো দেখতে পাচ্ছি, আমিও ঘেন আলো দেখব-দেখব ক'রছি। চল—তোমায় টোল করাচ্ছি ভাল ক'রে! (প্রকাশ্যে) আরে অমন ভ্যাবাগদারামের মত দাঁড়িয়ে কেন? এস এস—তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

অন্ধরকে একরকম টানিয়া লইয়া এহান

~~অন্ধরকে একরকম টানিয়া লইয়া এহান~~

কৃষ্ণ। তোর ঘড়িকে ছোড়া ছোটো কেন, মৃগাক্ষর সঙ্গে বে' হতে পারে না কেন?

বাণী। হ্যাঁ মা, বিয়ের ক্ষণে সতীনের উপরও মেয়ে দিতে তোমাদের বাধে না?

কৃষ্ণ। সতীন!

বাণী। সতীন মরতো কি? তিন বছর আগে মৃগাক্ষর বে' হ'য়ে গেছে।

কৃষ্ণ। বে' হ'য়ে গেছে! কৈ, আমরা তাতো কিছু শুনিনি। হ্যারে—সত্যি, না ও মিছে কথা ব'লেছে?

বাণী। ওর মিছে কথা বলবার দায়? আর সতীন না থাকলেও তবু ওকে বে' করতুম না—ওর বে স্ত্রীলোকের উদ্ধার স্বপ্ন!

কৃষ্ণ। এ যে আমার নতুন ভাবনার পাড়লুম মা! মৃগাক্ষ আসার পর, কর্তা একটু বুক বেঁকেছিলেন, এ কথা শুনে তিনি যে একেবারে জেদ প'ড়বেন!

বাণী। আমার নিয়ের তোমাদের মত নয়—আমার মরণ হয় না!

কৃষ্ণ। দেখ, আর কাটা ঘায়ে হুনের ছিটে দিস্ নি।

বাণী। ঐ বাবা আসছেন, আমি তাঁকে আর এ মুখ দেখাব না।

এহান

কৃষ্ণ। বিপদে তো কলকিনারা দেখতে পাই না! হে গোপীকিশোর, তোমার মনে এই ছিল? আর প্রস্নে কি পাপ ক'রেছিলুম, যে এই সঙ্কটে ফলে থাকুর? বিপদ তুমিই দিয়েছ, তুমিই তুলে নাও, নইলে আমরা ক'টা প্রাণি যে কাই!

১৭৭৭ রমাবলভের পুনঃ প্রবেশ

রমা। মুগাক গেল কোথায়? তাকে ডেকে পাঠালুম, কৈ সে তো এখানেও নেই! কি হল? তাকে বুঝিয়ে ব'লে? সে সম্মত হ'ল?

কৃষ্ণ। আর সম্মত! মুগুর সঙ্গে বাণীর বে', হতেই পারে না।

রমা। কেন?

কৃষ্ণ। মুগুর বে' হ'য়ে গেছে; তার সে বৌ এখনও বেঁচে।

রমা। বে' হয়ে গেছে! তাহ'লে উপায়?

কৃষ্ণেরা কাঁদিয়া কেলিল

কৃষ্ণ। মেয়ের বে' নিয়ে এমন যন্ত্রণা বোধ হয় সংসারের আর কারও হয়নি; এই সবই আমার অদৃষ্ট। ~~হেহে কবে বে' মিলবে কখনও~~ এইইল বসে বসে না ~~কিছু করা যায়~~ করে! মাঝে আছে আর সাতটা দিন, কি করে? ~~প্রশ্ন কি করে?~~

রমা। কি আর হবে! হয় রাত্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে, না হয় সতীনের উপরেই বাণীকে—

কৃষ্ণ। না না, তা আমি কখনও পারব না আমি দীনদুঃখী গরীবকে মেয়ে দিতে পারি—(মেয়ের বে' না হয়, সর্বস্ব হারিয়ে তোমার নিয়ে

গোলপাতার ঘরে রাজরাণীর মত থাকতে পারি)—কিন্তু তবু সতীনের উপর মেয়ে দিতে পারব না! তুমি অমন কথা মুখেও এন না।

রমা।—আমার কথা খরো না—আমাকে আর আমি নেই—আমার বুদ্ধিভ্রম হয়েছে। আমিই এই সর্বনাশ থেকে এমেছি। এ অবস্থার জন্য আমিই দায়ী—আমার জীবনে যিক্‌।

মৃগাক্ষের পুনঃ প্রবেশ

মৃগাক্ষ। এই যে মামাবাবু, আপনাকে বা'র বাড়ীতে খুঁজে পেলাম না, এইখানেই এলাম। মামী, তোমার চোখ ছলছল ক'রছে! বাণীর কাছে আমার কথা সব শুনেছ বুঝি?

কৃষ্ণ। হাঁ বাবা।

রমা। মৃগাক্ষ, বাবা যখন তোমার সঙ্গে বাণীর সম্বন্ধ স্থির করেন, তখন তাঁর কথা শুনিনি; এখন কড়ায় গণ্ডায় তার প্রায়শ্চিত্ত সূত্র হ'য়েছে। তুমি বে' ক'রেছ এ কথা তো আমার জানাওনি, তা হ'লে তোমায় মিছিমিছি কষ্ট দিয়ে আর এখানে আনাভূম না।

মৃগাক্ষ। (স্বগত) আমার বিয়েটা তো এমন শুভ সংবাদ নয় যে, সাত খানা গাঁয়ে খবর দিতে হবে! (প্রকাশ্যে) মামাবাবু, মামীমা—আমি তো তোমাদের 'জামাই' হ'য়ে উপকার ক'রতে পারলুম না, কিন্তু বোধ হয় 'ভায়ে' থেকেই একটা উপকার ক'রতে পারি।

রমা। সে কথা বাবা তোমার মামীর কাছে শুনিছি। বিষয়ের উপর তোমার লোভ নেই। তুমি মহৎ—তুমি উইল ছিঁড়ে ফেলতে ব'লেছিলে। তোমায় বকাটে মনে ক'রতুম—বকাটে হ'লেও তুমি মহৎ! কিন্তু বাবা, তোমার এ উপকার তো আমরা নিতে পারব না। বাবার চরম ইচ্ছা—এ যে পূর্ণ ক'রতেই হবে।

মৃগাক । আজে, তাঁর চরম ইচ্ছা পূর্ণ করুন না । সেই কথাই তো আমি বলতে এসেছি ।

রমা । কি বল ।

মৃগাক । যদি আপনাদের স্ববর হয়, আপনাদের পাল্টা কিন্তু—অবস্থা হয়—যাকে বলে অল্প ভক্ষ্য ধনুগুণ—এমন পাত্রে বাণীকে দিতে পারেন ?

রমা । এমন পাত্রের সন্ধান আছে না কি ?

মৃগাক । সন্ধান কেন ? এমন পাত্র আছে । আপনাদের এই হৃৎসীমানার মধ্যেই আছে । তবে আপনাদের পছন্দ হবে কি না, সেইটেই হচ্ছে কথা ।

রুম্য । এখন কি পছন্দ-অপছন্দের সময় আছে বাবা ? যদি সতীনের উপর না হয়, স্বভাব-চরিত্র ভাল হয়—

রমা । আর লেখাপড়া—

মৃগাক । একেবারে অত করমাস্ ক'রলে পেরে উঠবো না । স্বভাব-চরিত্র ভাল, দেখতে সুনতে কার্তিক—আর লেখাপড়া ? তা—বি-এ, এম-এ নয় বটে, কিন্তু পণ্ডিত ।

রমা । তুমি কার কথা বলছ মৃগাক ? আমাদের সীমানার মধ্যে—

মৃগাক । ঐ রকমই হয় মামাবাবু ! লণ্ডনের নীচেটাই বেশী অন্ধকার কিনা ; তাই আপনাদের নজরে ঠেকেনি । আপনাদের কাছে দূর-ছাইয়ের দলে যারা, তারা চিরদিনই ঐ দূর-ছাইয়ের দলেই পড়ে থাকে ।

রুম্য । কে বাবা, কার কথা বলছ ?

মৃগাক । দেখো মামী, শুনেই নাক সিঁটকো না । তোমাদের যে নতুন পুরুষ হয়েছিল—অধরনাথ—তাকে পছন্দ হয় ?

রমা। 'অধরনাথ !

মৃগাক্ষ। আজ্ঞে হ্যাঁ, অধরনাথ।

রমা। রামঃ—ঐ গরীব পুরুষটা—

মৃগাক্ষ। কিন্তু মামাবাবু, এখানে 'রামঃ' ব'লে তো আর উইলের ভূত ছাড়ছে না! সাতদিনের মধ্যে যে স্ব-ঘরের ভেতর মেয়ের বে' দেওয়া চাই-ই।

রমা। তাতো চাই, কিন্তু তা ব'লে ঐ—

কৃষ্ণ। তাতে দোষ কি? যদি আমাদের স্ব-ঘর হয়—ছেলেটীও তো দেখতে বেশ, নরম-সরম—আর পুরুষগিরি করে? সেও তো কিছু অশ্লীল নয়; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কান্নাই তো ঐ। নাই বা হ'ল বি-এ, এম-এ পাশ করা, একটা বিদ্যে তো জানে—পণ্ডিত তো বটে? আর শুনিছি, সব ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষই তো ঐ পুরুষগিরিই ক'রতেন। এখন যেন ইংরেজী শিখে চাল বদলে গেছে।

মৃগাক্ষ। পায়ের ধূলা দাও মামী, পায়ের ধূলা দাও, এই ঠিক ব'লেছ। এই চালকলা বাঁধা বামুনদের ঘরে জন্মায়নি ব'লে যে নিজেদেরই গাল দেওয়া হয়। কোন্ বামুনই বা প্রাভুট্টোন কি বার্কের বংশধর? (আর কোন্ বামুনেরই বা পূর্বপুরুষ হাইডার পোল, নর-মহামেট?)

কৃষ্ণ। তুমি আর অমত কোরো না। দেখ যদি ভগবান্ অকূলে কূল দেন; আমার এ পায়ে কিছুমাত্র অমত নেই।

(রমা। বেশ, আমিও যেন নামগুরু আদর্শিত অমত নেই—কিন্তু খাপীর? নে-বে-কাল নিজে শুকে ভাড়িয়ে দিয়েছে—আমরা মত ক'রলেও ত মত ক'রবে কেন? আর হাইকে এ কথা ব'লবই বা কি ক'রে?)

প্রথম দৃশ্য

মন্ত্রশক্তি

কৃষ্ণ।—তোমার আশঙ্কা! মত ক'রবে না ব'লেই মত ক'রবে না।—কেন রে
রান্নাই বজার থাকবে—আমরা কেউ নই?

রমা।—(স্বপ্নাত্তর-প্রতি) কুমি কি সন্ধ্যারনাথের কাছে কথা গেড়েছ?

কৃষ্ণ।—আপনার মত না পেলে তা কি পারি? বখাটে ব'লে কি
আমি এতটা দারিদ্র্যভোগিনী? আমি তোকে আমনাদের কাছে
ধাতিয়ে দিছি, আমনি তাকে বুঝিয়ে থাকিয়ে রাখে।—মায়ী
কোঁরারী তোমার নিম্নেই কেন? (স্বপ্নাত্তর-প্রতি) মায়ীবাবু, এতে আর অমত ক'রবেন
না, আমি তাকে এখন পাঠিয়ে দিছি।

প্রস্থান

রমা। তোমার কি মনে হয়?

কৃষ্ণ।—আর মনে হওয়া-হ'য়ি নেই। আমি গোপীকিশোরের পূজোর
টাকা তুলে রাখিগে। কুমি মনে-অভিমান রেখে না। ছেলেটী
যথার্থই অপার; যদি এমন পাগল বাণীকে দিতে পারি—জেননা—
সে আমনাদের আগ্নি—মেরের তাগি। এখন ঠাকুরের ইচ্ছে চার
হাত এক হ'লেই হয়! প্রস্থান

রমা। শেষে এতদূর নামতে হ'ল! যে একদিন আগে আমার বাড়ী
সামান্য পুরুংগিরি চাকরী ক'রত, যে আমারই টোলে ভাত রাঁধত,
যাঁর এ-হিসাব-সংসার নেই, লবল নেই, কোপীন-সার, বিরক্ত হ'তেও
দরিত্র, ভিক্ষকের চেয়েও ভিক্ষুক—হরিবল্লভ রায়ের অগাধ-সম্মতির
উত্তরাধিকারিণী আমার একমাত্র আদরের কন্যা বাণীকে তারই হাঁটু
ধ'রে সন্তান ক'রব—অদৃষ্টের এত বড় পরিহাস আর কখনও
কারণও ভাগ্যে হ'য়েছে কি না জানি না!

প্রস্থান

অসুস্থ দিবা বাণী ও কৃষ্ণাঙ্গার পুনঃ প্রবেশ

বাণী । তোমরা কি ভেবেছ বল তো মা ?

কৃষ্ণ । কেন ?

বাণী । আমি কি বাড়ীর একটা শেরাল কুকুর ? আপদ বালাই ?

আমাকে এই রকম ক'রে দ'ড়ে দ'ড়ে মারতে তোমাদের এতটুকু
দয়ামায় হ'ল না ?

কৃষ্ণ । কেন বল দেখি বাণী, এমন কথা ব'লছিস্ ? একে আমরা ম'রছি
এই আলায়, দেখছিস তো ভেবে ভেবে এই ক'দিনে উনি কি
হ'য়ে গেছেন ।

বাণী । তাতো দেখছি সব, বুঝছি সব ; কিন্তু মা, আমিও তো একটা
মানুষ, আমারও তো প্রাণ আছে, আত্মসম্মান আছে, মৰ্য্যদা আছে ?
আমি হরিবল্লভ রায়ের পৌত্রী, আর আমার সঙ্গে তোমরা বেছে
বেছে বে' দিতে যাচ্ছ বত দুনিয়ার হতভাগ্য হাড়হাবাতে দেখে !

কৃষ্ণ । বালাই বালাই, ও কি কথা ? এমন কথা বলিস্ নি মা ।

বাণী । প্রথমে তো সম্বন্ধ ক'রলে একটা মাতাল বখাটের সঙ্গে, তার পর
বখন দেখলে যে তার বে' হ'য়ে গেছে, তখন তারই কথায় একটা
পথের ভিধিরী—যাকে কাল সকালে আমার মন্দির থেকে দূর
দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি—তারই পায়ে আমার ফেলে
দিতে যাচ্ছ ?

কৃষ্ণ । তুই সব শুনেছিস্ ?

বাণী । ওনি নি ? যুগলা বাবাকে ব'লছিল, আমি সব শুনিছি । আমি
প্রাণ থাকতে কথ'খনো ওকে বে' করব না ।

কৃষ্ণ । কেন ওর দোষটা কি ? গরীব ব'লে ? তা-তুই তো-বুড়বুড়

ক'রতে বাধি—নি, জামাই থাকবে এইখানে, গরীব হ'ল তো কি একপেয় ?

বাণী । শুধু গরীব ? একটা গণ্ড মূর্থ, যে সামান্ত একটা পূজার বিধি জানেনা, যে আমার ফুলে আমার পূজা করে—

কৃষ্ণ । এই ? তা মা, তুল কার না হয় ? আর পূজা ক'রতে জানেন না এটা কি একটা মন্ত দোষ ? এঁরা তো পূজা ক'রতে জানেন না, তা হ'লে বল, এঁরাও মূর্থ !

বাণী । মা, তোর মাথা ধারাপ হ'য়ে গেছে ! কার সঙ্গে কার তুলনা করছ ? আমার বাবার সঙ্গে তুলনা—ঐ একটা হতভাগ্য ভিখিরীর ?

কৃষ্ণ । ছি বাণি, অকল্যাণ হবে, বার বার ও কথা বলিস্ নি, লেখাপড়া শিখে দিনরাত পূজা-অর্চনা ক'রে তোর এই জ্ঞান হ'ল ? আর মূর্থ কিসে ? একটা রিহত জ্ঞানে, তাতে তো ও পণ্ডিত ; না হয় ইংলিজীই জানেন না । আর, বায়ুন পণ্ডিতরা তো চিরদিনই গরীব, তাতে কি তাদের সম্মানের লাভ হয় ?

বাণী । তুমি যাই বল মা, আমি কখনো ওকে—না—না—আমি কখনো তাকে ভক্তিপ্রজ্ঞা ক'রতে পারব না, স্বামী বলতে পারব না ।

কৃষ্ণ । কেন পারবি নি ? আমরা যদি গরীব হতুম, আমাকে কি মা বন্দিত্বে নি ? আমাদের সঙ্গে সৎকথা রাখতিস নি ? আমাদের জ্ঞানমতিস নি ? ছিঃ মা, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বোঝ । বড় বিপদে প'ড়ে, যাতে সব দিক রক্ষে হয়, এই জন্তেই আমরা এই বে' দিতে যাচ্ছি । এখন এ' বিয়ে ভিন্ন যে আর উপায় নেই ।

বাণী। তা বুঝতে পেরেছি, আমি না-ব'লে তোমরা নিশ্চিন্ত হ'চ্ছ না !

আমি আত্মহত্যা ক'রব, তবু কখনো এ বে' ক'রব না ।

কৃষ্ণ। যা ভাল বোঝ, বল শুকে, উনি আসছেন ; আমি আর তোমাদের
কোন কথায় নেই বাপু ।

রমাবল্লভের পুনঃ প্রবেশ

তোমার মেয়ের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া করগে, আমি হার মেনেছি ।

প্রস্থান

বাণী। বাবা, এ কি রকম কথা উঠেছে ? তার চেয়ে তোমরা
চিত্রার জলে ভাসিয়ে দিতে পারতে না, সব ল্যাঠা চুকে যেত !

রমা। বাণি, মা আমার, সর্কস্বধন আমার ! এ আমার পাপের
প্রায়শ্চিত্ত মা ! তোর চেয়ে এতে কি আমারই বেশী অপমান নয় মা ?

কাঁদিয়া ফেলিলেন

বাণী। (স্বগত) এ কি বিপদ ! মা কাঁদছেন, বাবার চোখে জল—
আমার একটি কথায় এঁদের চোখের জল শুকোয়—কিন্তু আমি কি
ক'রে—কাল যে আমার বাড়ী চাকরী করেছে—তাকে স্বামী ব'লে
স্বীকার ক'রব, প্রভু ব'লে স্বীকার ক'রব, তার দাসী হব ?

রমা। বাণি, মা চুপ ক'রে থাকলে হবে না, আজই এর বা হয় একটা
শেষ মীমাংসা ক'রতে হবে। তোর কথা পেলে আমি তাকে
ডাকিয়ে তার মত দ্বিজ্ঞাসা ক'রব ।

বাণী। (স্বগত) অসহ ! তার আবার মত ! এত অসুটে ছিল !
আমি তাকে অপমান করছি, এইবার সে আমার উপর কর্তৃত্ব
ক'রবে, প্রভু ক'রবে আমার অপমানের শোধ নেবে—এতে তো
তার মত হ'য়েই আছে ।

রমা। ^{বুঝিছি}—তোর এতে মত নেই। তবে তাই হ'ক মা, বুড়োবয়সে
তোর হাত ধ'রে গাছতলায় গিয়ে বাস করিগে! ওঃ—আমার কপালে
এও ছিল! এও ছিল! এর পূর্বে আমার মৃত্যু হয় নি কেন?

বাণী। (কিয়ৎকণ চিন্তা করিয়া) বাবা!

রমা। কেন মা?

বাণী। এ ছাড়া কি কোন উপায় নেই?

রমা। কোন উপায় নেই।

বাণী। তবে বাবা, তাই হ'ক, তাই হ'ক! তোমরা সর্বস্ব হারিয়ে
পথের ভিখারী হবে—এ আমি কখনো সহিতে পারবো না।

রমা। বাণি, মা, তুই যথার্থ আজ আমার মা'র কাজ ক'রলি। তোমায়
কি ব'লে আশীর্বাদ ক'রব মা—তুমি মনের সুখী হও—তুমি মনের
সুখী হও!

বাণী। কিন্তু বাবা তোমায় একটি কথা রাখতে হবে।

রমা। কি বল মা?

বাণী। তুমিও এই প্রতিজ্ঞা কর যে, সে এখানে একেবারে থাকতে
পাবে না। আমিও যেমন আছি ঠিক তেমনি থাকতে পাব; সে
জন্মের মত এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে।

রমা। চ'লে যাবে? এখানে থাকতে পাবে না?

বাণী। না। তার সঙ্গে বে হ'বে এই পর্য্যন্ত—আমার উপর তার কোন
অধিকার থাকবে না। আমি যেমন গোপীকিশোরের দাসী, তেমনি
চিরদিনই গোপীকিশোরের দাসীই থাকব—আর কারও নয়।

রমা। মা, তুই আমায় বাঁচালি মা! আচ্ছা, তাই হবে, এই
কথাই বলব।

বাণী। কত তপস্তার তোমার মত বাপ পাওয়া যায় বাবা! দেখো এ কথা তুমি ভুলে যেও না কিন্তু।

রমা। না রে না, একি ভুলে যাবার কথা?—আচ্ছা মা, তুই একটু অস্থির যা, আমি অস্থিরকে এইখানেই ডাকতে পাঠিয়েছি, দেখি সে আবার কি বলে।

বাণীর প্রস্থান

রমা। এখন অস্থির সম্মত হ'লে হয়। সম্মত না হবার তো কোন কারণ দেখিনি; হঠাৎ এত বড় সৌভাগ্যলাভ এক বাতুল ভিন্ন কেউ প্রত্যাখ্যান করে না। বাণীর প্রতিজ্ঞার কথাটা তাকে বলতে হবে; না বলা ঠিক নয়! সে গরীব, তার বিবাহ করা তো টাকার জ্ঞে? তাকে বেশী করে টাকা ধ'রে দেব, সে অনায়াসেই এতে সম্মত হবে।

মৃগাক ও অস্থিরের প্রবেশ

মৃগাক। মামাবাবু, আমি অস্থিরকে সব কথাই বলিছি, কিছু লুকোইনি; এখন আপনার কথাবার্তা ক'রে ঠিক ক'রে নিন্। ওতো শুনে একেবারে গাছ থেকে প'ড়েছে, কোন উত্তরই দেয় না। (জনান্তিকে অস্থিরের প্রতি) অস্থির, ভাই, চট ক'রে রাজী হ'য়ে প'ড়ো। এ পাঁচসাতটা দিন আমাকে এইখানেই কাটিয়ে যেতে হবে, ফলারের লোভ ছাড়তে পারব না। প্রাণ খুলে কথা কও, আমি এখন আসি।

প্রস্থান

রমা। অস্থির, মৃগাকের কাছে যখন সবই শুনেছ, নতুন ক'রে বলবার কিছু নেই। তবে আমার এই প্রথম অস্থিরোধ—কাল সকালে বাণী

তোমার প্রতি যে আচরণ ক'রেছে, ছেলেমানুষ ব'লে তোমাকে তা ক্ষমা ক'রতে হবে।

অমর। আমি ব'লছিলাম, আমার সহক্ষে যখন আপনাদের এই রকম ধারণা—

রমা। তা থাক, কিন্তু তুমি বল যে তুমি ভুলে যাবে? আমি যে, তোমায় চিনি না, তা নয়; তোমার কথা দর আছে এটা আমি খুবই বিশ্বাস করি।

অমর। আমায় একটু ভাববার সময় দিন।

রমা। সময় দেবার মত অবস্থা কৈ অমর? প্রতিমুহূর্তে, যে বিষের জ্বালা আমি অনুভব ক'রছি তা কি তুমি বুঝতে পারছ না? অমর, তুমি এ বিবাহে সম্মত না হ'লে আমি পথের ভিখিরী হব—আমার আর গত্যন্তর নেই।

অমর। এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ—আমি হঠাৎ এর কি উত্তর দেব? তার উপর, এইমাত্র আমার দীক্ষাগুরু নিকট হ'তে এক পত্র পেয়েছি। তিনি আসাম অঞ্চলে কতকগুলি চতুষ্পাঠী স্থাপনের উদ্যোগ ক'রছিলেন, কিন্তু হঠাৎ পীড়িত হওয়ার তিনি বেঁচে থাকার আশা শেষ ক'রতে পারবেন তার আশা নেই; কারণ তিনি লিখেছেন, এ পীড়া তাঁর সাংঘাতিক। গত্রে তিনি আদেশ ক'রছেন কালবিলম্ব না ক'রে আমি যাতে সেখানে উপস্থিত হই, তাঁর অসুস্থতার কার্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করি।

রমা। বেশ ভাল কথা। কিন্তু এ কার্যের জন্তে তিনি অর্থের কোন ব্যবস্থা ক'রতে পেরেছেন কি না জান? সে কথা কিছু লিখেছেন?

অম্বর। সে কথাও তিনি লিখেছেন। অর্থ সংগ্রহ তিনি বিশেষ কিছু ক'রে উঠতে পারেন নি, সে ভারও আমায় নিতে হবে।

রমা। তবে তো বাবা, গোপীকিশোর সব দিকেই অল্পকূল দেখছি। তুমিও একটা বড় কাজের ভার নেবার জন্ত প্রস্তুত হ'চ্ছ, এতে তোমার প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। তুমি যদি আমার কন্যাকে বিবাহ কর, আমি তোমায় বাৎসরিক ১২০০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি দেব; এ ছাড়াও যদি এককালে উপস্থিত দশবিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়, আমি তাও দিতে প্রস্তুত।

অম্বর। আমায় ক্ষমা ক'রবেন, আমায় অর্থের লোভ দেখাবেন না। এ বিবাহ আমার অসাধ্য। আমার আরও অনেক বাণ আছে, সে সব কথা আমি আপনার কাছে ব'লতে পারব না।

রমা। (স্বগত) এ কি উদ্ধৃত্য! এ কি বাতুল? আমি রমাবল্লভ রায়, আজ দীন-দুঃখীর মত এই ভিক্ষকের কাছে রূপাপ্রার্থী—আর এ অনায়াসে আমায় প্রত্যাখ্যান ক'রছে! (প্রকাশ্যে) অম্বর, আমার প্রতি অবিচার ক'রো না। তোমার আর কি কি বাধা বল। কেন তুমি আমার অর্থ সাহায্যকে প্রলোভন মনে ক'রছ? আমার জামাইয়ের সম্মানরূপে তো এটা ধ'রতে পার; আর তাও যদি না ধর, মনে ভাব'—এ না হয় আমার সংকল্পে দান।

অম্বর। এ যে দান নয়, এ তর্ক আমি তুলতে চাই না। আমার নানা বাধার মধ্যে প্রধান বাধা, আমি গুরুদেবের কার্যভার গ্রহণ ক'রলে আমাকে অনির্দিষ্ট ^{কালের} সময়ের জন্ত আসাম অঞ্চলে থাকতে হবে। সে স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর; সেখানে পরিবার নিয়ে থাকা কোনমতেই বুদ্ধিসঙ্গত নয়।

রমা । বেশ, এরও মাঝামাঝি আমি তোমায় ক'রে দিচ্ছি অম্বর । (দেখছি বিবাহে তুমি অনিচ্ছুক । ভালই হ'য়েছে, আমিও তোমায় যে কথা ব'লতে যাচ্ছিলেম, সে প্রসঙ্গ তোমার দ্বারাই উত্থাপিত হ'ল । বিবাহের পর আমার কন্টার কোন ভারই তোমায় গ্রহণ ক'রতে হবে না । আসামেই হ'ক কিংবা আর যেখানেই তুমি থাকতে ইচ্ছা কর, আমি তোমার সেখানেই স্বতন্ত্র থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দেব ।) তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রবে যে, বিবাহের পর আমার কন্টার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না । এতে কি তুমি স্বীকৃত আছ ?

অম্বর । না ।

রমা । না ? কেন ? এই তো একটু আগেই তুমি ব'লে বিবাহে তুমি ইচ্ছুক নও ।

অম্বর । বিবাহে আমার ইচ্ছা নাই সে কথা সম্পূর্ণ সত্য ; কিন্তু যদি বিবাহ ক'রতেই হয়, শাস্ত্র-শাসন কখনো ত্যাগ ক'রতে পারব না । বিবাহের মন্ত্র আমায় অগ্নি, দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষাতে কোন্ প্রতিজ্ঞা পাঠ করাবে ? ইহা এবং পরজীবনের জন্ত আমার যে পবিত্র বন্ধন স্বীকার ক'রতে হবে, বার সমস্ত সুখ-দুঃখের সঙ্গে এক হলেম ব'লে অঙ্গীকার ক'রতে হবে, বিবাহের এই সমস্ত উদ্দেশ্য পালন করব না মনে রেখে, শুধু মুখে আমি সেই সব পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ ক'রব ? পিতৃতুল্য আপনি, অন্নদাতা আপনি, আপনি আমায় এ আদেশ ক'রবেন না । এতবড় মিথ্যাচরণ আমি কখনই ক'রতে পারব না, আমার আপনি ক্ষমা করুন ।

রমা । অম্বর, তুমি যা ব'লছ সব সত্য । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এইটুকু মনে কর—যে আমি বিপন্ন, মনে কর—তোমার কাছে আজ আমি

সাহায্য-প্রার্থী, মনে কর—যে একদিন তোমার প্রভু ছিল, তোমার অন্নদাতা ছিল, সে তার সমস্ত পুঁজি, সমস্ত অহঙ্কার ছাতিয়ে দিয়ে, তোমার করুণার ভিত্তি। তোমার মন উচ্চ, পরের উপকারের জন্য এ আত্মত্যাগ কি তুমি ক’রতে পারবে না? দেখ জীব প্রতি কর্তব্যপালন যদি বল—এর চেয়ে বেশী কর্তব্যপালন কে ক’রতে পারে? তার বিষয় সম্পত্তি, তার পিতামাতার মান-সম্মত রক্ষা, সবই তো তুমি তাকে দেবে—এতে কি তোমার ধর্ম থাকবে না?

অমর। আমায় একটু ভেবে দেখতে দিন, একদিন সময় না দেন— একঘণ্টা। আমি একবার ভাল ক’রে বুঝে দেখি।

রমা। বেশ, তাই হ’ক, তুমি ভেবেই উত্তর দিও। (স্বগত) কি স্পর্ধা! এ কি বুঝতে পারছে না যে, কার কাছে মাথা নীচু ক’রেছি, কি অপমান সহ্য ক’রে এই প্রস্তাব করছে—হেঁচ! বাক, অদৃষ্টই বলবান—অদৃষ্টই বলবান! প্রস্থান

অমর। তাই তো, এ কি ভীষণ পরীক্ষায় আমায় ফে’লে প্রভু? আমি তো আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছিলেম, কোথা থেকে মৃগাক্ষ এসে আমার কাল হ’ল! না, এ কখনো আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। বিবাহ? নিজের স্বাধীনতা বিক্রয় ক’রে বিবাহ? জীব উপর অধিকার পরিত্যাগ ক’রে বিবাহ? এ অসম্ভব!

মৃগাক্ষের পুনঃ প্রবেশ

মৃগাক্ষ। কি ভাই, কথাবার্তা সব শেষ হ’য়ে গেল?

অমর। হাঁ।

মৃগাক্ষ। আমি জানি ও “হাঁ” হতেই হবে। বাবা, কষ্টাদার—ঘাড়ো চাপলে তো আর রক্ষা নেই! কবে দিন ঠিক হ’ল?

অম্বর। মৃগাক, আমি স্থির করেছি, আমি এ বিবাহ ক'রব না।

মৃগাক। আরে সে কি হে? তবে ঠিক হ'ল কি?

অম্বর। বিবাহ যে ক'রব না এইটাই ঠিক হ'ল।

মৃগাক। কেন বল দেখি? (এত বড় একটা রাজহু, তার সঙ্গে এক অপক্লপ সুন্দরী! রাজকন্যা ব'লেও চলে! তোমার আবার কি রোগে ধরল? বার সঙ্গে দেখা হ তারই যে দেখি মৃগাকমোহনের ধাত! কেউ যে আর পরাধীনতার হীনতায় বাঁচতে চায় না! যা: বাবা!

অম্বর। মৃগাক, তুমি আমার বাগ্যবদ্ধ; তোমার কাছে আমার কোন কথা গোপন করা উচিত নয়।) রমাবল্লভবাবু বলেন, আমি তাঁর কন্যাকে বিবাহ ক'রে অর্থ নিয়ে এদেশ থেকে একেবারে চলে যাই।

মৃগাক। ভাল কথা; এতে তো অমত করবার কিছুই খুঁজে পাইনে।

অম্বর। কিন্তু এত বড় মিথ্যাচার—

মৃগাক। মিথ্যাচারটা কিসের?

অম্বর। মিথ্যাচার নয়? কি মন্ত্র প'ড়ে বিবাহ ক'রতে হয় জান?

শালগ্রামশিলার সমক্ষে, অগ্নি সাংক্ষ্যে, বেদমন্ত্রে, কঠিন প্রতিজ্ঞা ক'রতে হয়। প্রতিজ্ঞা ক'রতে হয়—“যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।” প্রতিজ্ঞা ক'রতে হয়—“ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু। মম চিত্তমহুচিন্তন্তেহস্ত।” ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে, সম্মুখে ব্রহ্মরূপী অগ্নি ও ব্রাহ্মণমণ্ডলী—উর্দ্ধে চির-অচঞ্চল ধ্রুবতারা—এঁদের সমক্ষে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রব—“আম্র থেকে তোমার সকল ভার আমার, তুমি আমার পাপ-পুণ্যের ভাগী, আমি তোমার পাপ-পুণ্যের ভাগী—আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই—আমরা দুইয়ে এক—একপ্রাণ—একমন—পৃথক হ'লেও এক দেহ—আমাদের সাধনা এক, সিদ্ধি

এক—আমাদের সুখ-দুখ এক—আমাদের মুক্তি এক পথে—আর
পরমুহূর্তেই তার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক’রে দেশত্যাগী হব ?
এতবড় মিথ্যাচার কি ~~ধর্ম~~ কখনো সহিবেন ? ১৬ ৫/৮/১৬ ৫/৮/১৬ ৫/৮/১৬

মৃগাক্ষ । বল কি ? যাঃ বাবা ! বিয়ের মন্ত্রে এত ? এই রকম ক’রে
দ্বিবি-ক’রে পরিবারের সকল ভার নিতে হয় ? তব্বলোককে যে মনে
পরিবার পুরুষের দাসী । এ যে দেখছি ঠিক উল্টা ! এ তো দেখছি
নানান রকম দ্বিবি ক’রে পুরুষকেই তো জীব কাছে চিরদিনের জন্তে
দাসত্ব লিখে দিতে হয় ! এক মন, এক প্রাণ ? তাঁর হৃদয়টা আমার,
আমার হৃদয়টা তাঁর ? ওহে দ্বিবি ক’রে আমাকেও বিয়ের সময় এই
সব বলতে হ’য়েছে না কি ?

অম্বর । তা হ’য়েছে বৈকি ; সকল বিবাহের মন্ত্রই এক ।

মৃগাক্ষ । তাহ’লে প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখতে হলে, এই হৃদয় বস্তুটা তো আর
কাউকে সমর্পণ করা চলে না ! আচ্ছা, যদি “স্বামিত্ব” ছেড়ে জীব সঙ্গে
শুধু “বন্ধুত্ব” করা যায়, তাহ’লে ?

অম্বর । বন্ধুত্ব তো একটা অংশ ; স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পরম বন্ধু, আবার
পরস্পরের পরম অবলম্বন । উভয়ের আকাঙ্ক্ষা, প্রণয়—

মৃগাক্ষ । থাক্ থাক্, ও—ও আমি বুঝে নিয়েছি, আর তোমায় বলতে
হবে না । তোমায় বোঝাতে এসে তুমিও যে আমার ভাবিয়ে নিলে ।
কিন্তু আমার বা হয় পরে করা যাবে, এঁদের এখন কি করি বল তো ?
বিষয়টা বরবাদে যায়—

অম্বর । কিন্তু পরের বিষয় দেখতে গিয়ে আমার ইহকাল পরকাল তো
বরবাদে দিতে পারি না ।

মৃগাক্ষ । তা নিজের সঙ্গে প্রতারণা না ক’রলে তাতো পারই না । অন্তত

মানুষের তা পারা উচিত নয়। বাবা, যেরকম ঘটনা ক'রে প্রতিজ্ঞা বহর দেখালে, তাতে আগারই যে প্রাণ আতকে উঠছে! কে জানে, তিন বছর আগে একদিন অন্ধকার রাতে কি ব'লে ফেলেছিলুম— তখন তো ততটা খেয়াল ছিল না! তাহ'লে মামাবাবুকে কি বলি বল তো।

অথর। তুমি ভাই, তাঁকে বুঝিয়ে বলগে, আমি কিছুতেই এ বিবাহ ^{করব না} করব না। তিনি আমার অনন্যাতা, প্রভু, আমি বারবার তাঁর নামনে এ কথা ব'লতে পারি না। মৃগাক, তুমি আমায় এ দায় থেকে রক্ষা কর।

মৃগাক। (স্বগত) বাবা, ভেড়া বানাতে এসে নিজে ভেড়া বনে গেলুম নাকি? আমি এখন কোন্ অরোগাই? কোন্ শালা জানত যে বন্ধুত্বে এত বিপদ? (প্রকাশে) আমি আর মামাবাবুকে ব'লতে পারব না, মামীকে বলিগে, তিনি যা হয় ক'রবেন। ~~ক'রবেন~~ ^{ক'রবেন} ?

প্রস্থান

অথর। হে মন্দিরস্থ দেবতা, আমার হৃদয়ে বল দাও! আমি চিরদিন অকপটে তোমার পূজা ক'রে এসেছি, তোমার কৃপায় যেন কর্তব্যপথ হ'তে ভ্রষ্ট না হই! বলে দাও দেব, এখন আমার কর্তব্য কি? আমি মনের দুর্বলতা এখনো বুঝতে পারছিনি। আমার এক একবার মনে হ'চ্ছে যে, এ বিবাহ করাই আমার কর্তব্য। মনে হ'চ্ছে—দেব-প্রতিমার নিত্য-সঙ্গিনী যে দেবীকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে এসেছি—যার ঐকান্তিক ভক্তি দেখে আমার বিরোধী ~~স্বপ্ন~~ প্রতিমা-পূজার ~~অসুযোগ~~ ^{অসুযোগ} হ'য়েছে—তাকে চির-দারিদ্র্যের অন্ধকারে ফেলে রেখে কাপুরুষের মত পালানো আমার উচিত নয়। মনে হ'চ্ছে—তার

চিরায়ত্ত্বের ঐক্যের মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে আত্ম-বিসর্জন করাই
আমাদের প্রেরণ! কেন বাণীর ভারী দুঃখের কল্পনা ক'রে আমার অন্তর
কঁপে ওঠে? আমি কি নিজের অজ্ঞাতে তাকে ভালবাসি?
কামনার ছায়া কি আমার চিত্তকে অধিকার ক'রেছে? আজ এ কি
স্বপ্ন-স্বপ্নের স্রুতি লহরী আমার চিরপ্রাপ্ত হৃদয়তলে অকস্মাৎ সমুদ্র-
কলসের মতো পড়তে গিয়েছে?

কৃষ্ণপ্রিয়ার পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণ। অমরনাথ।

অমর। এ কি মা! আপনি?

কৃষ্ণ। বাবা, তুমি সকলের কথা ঠেলতে পারবে, কিন্তু আমার কথা
ঠেলতে পারবে না। আজ আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে
এসেছি—ভিক্ষা! আমি শুধু হাতে ফিরে যাব না। তোমায়
বাণীকে গ্রহণ করতেই হবে। তোমায় ভিন্ন আমাদের আর অন্য কোন
শক্তি নেই। ~~পদ্মশ্রী-দেবের~~ বাণীর কথা কিছু মনে রেখ না বাবা! সে
তোমার সঙ্গে অনেক অসহন ব্যাভার ক'রেছে—তার সে কথা নিজ-
গুণে ভুলে এ বিপত্তি থেকে আমাদের রক্ষা ক'রে যথার্থ ব্রাহ্মণের
ছেলের কাজ কর।

৩২৫৬৭.

অমর। মা, আপনি এ কথা বলে আমায় প্রত্যাহার-ভাষী করবেন না,
আমি আপনার সন্তান।

কৃষ্ণ। শুধু মুখের কথা বলেই হবে না; বথার্থ-ই তোমাকে আমার সন্তান
হ'তে হবে। আমি মেয়ে দিয়ে ছেলে পাব, এই ভরসায় তোমার কাছে
এসেছি। আমি আত্মিক-ভূমি-স্বপ্নবাদী, তুমি ধার্মিক; তোমার মত
পুণ্ডর-না হওয়ার যে দর্শন, সে আমার কেউ না বুঝে আমি বুঝি। বল,

তুমি বাণীকে দাসী ব'লে গ্রহণ করবে ? তুমি যতক্ষণ ^{২১৪} ~~জান~~ না ব'লবে, আমি কিছুতেই যাব না।

অম্বর। (চিন্তা করিয়া) আমি আপনার কথা রাখব।

কৃষ্ণ। তুমি রাজরাজেশ্বর হও ! ঐ সামনের মন্দিরে আমাদের কুলদেবতা, তাঁরই সামনে তুমি আমাকে কথা দিলে। বাবা, আজ আমার প্রাণে যে কি শান্তি—(কাঁদিয়া ফেলিল) তুমি যথার্থ ব্রাহ্মণের ছেলে বটে।

অম্বর। মা, সন্তানকে আর অপরাধী কর'বেন না, আপনি ঘরে যান্। ছেলেবেলা থেকে কখনো মার নেহ কি তা জানি না, আজ এক মুহূর্তে আমার মাতুলহাতুর-হৃদয় আপনার চরণ-তলে আশ্রয় পেল ! (প্রণাম করিল)

কৃষ্ণ। আমি আবার আশীর্বাদ করি—তুমি রাজরাজেশ্বর হও, মনোর ^{২১৫} ~~হবে~~ ^{হবে} হও !

অম্বর। কোথা থেকে কি হ'য়ে গেল ! (মন্দিরের নিকট গিয়া) মাহুয়ের শক্তি কতটুকু ~~কল্প~~—হে বিশ্বনাথ—আজ তুমি তা প্রত্যক্ষ করালে প্রভু ! মন্দিরের দ্বার বন্ধ—উদ্দেশ্যে ~~তোমার চরণে~~ ^{তোমার} কোটি কোটি প্রণাম। ~~যেখানে নাথ~~ তুমি কখনো অধমকে পারে চেন না !

চলিয়া আসিতেছে এমন সময় মন্দিরের দ্বার খুলিয়া বাণীর প্রবেশ
বাণী। দাঁড়াও, যেও না ; আমার একটা কথা আছে।

অম্বর ফিরিয়া দাঁড়াইল

বাণী। মা'র সঙ্গে তোমার যা কথা হয়েছে আমি শুনেছি ; কিন্তু আমারও বলবার একটা কথা ছিল !

অম্বর। কি বল ?

বাণী। মা যা বলেছেন, যদি তাই ক'রতে হয়, তাহলে বিবাহের দিন থেকেই আমি স্বতন্ত্র থাকতে ইচ্ছা করি। সেই একটা দিন ছাড়া এ জন্মে আর দু'জনের মধ্যে দেখাশোনা হবে না। দু'জনের কেউ কারও খোঁজ খবর নেব না, এই আমার ইচ্ছা।

অম্বর। (অলক্ষণ চিন্তা করিয়া) আমল + (একটা নোট)।

বাণী। প্রতিজ্ঞা কর—এই মন্দিরের দেবতার শপথ বিবাহের দিন হ'তে—

অম্বর। (দৃঢ়স্বরে) না বিবাহের দিন হ'তে নয় ; সমস্ত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান শেষ হবার পর থেকে।

বাণী। (স্বগত) এ কি ! এ যে এখন থেকেই আমার প্রভুর মত আদেশ করে ! (কোন মতে সংযত হইয়া) বেশ, তাই হবে। বিবাহের পর থেকেই দু'জনের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

অম্বর। বেশ, শপথ ক'ল্লেম—বিবাহের পরে তোমার আমার মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজনগরের গ্রাম্যপথ

হলধর, নবীন, চাঁদমোহন প্রভৃতি ছাত্রগণ

হল। যত গোল বাধালে এই পদ্মাপেরে ন'বনে। আমরা তো বেশ
ছিলেম রাজনগরের টোলে। অধর অধ্যাপক হয়েছিল, হ'য়েছিলই।
আমাদের কি? আত্মনাথকে নিয়ে দল পাকিয়ে এখন রাস্তায়
রাস্তায় ঘুরে বেড়াও!

নবীন।—হ—পদ্মাপে'রে? তা'ইহে কি? ইন্তে কা'বল আমাগোর
দোষ দেয়! 'আইত্ত-দা আইত্ত-দা' কইরা তোমাগোর লাল গরালো
তা আমি করবো কি? কওনা চাঁদমোহন?

চাঁদ। 'কইব আর কি?' তোরই তো উৎসাহ বেশী। তুই তো
পাতিলের চারা দিয়ে অধরের মাথা ভাঙ্গিস্?

হলধর। পাতিলের চারাটা কি হে?

চাঁদ। আরে হাঁড়ী ভাঙ্গার খোলা।

হল। তা যাও, এখন কাল-হাঁড়ি মাথায় দিয়ে মুখ লুকোও। অধরকে
পুরুতগিরি থেকে তাড়ালে, তার টোল ভাঙলে—আর সেই এখন
রাজনগরের জমিদার বাড়ীর জামাই হ'তে চললো! আর যার জন্তে
এত ক'ল্লেম সেই আত্মনাথকেই খুঁজে পাচ্ছিন। টোল বসাবে

বসাবে ক'রে তার কি এক ভাইয়ের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ দখল ক'রে বসেছিল ;—এখন ?

চাঁদ । আমি দেখছি সুধাকরটাই বুদ্ধিমান, সে ঠিক ভিড়ে রইল, আমাদের দলে এল না । এখন অম্বর জামাই হলে তারই লাভ ।

একটা ভাল চাকরী জুটিয়ে নেবে আর কি ?

নবীন । তা ইসে তোমারা ইর মধ্যে লঙ্কাভাগ করছে ক্যান ? জামাই অলিই হ'ল ? কথাডা তো রটনা । আগে হাদিস হক্কল জান, পরে কথা কইও । জামাই হবন ? জামাই হয় অনেক হালা !

হল । জানব আর কি ? গাঁ শুদ্ধু টি টি হ'য়ে গেল ।

চাঁদ । আচ্ছা, অম্বরটা কোথায় ? সে তো আর টোল-বাড়ীতে নেই ?

হল । আরে তোমার যেমন বুদ্ধি । সে খোড়ো-বাড়ীতে থাকে ? তাকে নিয়ে গিয়ে তুলেছে একেবারে তেতলায় ! সেখানে ব'সে ছুধের বাটীতে হুঁ দিচ্ছে ।

চাঁদ । ন'বনে, তুই এক কাজ কর, তুই জমিদার বাড়ীতে গিয়ে পাকা খবর নিয়ে আয়, আমরা আত্মনাথকে খুঁজে দেখি, কোথা গেল ।
শুনিছি সে নাকি পুরুংগিরিতে ইস্তফা দিয়েছে ।

নবীন । হ, আমি খবর লতি যাই জমিদার বারী আর সিপুই দিয়া ঠেঙ্গায়ে আমার দফাটা ইসে একেবারে সাইরে দিক্ । আমি আর ও মুখা হই, তো আমি হালা ।

সুধাকরের প্রবেশ

সুধা । কি হে, তোমরা এখানে সব জটলা ক'ছে ? তোমাদের নতুন টোলের খবর কি ? আমি যে তোমাদের ওখানেই বাচ্ছিলুম ।

নবীন। (জনান্তকে চাঁদমোহনকে) মন্তরাটা শুনেছ—বোঝছনি চাঁদমোহন ?

চাঁদ। যাঃ শালা—বোঝছনি বোঝছনি ক’রে আর গায়ের মাংস আমার রাখলে না। কি হে সূধাকর, খবর কি ?

সূধা। কিসের খবর ভাই ?

চাঁদ। এই তোমার, তোমার বন্ধু অশ্বরের।

সূধা। আরে শোননি হে, আমি যে নিমন্ত্রণ ক’রতে বেরিয়েছি ; তোমাদের ওই দিকেই যাচ্ছিলুম—কালকে যে অশ্বরের বিয়ে।

নবীন। তা হ’লে ইসে কথাটা ঠিক ? পাকা ?

সূধা। আরে তোমরা শোননি আত্মনাথের কাছে। সে যে এই খবর শুনে রেগে পুরুংগিরিতে ইস্তফা দিয়ে চ’লে গেছে ; এখন যে ঠাকুর পূজো করছি আমি।

হল। তুমি যে বড় আমাদের ওদিকে যাচ্ছিলে ?

সূধা। যাব না ? বল কি হে ? ধূমের বিয়ে ; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদেয় হচ্ছে। টোলের ছাত্রেরাও বাদ পড়েনি।

হল। তাতে তোমাদেরই লাভ। আমরা তো টোল ছেড়ে দিইছি, আমাদের কি বল ?

সূধা। তোমরা টোল ছেড়ে দিলেও জমীদারবাবু অতি সন্মান্য ! কর্দে তোমাদেরও নাম ধ’রেছেন। কর্দ হ’য়েছে, টোলের ছাত্রদের বিদেয় হবে, একখানা ক’রে কাকুন নগরের খালা, আড়াই সেব ক’রে সন্দেশ, আর দু’টাকা ক’রে নগদ।

নবীন। আরে কও কি ! আমাদের বোকা পাইচ ! খ্যাপাইচ বটে ! আমরা মন্তরা বুঝি না, কও তো চাঁদমোহন ?

সুখা। না হে—না, মজুরা নয় সত্যি! আমি তোমাদেরই ব'লতে যাচ্ছিলুম।

হল। কিন্তু আমাদের যাওয়াটা কি—কি বলছে সুধাকর?

সুখা। আরে নাও—নাও—অমন হ'য়ে থাকে! তাতে আর কি! বরং না গেলে একটা কথা জন্মাবে। এ সব সামাজিক ব্যাপারে যাওয়াই উচিত।

নবীন। উচিতই তো—ঠিক কইচ সুধাকর—ঠিক কইচ—আমাগোর যাওয়াই উচিত—

চাঁদ। আশ্বিনাথকে না জিজ্ঞাসা ক'রে—

নবীন। আরে রাইহে ছাও তোমার আইগুনাথ—ঐ হালা আইগুনাথের হুকিতে না ভুলা—কি কও হে সুধাকর—কাঞ্চন নগরের কান্ত খালি—আর মোণ্ডা কতখানি? কয় স্তার?

সুখা। আড়াই সের।

নবীন। আরে নগদা বিদায়?

সুখা। আরে দু'টাকা হে দু'টাকা। তার ওপর ধুতি-চাদর।

নবীন। এই মারলাম আর আইগুনাথের মাথায়! তোমরা কেউ না যাও আমি তো আগেই যাচ্ছি, ই-সব সামাজিক ব্যাপার! বোঝছনি চাদমোহন!

চাঁদ। ওরে আঁটকুড়ির পুত, আমি অনেক দিন থেকেই বুঝে আসছি—শালা গায়ের মাংস আমার রাখলে না। কি বল হে সুধাকর, তাহ'লে আমাদের যাওয়াই কর্তব্য?

সুখা। নিশ্চয়—তোমাদের যেতে চক্কু-লজ্জা হয়, আমার সঙ্গে এস।

চাঁদ। তাহ'লে, তাই চল, নেহাৎ তুমি যখন ছাড়বে না—

নবীন। হ্যা—হ্যা—চল—চল—কাঞ্চন নগরে কাংশ্চ থালি! আমরা
যদি না যাই আমরা গোবরস্রাব বোঝনি চানমোহন?

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাণীর শয্যা-গৃহ

ফুলশয্যার সমস্ত উপকরণে সজ্জিত

মৃগাক্ষ ও কৃকপ্রিয়া

মৃগাক্ষ। যাক, ভালয় ভালয় কাজটা মিটে গেল! বিয়ে হ'ল!
কুশণ্ডিকে হ'ল—ফুলার হ'লেই বস! জাতও বাঁচল, বিবরণও রক্ষা
হ'ল। আজ তো ফুলশয্যে, কিন্তু মামী, আমার তো আর এখানে
থাকা চলে না। এসেছি অনেকদিন, বাড়ীর কোন খবর পাইনি,
আমার তো এই রাজের গাড়ীতেই যেতে হ'চ্ছে।

কৃক। তা আজকের দিনটা থেকে যা না। ইঁয়ে, একটা রাত
থাকলে কি—

মৃগাক্ষ। না মামী, আর বোলো না; আমি অনেক কষ্টে মামাবাবুকে
রাজী করিছি, কুমি আর বাগড়া দিও না; আমার যেতেই হবে।

কৃক। দেখ্ বাবা, তোর কল্যাণেই এই অবটন ঘ'টলো। এক্ষেপে
আর কি আশ্বিনীবাধ ক'রবো—আমার মাঝার নতুন ফুলশয্যে
বহর খেরকাই-ক'ক। জুখে ঘর-ঘরকরনা কর। তোমার একটা ইঁয়ের
মতন ছেলে হোক।

মৃগাক্ষ। (স্বগত) হাঁ, বন্ধু-বন্ধার রেখে যতদূর সম্ভব। (প্রকাশ্যে)

তা হ'লে থাকের খুলো হাত মামী, আমি আসি।

কৃষ্ণ। যাবি ব'লেই যাবি?—চল—একটু কিছু মুখে দিয়ে—সারারাতটা তো গাড়ীতে যেতে হবে?

মৃগাক্ষ। যে অবেলায় খেয়েছি মামী, আমার মোটেই ক্ষিদে হয়নি; এখন তিন দিন না খেলেও চ'লবে।

কৃষ্ণ। তা কি হয় রে? আয় ভাঁড়াডের দিকেই আয়, আমার আবার ফুলশয্যার নিত্‌কিত, সব বাকী।

মৃগাক্ষ। (স্বগত) আমার যে অমুখ না খেলে ক্ষিদে হয় না, মামী তো তা বোঝে না। যে কষ্টে এ ক'দিন আছি! (প্রকাশ্যে) চল, ছাঁদা বেঁধে দিও, গাড়ীতেই ব'সে ব'সে খাব।

কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রবেশ

অপর দিক হইতে বাণীর প্রবেশ

বাণী। মৃগ-দা, কি আজই যাচ্ছ?

মৃগাক্ষ। হাঁ ভাই—মামী ব'ল'ছিলেন আজকের দিনটাও থেকে যেতে, তা আর পারলুম মা। আজই যাব।

বাণী। তা এখন যাবে বৈ কি! আমার গলায় ফাঁসী পরিয়ে দিয়ে—

মৃগাক্ষ। আরে ফাঁসী মনে ক'লেই ফাঁসী, নইলে হেসে উড়িয়ে দিলে ও আর কি? তবে একটা প্যাচ, অনেকগুলো দিবির করিয়ে নেয়। আমার যখন কুশণ্ডিকে হ'য়েছিল, সব তো আর মন দিয়ে শুনিনি; তোর বেলায় সব শুনলুম। আরে বাপরে! তুচ্ছ আশালভের হলক—এ একেবারে ইহকাল পরকাল নিয়ে টানাটানি! ধ'রেও ছাড়ান'নই! এই হিঁদুর বিয়েটা দেখ'ছি ভারি আগুদে।

বাণী। হ্যাঁ। আমিই কি এত জানতুম ? পৃথিবীতে যত রকমের দিকির আছে, নারায়ণ সাক্ষী রেখে সেই সব দিকির ক'রে, ইহকাল পরকালের দাসী হওয়া বৈ তো নয়। এ পুরুষদের এক-চোখো শাস্ত্র। মৃগাক্ষ। না ভাই, ঠিক এক চক্ষু নয়, দুই চক্ষুই জল জল ক'রছে ! স্ত্রীর পক্ষে চিরকালের দাসী হওয়া, কি স্বামীর পক্ষে চিরকালের ক্রীতদাস হওয়া—এ ক্ষেত্রে কোন্টা যে বলবৎ তার নিরাকরণ ক'রতে আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না—ও যা শুনলুম তাতে মনে হলো—এ-ও ওর দাসী ও-ও ওর দাস ; জমা খরচে কৈফিয়ৎ কেটে থাকে শ্রুতি ! মন্ত্রের মানে ছ'জনে নাকি এক হ'য়ে যায় ! কাকুর আর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকে না ! যেমন জলে জল মেশা ! সে অনেক কথা ! ~~যাক্—~~ সব এখন আর ভেবে মাথা ধারাপ ক'রে কোন লাভ নেই। ও বন্ধুদের ঘোড়াই-বিক্রেস'রে থাকাই ভাল, বুর্লি ? আর কাল তো অঘর চ'লেই বসছে আসামে—মালাবাবুর সঙ্গে কথা হ'চ্ছিল, ওতো এখানে থাকবে না ! ^{তা-১২০} হাঁরে, এত শিগগির যে আসামে চ'ললো—ব্যাপার কি ? বাণী। (হাসিয়া) আমি বিয়ের আগে যে, দিকির করিয়ে নি'ইছিলুম—বিয়ের পর এখানে একদিনও না থাকে।

মৃগাক্ষ। বাঃ ! তোর মেধাতো দেখছি আমার চেয়ে ঢের ভাল। বেছে বেছে আজ্ঞা শিখ ক'রেছিলুম তো ! তুই যে, আমার ঊগরেও টেকস-বিল্লি ! ভালা মোর দিদি ! তা—ও যে বড় এক কথার রাজী হোল ? ওকেও বন্ধুত্বে পেয়েছে না কি ?

বাণী। কি জানি, কেন এক কথায় রাজী হোল ! যদি রাজী না হোত তা হ'লে কিছুতেই আমিও রাজী হতুম না মৃগ-না !

মৃগাক্ষ। তা—এ কথা আর কে জানে ?

বাণী। বাবার সঙ্গে সব কথা হ'য়ে গেছে। আমি শুনিছি।

মৃগাক্ষ। মামী জানে ?

বাণী। তা ঠিক জানিনি। বোধ হয় না।

মৃগাক্ষ। দেখ, মামী আবার গোল না বাধায়।

বাণী। তুমি যেন মাকে আগে থাকতে কিছু বোলো না। ওসব ব্যবস্থা
বা করবার বাবাই ক'রবেন।

মৃগাক্ষ। আরে রাম কহো ! আমি আর তোমাদের কোন কথায়ই নেই
ভাই। আর আমি তো আগে থাকতেই স'ম্মিছি।

বাণী। মৃগু-দা ! তোমার বোকে একবার এখানে আনবে ভাই ?
তোমার বৌ দেখতে কেমন ? তার সঙ্গে তোমার দেখা-শোনা
হয় তো ?

মৃগাক্ষ। না হবে কেন ভাই ? তার তো আসামও নেই, কাছাড়ও
নেই। বৌ-মামুষ, ঘরেই তো থাকতে হয়। তা তাকে এখানে
আনবার মালিক তো আমি নই। বন্ধু-মামুষ, যদি ইচ্ছে করেন
আসতে পারেন ! আচ্ছা ব'লে দেখবো। আমি আর দেবী ক'রবো
না, গাড়ীর সময় ব'য়ে যাবে।

বাণী। কি আর ব'লবো ! এস মৃগু-দা।

প্রণাম করিল

মৃগাক্ষ। ওঃ ভারি ভক্তি যে ! এ প্রণামটা কি ঘটক বিদেয়ের না কি ?

বাণী। যাও, কি যে বল ?

মৃগাক্ষ। ভাল ভাল, বিয়ে ক'রে মাথা নোয়াতে শিবিছিস্, ভাল ! এখন
বন্ধু বজায় রেখে মনের ^{দিক} সুখী হও, এই আলীকাদ করি।

প্রস্থান

বাণী। আজ রাত্রি—আমার কালরাত্রি! কি যে ক’রব কিছুই ভেবে পাচ্ছিনি; বাসী-বিয়ের সময় সে তো প্রভুর মতই হুকুম চালিয়েছে। সে যা ক’রেছে, যাক হেঁট ক’রে তাই ক’রতে হয়েছে। এখন থেকে অমন প্রতুষ্ট ক’রবে নাকি? কি জানি ঠাকুরের সামনে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিচ্ছে। সে প্রতিজ্ঞা কি রাখবে না? কি রকম চরিত্রের মানুষ কে বলতে পারে? যদি এখান হ’তে চলে না যায়?

তুলসীর প্রবেশ

তুলসী। অমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে তো ছাড়চিনি! বিয়ের রাত্রে বাসরে কিছুই আমোদ হয়নি। বরটী তোমার নেহাৎ ভয়ানকসারাম; অল্পখ হ’য়েছে বলে পাশ ফিরে প’ড়ে রইল। সেইমা আমার বেমল শাদা—তার সেই মনে তুলে আমাদের তো আর বাসরে আগন্তেই ছিলে না। কিন্তু আজ? আজ যে ফুলশয্যে! আজ তো আর সহজে ছাড়চিনি। আজ এই ফুলের গহনা দিয়ে এমন সাজাব!

বাণী। দিন দিন তোর ছেলে-মানুষি বাড়ছে দেখছি; বয়েস কি আর বাড়ছে না?

তুলসী। বয়েস বাড়ছে কি কমছে, সে ভাল জানে তোমার সয়, সে নিকেশ তোর কাছে কি দেব লা। ভাতাতির মাগের বয়েস আবার বাড়ে নাকি? বুঝবি নো বুঝবি—ছ’দিন যাক।

বাণী। নে, আর বেহায়াপনা করিস্নি। আমার তো ফুলশয্যে নয় অস্তিম-শয্যে—

তুলসী। বালাই! বালাই! কেন, অত কেন? বর কি তোর মনে ধরেনি?

বাণী। মনেই বা ধ'রবে না কেন ?

তুলসী। তবে ?

বাণী। কি তবে ?

তুলসী। ও সব ব'ল'ছি'স্ যে ? ঐ যা ব'ল্লি ? ছিঃ—যা নয়, তাই ?

বাণী। (হাসিয়া) মনে ধ'রেছে ব'লেই তো ব'লছি। মনেই যখন
ধ'রেছে তখন অনর্থক সেজে-গুজে কি হবে ?

তুলসী। আরে বাপ'রে। আজ না সাজলে হয় ? আজ যে ফুলশয্যে !
... মিলনের প্রথম রাত্রি !

বাণী। শরশয্যে ব'লেও চলে।

তুলসী। ওলো, ঠিকই তো, শরশয্যেই তো বটে—মদন রাজার শরশয্যে !
নে বোস, আজ মনের সাধে—সমর-সাজে সাজাই।

তুলসী বাণীকে কুলের গহনা দিয়া সাজাইতে সাজাইতে গাহিল

গীত

আজি সাজাব তোমারে সমর-সাজে
(ধনি) যেখানে যা সাজে।

অলকে দিব লো অশোক-বাঁপ—
ভুবন উঠিবে কাঁপি !

ধর শর-শর মুহু ছুটিবে ক্রান্তরে
কাজর-রেখা অপাঙ্গে—

দিব বিজয়-তিলক চারু ললাট-মাঝে।

কুচ কবচে দিব চন্দনে ঢাকি,
বাহতে বাধিব রাধী —

(তুমি শুধু) অথরে খরিও মুহুল-হাসি
 পরাতে প্রেম-কঁাসি ;
 বেগী ছলিবে বাঁধিতে অরি-রাজে ।
 দিব কুহুম-কিঝিনি কেয়ুর কাঞ্চী
 মদন-মান লাহি—
 দেখি আগুয়ান কেবা হয় রণে,
 বীরাসনা চলে রণাসনে—
 দিতে লাজ স-সাজ বীর-সমাজে !

তুলসী একদৃষ্টে বাণীর দিকে চাহিয়া রহিল

বাণী । এ কি ! খেয়ে ফেলবি নাকি ? অমন হাঁ ক'রে চেয়ে আছি স্ কেন ?
 তুলসী । (চারিদিকে চাহিয়া) কেউ এখানে নেই তো ? দেখছি—
 আর ভাবছি—আজ সৃষ্টি থাকলে হয় !
 বাণী । (হাত দিয়া তুলসীর মুখ চাপিয়া) আর ও-সব ঢংয়ে কাজ নেই ।
 ঢের হ'য়েছে—এখন থাম্ !

নিশ্বাস ফেলিল

তুলসী । কেন আর নিশ্বাস ফেলিস্ ভাই ? জানি, তুই রাজার রাণী
 হবার যোগ্য ; আমাদের মত ভট্টাচার্য বামুনের জ্ঞী হবার মত ন'স্ ।
 কিছু ভাই, জন্ম-মৃত্যু বিয়ে—এ তো কারো হাত ধরা নয় । তার
 পর, তোর বরটী—যা এক দোষ গরীব, নইলে দেখতে তো কার্তিকও
 হার মানে ! ঠিক যেন রূপকথার রাজপুত্র ! এই টানা-টানা চোখ,
 এই টিকলো নাক, গোলাপ ফুলের মত রং ; সত্যি কথা বলতে,
 এ'তে দুঃখ করবার এমন কি আছে ভাই ?

বাণী। তুই এ কি বলছিস্? তুই কি মনে ক'রিস্ এ বিয়েতে আমি
দুঃখিত? তা নয়—তবে—

তুলসী। তবে?

বাণী। কি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, কি হ'ল! চিরজীবন কুমারী থাকব—
চিরজীবন ভগবানের সেবা ক'রব—চিরজীবন গোপীকিশোর ছাড়া
আর কারও দাসী হব না—সব ভেঙ্গে গেল! মনে হ'চ্ছে আগেকার
জীবনটা যেন একটা স্বপ্ন; মনে হ'চ্ছে, যে বাণী হরিবল্লভ রায়ের পোড়ী,
সে বাণী ম'রে গেছে; এ যেন আর কেও বাণী সেজে এসেছে!
আমার মত এমন পরাজয়ের অপমান বোধ হয় আর কাউকে কখন
সইতে হয়নি!

তুলসী। (মুহূ হাসিয়া) এ পরাজয়ে যে কত সুখ—পরে বুঝবি।

~~কুক্কির প্রবেশ~~

~~কুক্ক। ওমা মঞ্জরী, মেয়েরা তো আজ আর ছাড়বে না। সেদিন বাসরে
কেউ আমোদ ক'রতে পায় নি, আজ সব দল বেঁধে এসেছে।~~

~~তুলসী। তাহঁতা ক'রবেই সইমা, আজ ওদের কাউকে ঠেকানো যাবে না।~~

~~বাণী। কিন্তু মা, আমি ব'লে রাখছি, ও-রকম অসত্য কাণ্ড করা হবে না,
তুমি ওদের বারণ ক'রে দাও!~~

~~কুক্কির মুহূ হাসিলেন ও ম'রেই কহিলেন~~

~~কুক্ক। বারণ ক'রে শুনবে কেন মা! বিয়ের সময় সকলেই আমন ক'রে
থাকে, ওতে কিছু লজা নেই।~~

~~বাণী। সকলের বা হয়, আমার কি সেই রকমই হ'চ্ছে যে, সই সেই মতই
হবে? সকলের কথা ছেড়ে দাও; বাড়ীর চাকর-বামনের সঙ্গে~~

তাদের তো কারু আর বিয়ে হয় না। যার যেমন কপাল, তার তেমনি ব্যবস্থা! আমি স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি মা, ও-সব চ'লবে-ট'লবে না; তাহ'লে আমি এখনি বাবার কাছে চলে যাব; কে আমার সেখান থেকে উঠিয়ে আনে দেখি?

কৃষ্ণ। ঐ আদরেই তোর পরকাল খেলে! আচ্ছা বাপু, বারণই না-হয় ক'রব। কিন্তু একটা কথা তোকে ব'লে রাখি বাণী, জামাইকে তুই অবজ্ঞা, অপমান করিসনি। ও যে কি রত্ন, তা এখন না বুঝিস, এর পর একদিন বুঝবি। ও যাই হ'ক, তবু ও তোর স্বামী; স্বামীর চেয়ে বড় জগতে মেয়েমানুষের আর কে আছে? দেখছিস তো, আমি কখনও আজ পর্যন্ত এর কাছে মুখ তুলে কথা ক'য়েছি, কি মুখের উপর একটা জবাব করিছি?

বাণী। ওঃ—কিসে আর কিসে! তোমার যেমন তুলনা দেওয়া—চাঁদে আর বামনে! আমার বাবার সঙ্গে—

কৃষ্ণ। কেনই বা নয়? বড়লোকে গরীবের সম্বন্ধও ব'দলে যায় না কি?

তুলসী। সেই মা, তোমরা তো কথা কান্নাকাটি ক'রছ? এদিকে যে রাত হ'ল, বরকে পাঠিয়ে দাও।

কৃষ্ণ। সে তো এখনো বাড়ী ফেরেনি মা! ও-পাড়ার নিমাই পণ্ডিতের মেয়েটির কলেরা হ'য়েছে, বাড়ীতে পুরুষ নেই, বাছা যেমন শুনেছে অমনি ছুটেছে। সে এলেই আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুলসী, মা, তুই ফুলশয্যার জিনিসগুলো সব সাজিয়ে রাখ।

গ্রহান

তুলসী। ওমা! এমন অনাছিষ্টি তো কখনো শুনিনি—ফুলশয্যার দিন আবার রুগী দেখতে যার!

রাণী।—(বসন্ত) আকস্মিক রাতটা এসেই থাকবেই থাকে।

তুলসী। তুই একটু বোস্ তাই, কোথাও ঘাস নি, মাথা ধাস্! আমি ফুলটুল সব নিয়ে আসি—এই এলুম ব'লে।

প্রস্থান

বাণী। আমার ডাক ছেড়ে কানতে ইচ্ছে ক'রছে; কোথাও ছুটে পালাই। কিন্তু পালিয়ে থাকলে বাড়ীতে একটা হৈ হৈ কাণ্ড হবে—সে আরও ঘৃণা! তার চেয়ে স'য়েই থাকি। আমার ভয় তুলসীকে, কিছু অসভ্যপনা না করে—ও যে ছ্যাবলা।

রূপার ডিশের উপর রূপার বাটীতে ক্ষীর-মুড়কি লইয়া

তুলসীর পুনঃ প্রবেশ

তুলসী। কুন্ড তো সাজাচ্ছি, এখন নটবর এ'লে হয়। দেখতে দেখতে রাতও হ'ল অনেক। কি লো, চোর ভাগল্‌বা না কি?

বাণী। লাটীতে ও কি?

তুলসী। ও ক্ষীর-মুড়কী; আজ যে একপাত্রে খেতে হয়। তুই তাকে থাইয়ে দিবি, সে তোকে থাইয়ে দেবে।

বাণী। দূর বালাই।

তুলসী। আচ্ছা বালাই কেন? এঘে ফুলশয্যার নিয়ম। হাতের বাঁধন খুলবে। স্বন্দর হাতে তোর মুখে এই ক্ষীর-মুড়কি তুলে দেবে, তুই লজ্জায় চোখ দু'টা বুজে গোলাপফুলের পাপড়ীর মত ঠোট দু'টা একটু খুলে, হাপুষ ক'রে গিলে ফেলবি। পারিস তো তোর ঐ মুক্তোর মত দাঁতে শালার আঙ্গুল দু'টো কামড়ে দিস্।

বাণী। তুই সয়ার আঙ্গুল কামড়ে দিয়েছিলি বুঝি?

তুলসী। সেই হাঁ ক'রে আমার মুখ পানে চেয়ে অন্তমনস্কে আমার
আঙ্গুল কামড়ে দিয়েছিল।

বাণী। দেখ্ এসব অসভ্যপনা আমা হ'তে হবে না, ও রকম করিস্ তো
আমি এখনি পালাব।

তুলসী। পালাবে না আরো কিছু! পালাবার বয়েস তোমার আর
নেই; এদিকে যে ষোড়শী!

বাণী। তুই ভারি অসভ্য।

তুলসী। একশোবার! আজকে আমাদের সাতখুন মাপ্।

নেপথ্যে শাঁখ বাজিল

ওলো, ঐ বুঝি এসেছে।

বাণী। (উঠিয়া) আমিও পালাই, আর এখানে থেকে—না—ঐ যে
এসে প'ড়ল।

অবগুঠন টানিয়া নীচের বিহানায় একপাশে বসিল

তুলসী। ও হাত আপনি উঠে বোমটা টানে!

অশ্বরের হাত ধরিয়া রমণীগণের প্রবেশ

রমণীগণ। ওলো, চোর এস্তার!

কৃষ্ণাঙ্গার পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণ। ওমা তুলসি, বাছাকে আজ আর জ্বালাতন করিস্নি, বাছা বড়
ক্লান্ত হ'য়েছে। পণ্ডিতের মেয়েটা একটু ভাল আছে, আর পণ্ডিতও
ঘরে ফিরেছেন, তাই দেখে এই মাত্র চ'লে এস। ব'লছে শরীর
খারাপ, এতরাত্রে কিছু খেতে চায় না। তা থাক, কাজও নেই কিছু
থেকে, শুধু স্ত্রীতোটা হাত থেকে খুলে ঘুসুতে দে!

তুলসী। বাবা বাবা! সইমা যেন কি? জামাই যা ব'লবে তাই?
 কেন গা? অত আদর কিসের? আচ্ছা, তুমি যাও, আমরা এখনি
 তোমার জামাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাচ্ছি।
 কুম্ভ। দেখিস্ বাছা, বেশী জালাতন করিস্নি।

এস্থান

তুলসী। বোসো ভাই, বোসো, এই আসনে বোসো।—কি লো, তুই যে
 বালিসের খোল হ'য়ে ব'সে রইলি? নিত্‌কিত্‌ যা আছে তাতো
 ক'রতে হবে, উঠে আয়—এ যে সব লক্ষণ।

বাণীকে টানিয়া আনিয়া অম্বরনাথের বামে বসাইল

নাও ভাই, হাত ধুয়ে ফলার মাথো। আজ আর লজ্জা নয়।
 অম্বর। আমার শরীর খারাপ, আমি আজ আর কিছু খাব না।
 তুলসী। না খেলেও একবার মুখে ঠেকাতে হয়।
 ২য় নারী। সেদিন বড় ফাঁকি দিয়েছ, বাসরে আমোদই হয় নি; আজ
 তার শোধ নোব।
 তুলসী। নাও ভাই, মাথো—তুমি একটু মুখে দিয়ে ওর মুখে দাও—
 তুইও একটু মুখে দিয়ে ওর মুখে দে।
 ৩য় নারী। হাঁ, আজ থেকেই প্রসাদ খাওয়া শুরু হোক।
 অম্বর। আমার মাপ ক'রবেন। সত্যই আমার শরীর বড় খারাপ।
 আমার ও অহরোধ আর ক'রবেন না।
 তুলসী। ওসব যে ক'রতে হয় ভাই—
 ৪য় নারী। সবাই করে—তুমি একলা নও।
 ৫য় নারী। হাতের বাঁধন খোল! মনের বাঁধন তো হ'য়ে গেছে।
 আর স্নাতোর বাঁধন কেন?

অম্বর। বাঁধন আমি খুলে দিচ্ছি। কিন্তু খেতে আমি কিছুতেই পারবো না।

তুলসী। সেই এক কথা! এমন একশুঁয়ো তো কখনো দেখিনি! কি লো বাণী, এ বুনো ঘোড়া বশ ক'রতে পারবি তো?

স্নানারী। তুমি শিখিয়ে দিও তুলসী দিদি! শুনি, তোমার লাগামের খুব জোর।

তুলসী। দূর ছুঁড়ী! ~~অম্বর~~ বশ ক'রতে আবার লাগাম লাগে নাকি? বশ ক'রতে হয়তো লাগাম ছেড়ে দিয়ে।

বাণী। (স্বগত) থাকে না—তবু ভাল! উঠে গেলে বাঁচি।

তুলসী। চুপ ক'রে ব'সে রইলে যে! যা হয় একটা কর, না হয় বাঁধনই খোল। (বাণীর মূর্ত্তা বাঁধা হাতখানি টানিয়া আনিয়া অম্বরের হাতের উপর রাখিল ও ~~বহুম~~ শব্দধ্বনি করিল)

অম্বর আনতনত্রে গ্রস্থি খুলিল

~~স্নানারী~~ নারী। এইবার খাটে উঠে বোস, আমরা একবার যুগলমিলন দেখি।

স্নানারী। সেদিন ফাঁকি দিয়েছ, আজ কিন্তু তোমায় ভাই, একটা গান গাইতেই হবে।

অম্বর। এটাও আমাকে মাপ ক'রতে হবে। আমি গাইতে জানি না। তারপর, সেদিনের চেয়েও আজ আমার শরীর ধারাপ, আমায় দয়া ক'রে একটু ঘুমুতে দিন।

তুলসী। এই যে দিচ্ছি ভাল ক'রে! তোমার রকম কি বল তো? খেতে বহুম, খেলে না—গান গাইতে বলছি, বলা হোল জানি নে! আবার ব'লছো ঘুমুতে দিন; কেন—আমাদের এত অপমান কেন? একটা গান গাও ভাই, আমরা ভালমাহুষের মত এখুনি চলে যাচ্ছি।

অম্বর। যা জানি না তাই ক'রতে যদি হুকুম হয়—এমন হুকুম রাখি
কি ক'য়ে ?

তুলসী। তা বেশ, কিন্তু কি ক'রে বসতে হয় সেটাও কি জান না !

অমন বঁকে আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে আছ কেন ? কি লো, তোরও যে
ঘোমটা সরে না ! (ঘোমটা সরাইয়া দিল । অম্বর আর একটু
বাঁকিয়া বসিল, বাণী মুখ নত করিল)

১ম নারী। তুলসী দিদি ! কেবল কথায় কথায় রাত হ'য়ে যাচ্ছে ।
বর গাইবে না, তুমিই একটা গাও ভাই ।

তুলসী। আরে আমি তো কোমর বেঁধেই আছি ! কিন্তু এদের কি
বল্ দেখি ! দুই কাঠের পুতুল ! হ্যাঁলো, শুভদৃষ্টির সময় কেও ভেরে
টেরে ঘের নিজে ! আজকের এমন রাত—জীবনে এই একবার
আসে—বলে ফুলশয্যের রাত্তির—আজকের রাতও থাকে না—ফুলও
শুকোয়—কিন্তু এই রাতের বাতাসে যে ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়ায়
সে যে, সারা জীবনটাকে ম্লিনে রাখে ! এমন রাত্তিরটা এদের এমনি
ফাকা যাবে ?

গীত

এমন রজনী বুধা পোহাবে সজনি,

এ দুঃখ বলিব কারে ?

ফুলে ফুলে ঘেরা, হাসি দিয়ে ভরা,

মোন—মিলাবে আধারে ।

স্বরে বাঁধা বীণা ওগো, রহিবে পড়িয়ে,

কেহ হাতটা দিবে না তারে !

সরসের গান মরি ! সরসে গুঁমরি,

মুরছি পড়িবে হৃদয় ঘারে !

(নেপথ্যে) কৃষ্ণ । ও-লো তুলসী ! ইনি রাগ ক'রছেন, ব'লছেন, অনেক রাত হ'য়েছে, জামাইয়ের শরীর ভাল নয়, বাঁহাকে একটু ঘুমুতে দে ।

তুলসী । যাচ্ছি সই মা ! না বাপু, এরা সব আড়ে হাতে লেগেছে ; আমাদের একদিনও আমোদ ক'রতে দিলে না । চল্ ভাই চল্— আচ্ছা আমরাও দেখবো কত রাত্রি ওজর ক'রে কাটাও । এক মাষে তো আর জাড় যাচ্ছে না । (বাণীর প্রতি জনাস্তিকে) ভয় নেই, প্রাণ খুলে কথা ক'য়ো, আমরা কেউ আড়ি পাতব না ।

তুলসী প্রভৃতি রমণীগণের প্রস্থান

বাণী খাটের একপার্শ্বে মুখ কিরাইয়া বসিয়া ছিল ; তাহারই পার্শ্বে অশ্বর, একটু নড়িয়া বসিতেই বাণী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল এবং বিদ্রোহের মত বিপরীত দিকে সরিয়া গেল । কিন্তু পরক্ষণেই নিজের আচরণে লজ্জিত হইয়া সে দেখিল তাহার ভয় অশূলক ; অশ্বর তাহার পার্শ্বে নাই ; সে খাট হইতে নামিয়া পড়াইয়াছে । বাণী ঈষৎ বিষ্ময়ে তাহার পানে চাহিল ।

অশ্বর । (বাণীর দিকে না চাহিয়া বেশ স্পষ্টস্বরে) অনেক রাত হ'য়ে গেছে, তুমি ঘুমোও । আমার খাটে শোয়া অভ্যাস নেই, এখানে ঘুম হবে না, আমি নিশ্চেষ্টে ঘরে যাচ্ছি ।

এই কথা বলিয়া সে গমনোত্তম হইলে হঠাৎ বাণী ব্যগ্রভাবে কিছু চাপাধরে বলিল বাণী । না না, এখন যাওয়া হবে না । এখন যদি বাইরে যাও, লোকে দেখে কি মনে ক'রবে ; সকলে ঘুমুক, তার পরেই যেও ।

অশ্বর । ভাল, পরেই যাব ; তুমি খাটে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোও, আমি নীচের এই আসনেই বসছি ।

বসিয়া দেয়ালে টাঙ্গানো পঞ্চদশবনে রামসীতার মূর্তি নিব্বিষ্টচিত্তে দেখিতে লাগিল

বাণী । (কিছুক্ষণ পরে একবার অশ্রুনাথকে দেখিয়া স্বগত) না—যা মনে ক’রেছিলুম তা নয় । স্বভাব নম্রই । একদৃষ্টে রামসীতার মূর্তি দেখছে ; কিন্তু ঠিক সামনে ঐ বড় আয়নাখানায় আমার ছায়া প’ড়েছে, সেদিকে তো একটাবারও ফিরে চাইছে না ।

বাণী একবার চিত্রের দিকে দেখিল, পুনরায় আয়নায় প্রতিবিম্বিত তাহার নিজের মূর্তি দেখিয়া নিজের অধর দংশন করিল । তাহার বিষম ও কৌতুহল বাড়িয়া চলিয়াছে । সে বারবার অশ্রুর দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল ।

বাণী । (স্বগত) অদ্ভুত মানুষ ! এমন কিন্তু কখনো দেখিনি, সেই এক ভাবেই ব’সে আছে । ছবিতে এত কি দেখছে ? বঙ্কলধারী রাম কুটিরের সামনে বেদীর উপর ব’সে । আর তারই নীচে ঘাসের উপর শুয়ে সীতা দেবী—রামের মুখের পানে চেয়ে ! কারোর আন্তরণ নেই কিন্তু তাতে যেন দু’জনেরই রূপ আরও ফেটে প’ড়েছে ! যে সুন্দর, তাকে সকল অবস্থাতেই সুন্দর দেখায় ; রূপবান্ ভিখারীকেও ছদ্মবেশী রাজপুত্র ব’লে ভ্রম হয় । বোধ হয়, একমনে ওই ছবি দেখছে আর তাই ভাবছে ।

এমন সময়ে বাহিরের পেটা ঘড়ীতে একটা বাজিল । অশ্রু চমকিয়া দৃষ্টি কিরাইতেই বাণীর উৎসুক দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল । বাণী হঠাৎ সলজ্জভাবে মুখ নত করিল ; কিন্তু সে মনোভাবের প্রকাশ দিল না, লজ্জা করিয়াছিল বলিয়া জোর করিয়া সে লজ্জা ত্যাগ করিতে চাহিল । কুঠা ছাড়িয়া সে দ্বারীসম্ভাবণ করিল ; স্বর সহজ ।

বাণী । তুমি কবে আসাম যাবে ?

অশ্রু । (একটু পরে) কাল ।

বাণী । কাল ? কৈ, বাড়ীতে কেউ এখনও এ কথা শোনেনি তো ।

অম্বর। কাকেও তো এখনও বলা হয় নি। বাবা শুধু জানেন; তিনি বাড়ীতে নিজেই কাল ব'লবেন ব'লেছেন।

বাণী। ওঃ। (একটু পরে) কিন্তু মা হয়তো বাধা দেবেন; ব'লবেন এখন যেতে নেই।

অম্বর। (সহজ স্বরে) তাঁকে একটু বুঝিয়ে ব'লতে হবে। না গেলে তো চলবে না, চিঠি দেওয়া হ'য়ে গেছে; সেখানে সকলে আমার প্রতীক্ষায় আছেন—যাওয়া চাই-ই।

বাণী। (স্বগত) যাকে মূর্খ পুরুত মনে করেছিলেম, কিছু জানেনা ব'লে যাকে লাঞ্ছনার সঙ্গে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম—এর কথা শুনে তো সে রকম মনে হয় না! আমার কাছে যা প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল, তার সবই তো এখনো পর্যন্ত দেখছি এ পালন ক'রেই চ'লছে।

অম্বর। (স্বগত) আর ব'সে থেকে কেন ওর বিরক্তির কারণ হই। আমি এখানে থাকলে যুঁতে পারবে না! (উঠিয়া প্রকাশ্যে) আমি এখন যাই, অনেক রাত হ'য়ে গিয়েছে! রাতজাগা তোমার অভ্যেস নাই, অসুখ হ'তে পারে, তুমি ঘুমাও। আমাকে তোরেই যেতে হবে, গুছিয়ে গাছিয়ে নিইগে। (স্বগত) তোমাকে আশীর্বাদ করবার অধিকারও আমার আছে কি না কে জানে!

ধীরপদে প্রস্থান

বাণী পা টিপিয়া টিপিয়া দরজা পর্যন্ত গেল; উঁকি মারিয়া দেখিল, পরে অর্গল বন্ধ করিল।

বাণী। না, বরাবর নীচে নেমে গেল, একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি। এমন সহজ সরলভাবে যে আমায় নিষ্কৃতি দেবে তা আমি মনে

করিনি। এতবড় যে একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল, দেখছি এর মনে তার এতটুকু দাগ পড়েনি। যেন আমাদেরই উপকারের জন্তে বিয়ে ক'রলে, আবার আমাদেরই জন্ত দেশ ছেড়ে চললো।

খাটের নিকট আসিয়া অবগুষ্ঠন খুলিল; তাহার পর খাটের উপর হেলিয়া পড়িল

বাণী। যাক হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম (অস্তির নিশ্বাস ফেলিল) এতদিনে বিয়ে চুকলো! রাত পোহালেই ও চ'লে যাবে, তা হলেই একেবারে জন্মের মত নিষ্কৃতি পাব। সে আর কতক্ষণই বা? এদিকে ভোর তো হয় হয়।

অলক্ষণের জন্ত চোখ বুজিয়া শুইল; তাহার পর চোখ চাহিতেই সম্মুখস্থ দর্পণের উপর দৃষ্টি পড়িল। সে নির্মিমেঘ নেত্রে দর্পণে প্রতিবিম্বিত তাহার নিজের মূর্তির দিকে কণকাল চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল

। না, মাথা ঘুরছে। ঘুম হবে না! (উঠিয়া বসিয়া পুনরায় আয়নায় নিজেকে দেখিয়া) সকলে বলে আমি সুন্দরী। সামনের আয়নায় এ ছবিটাও তো খুব মন্দ দেখতে নয়। আচ্ছা, ও কি রকম লোক? একবার ভাল ক'রে কি আমার দিকে, কি ঐ আয়নায় দিকে চেয়েও দেখলে না? তা হলে আমি আর সুন্দর কি ক'রে? সুন্দর জিনিস তো লোকে চেয়ে দেখে; এতক্ষণ তো ব'সে ব'সে ঐ ছবি দেখছিল! কিন্তু সে তো একবারও ঐ আয়নার দিকে দেখলে না। যেন গ্রাহ্যই ক'লেন না এমনি তার উদাস ভাব। আমি (উঠিল; আয়নার নিজেকে পুনরায় দেখিয়া) কি এতই কুৎসিত যে, আমার দিকে একবার দেখবার ইচ্ছেও হ'ল না! থাক্গে— গয়নাগুলো খুলে ফেলি, নইলে ঘুম হবে না।

ধীরে ধীরে সমস্ত আভরণ খুলিয়া ফেলিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্ত্রশক্তি

বাণী। এগুলো বোঝা, আলো নিবিয়ে দিই। কি গরম, মাথার ভিতর যেন কেমন ক'চ্ছে!

টেবিলস্থ কেরোসিনের বাতি কমাইয়া দিল; তাহার পর বিছানায় উঠিয়া শুইল। নেপথ্যে বাহিরে ভোরের সানাই বাজিল; নহবৎ শুনিতে শুনিতে অর্দ্ধতল্লারত অবস্থায় বলিল

বাণী। এ কি! কে তুমি? নীল মখমলের শয্যায় শুয়ে, রক্ত-উত্তরীয় তোমার স্বক্কে, তোমার অনাবৃত প্রস্তর-ধবল বক্ষে আমারই স্বহস্তে রচিত দেওয়া ফুলের মালা, প্রশস্ত ললাটে চন্দনের রেখা! কে তুমি? তুমি কি আমার স্বামী?—আর এ কি! সম্মুখে হবিম্রাত অগ্নিদেবতা; উর্দ্ধে বজ্রধূমে লিক্ আচ্ছন্ন, আর তোমার কণ্ঠে এ কি গভীর বেদমন্ত্র—
“স্তু মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মমচিত্তমহুচিন্তস্তেহস্ত”!

(হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানায় বসিল; সবিষ্ময়ে বলিল) এ কি! কে আমার মন্ত্র পড়ালে! আমি স্বপ্ন দেখছিলাম না কি? কে মন্ত্র পড়ালে? এখনও সে এ ঘরে আছে না কি?

উঠিয়া আলো বাড়াইয়া দিল

না, কেউ তো নেই, সে চলেই গেছে। তবে কি স্বপ্ন দেখলুম! সকাল হ'য়ে গেছে যে! তবে আর আলো কেন? (আলো নিবাইল)

ঘরের জানালা খুলিল

আঃ কি মিষ্টি এই ভোরের বাতাস!

বাণী। (জানালা দিয়া দেখিয়া) গাড়ী দাঁড়িয়ে কেন? গাড়ীর ছাদে বিছানা, মোট, ট্রাক, কাঠের সিন্দুক, আরও কত; এখনি চ'লে

যাচ্ছে না কি ? তাহ'লে তো একটুও মিথ্যে বলেনি ! এত মহৎ—
এ যে বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হয় না !

নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত

নেপথ্যে কৃষ্ণ । বাণি, বাণি, ও মা এখনো ঘুমাচ্ছি না কি ? ওঠ ওঠ ।
ওগো কোথায় আমার রামচন্দ্র রাজা হবে, এ যে বনবাসে
চললো গো !

বাণী দ্বার খুলিয়া একপাৰ্শ্বে দাঁড়াইল

রমাবল্লভ ও কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রবেশ

কৃষ্ণ । বাণি, উঠিছিস্ মা, ও মা, এ কি শুনি মা ; আমাকে লুকিয়ে—
তোরা এ কি কাণ্ড বাধিয়েছিস্ (রমাবল্লভের প্রতি) হাঁগা, জামাই
যে ফুলশয্যার পর দিনই চ'লে যাবে, কৈ তুমি তো আমার কাছে
একদিনও ভাঙ্গনি ?

বাণী পাশের ঘরে গিয়া দাঁড়াইল

রমা । অপ্রিয় কথাটা বিয়ের আগে আর বলিনি ।

কৃষ্ণ । তা ব'লে এই অনাথের মত যাবে সেই দূর বিদেশে, সেই আসামে
না কোথায় ? এ আমি কখনো প্রাণ থাকতে হ'তে দেব না ।

রমা । ক্লি ক'রব বল ? একটা রাঁধুনী আর একটা চাকর সঙ্গে নিতে
বল্লুম, তা ও কিছুতেই রাজী হ'ল না । ছেলেটির সব ভাল
এক দোষ, বড় একরোখা । নিজের জন্তে একটা মাসিক খরচা
পর্য্যন্ত নেবে না ।

কৃষ্ণ । ওগো, তা হলে বাছার চ'লবে কি ক'রে ?

রমা । কলৈ, এতদিন যে আসবে চ'লেছে এখনও সেইভাবে ক'লছে—

দেখি অনাস্থটি কথা ! এখন তুমি জমীদার হরিবরস্বত্ব রায়ের
নাতজামাই, তোমার এখন সেই মত থাকি চাই তো ?

কৃষ্ণ। সে কি ! অথরকে আর আমি কোথাও যেতে দিতে পারব না।

এ দু'দিন কোথায় রইল, কি খেলে, তার ঠিক নেই ; তা ছাড়া এখন
বিয়ে-আট্টা দিন কাটেনি, এখনি বাছা কোথা যাবে ?

রমা। মাসে দু'শো টাকা ক'রে খরচ দিতে চাইলুম, তা কিছুতেই
রাজী হ'ল না। যাক, দু'দিন ঘুরেই আসুক।

কৃষ্ণ। তা তুমি বাছাকে একবার এইখানে পাঠিয়ে দাও। কাল থেকে
বাছা কিছু খায়নি। তার পর, যাত্রার তো—উজ্জুগ ক'রতে হবে।

ওমা, এমন বরাতও ক'রেছিলুম !

রমা। আচ্ছা, আমি তাকে এইখানেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এহান

কৃষ্ণ। ওলো, ও সর্ব্বনেশে মেয়ে, জামাইকে কি ব'লেছিস, কি ক'রেছিস ?

বাণী। আমি আবার কি ব'লতে যাব ?

কৃষ্ণ। ওমা, এমন তো কখনো শুনিনি মা ! হায় হায়, আমি এমন
পোড়া বরাতও ক'রেছিলুম !

বাণী। কেন, তোমরা তো বিষয়ের জন্তে বিয়ে দিয়েছিলে—বিবর রক্ষে
তো হ'য়েছে—এখন কীদ কেন ?

নেপথ্যে। জামাইবাবু যাচ্ছেন।

অথরকে আসিতে দেখিয়া বাণী পুনরায় পার্শ্বের ঘরে সরিয়া গেল

অথরের প্রবেশ

অথর। মা, আমি বাচ্ছি, আপনাকে প্রণাম ক'রতে এলেম।

কৃষ্ণ। 'বাচ্ছি' ব'লতে নেই বাবা, 'আসি' ব'লতে হয়। কি ব'লবো

বাবা, মনের সুখী হও ; আমি যাই, তোমার যাত্রার উজ্জ্বল করিগে !
তার পর, কাল থেকে খাওয়া-দাওয়া হয়নি, আমি কি যে করি কিছুই
বুঝতে পাচ্ছিনি । বাবা ঐ ঘরে একবার যাও ।

এস্থান

অম্বর । (স্বগত) ও ঘরে যাব ? কেন ?

পরে গৃহমধ্য হইতে অলঙ্কারের শব্দ শুনিয়া সেই দিকে চাহিল । দ্রবমুক্ত দ্বারপথে
বাণীর পরিহিত গোলাপী বস্ত্র দেখা যাইতেছে ও তাহার একখানি হাত দরজার কবাটে

অম্বর । গৃহ-মধ্যে বাণী ! ঐ তার সেই রক্তোৎপলের মত হাত—ও
হাত আমার পরিচিত । মন্দিরের দেব অঙ্গে এই হাতেই সে চামর
চুলাতো ! কিন্তু আমার এখানকার পূজার শেষ !

বাণী মুক্তদ্বার আর একটু খুলিয়া মুখ বাড়াইল

অম্বর । না, কাজ নেই । একবার—জন্মের শোধ দেখা—তাই বা কেন ?
প্রতিজ্ঞা করেছি—দেবতার সমক্ষে, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবার
অধিকার আমার কৈ ? নাই বা দেখলুম, মনে মনে বিদায় নিয়ে
জন্মোন্মত্ত চলে যাই । ভগবান করুন, বাণী সুখী হোক !

ধীরে ধীরে এস্থান

দরজা খুলিয়া বাণী বাহির হইল । যে দ্বার দিয়া অম্বর চলিয়া গেল, সেই পর্ধ্যস্ত
গেল, মুখ বাড়াইয়া দেখিল । তারপর দরজা অর্গল বন্ধ করিল

বাণী । (জানালা দিয়া দেখিয়া) ঐ যে গাড়ী ফটক পার হ'ল । মা কি
মনে ক'ঙ্গে ওকে ফেরাতে পারতেন না ? কেনই বা ফেরাবেন ?
ওতো দূরে গেলেই আমার পক্ষে ভাল । একটা সামান্ত পুরুষ আমার

স্বামী হ'য়ে এখানে থাকবে কি ? এ কিছুতেই হ'তে পারে না ।
 জমীদার হরিবল্লভ রায়ের পৌত্রী আমি, আমাকে কিনা একটা বার-
 তার হুকুম মেনে চ'লতে হবে ? আমারি অঙ্গে প্রতিপালিত যে, সেই
 হবে আমার প্রভু ? কিন্তু তাই কি ? তা তো নয় । বাবা তো
 ব'লে গেলেন, সে তো আমাদের একটা কড়িও নেয় নি ! তবে ?
 তবে আজ আমাদের যা কিছু আছে, সব কি ঐ ভিখারী পুরোহিতের
 দান ? ঐ তো আজ আমার রক্ষাকর্তা, আমার অন্নদাতা, আমার
 স্বামী ! আর আজ যে আমারই কথায়—আমারই আদেশে—জন্মের
 মত এখান থেকে চ'লে গেল—এ জীবনে সে আর কখনও ফিরে
 আসবে না ! গোপীকিশোর, তোমার এ কি ভীষণ বিচার !

বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মৃগাক্ষমোহনের বাটী

সদর ও অন্ধরের যোগ আছে এমন একটি দরদালান

মথুর ও তাহার স্ত্রী কেলোর মা

কেলোর মা। তা হলি আজও ঘরে বাবিনে ?

মথুর। যাই কি ক'রে বল দিনি। দেখিচিস তো, এ ক'দিন কেমন ক'রে কাটলো ? এতবড় যে বাড়ী—এডা মনিষ্টি নেই ! কি, চাকর, বামন, গিন্নীর ঝেমন ছ চারবার ওলা আর নাবা—অমনি কে ক'নে গেল, কারুর চুলির টিকিগাছটা আর দেখতি পালাম না ! সবাই মনে করলো—ধরলে বুঝি তাদেরও—ঐ—যমে ! যেন মা-ওলাই চণ্ডীর ঠ্যাং নেই—দৌড়িয়ে গিয়ে কারুরি আর ধরতি পারে না !

কেলোর মা। পেরায় পাঁচ ছ'দিন ঘরমুখা হোস নাই ; কেলোডা, তোরি না দেখি হামলে হামলে ওটে ; ঘোরে কেরে আর দৌড়িয়ে এ'সে আমার স্ত্রদোর—তোকা'রে বা ব'লি ডাকে, 'সে ক'নে গেল,' কখন আসপে'।

মথুর। কি ব'লে ডাকে সেডা বুজি আর বলিনে !

কেলোর মা। (একটু হাসিয়া) আ—মরণ ! আমি কত বুজ্জি—কই,

আসপে—আসপে, আলো ব'লে, তা কি শোনে? ঘুমুয়ে ঘুমুয়ে
চোম্‌কি ওটে—তা একবারডি চ'না; তারে ভুলুয়ে আবার
আসপি! আর তুই ভালবাসিস—আজ আইরীর ডাল রে'খেলাম
বেতের ডোঁগা দিয়ে—থাতি ব'সে এমন মিষ্টি নাগলো—চোঁকির
জলে ভেসে মরি, আর থাতি পাল্লাম না—তোর জন্তি থানিক তুলি
রাখলাম—মনে করলাম—ওপর বেলায় ^{সে} ~~মি~~ ধ'রে নিয়ে আসপো—
কড়কড়ো ভাত দিয়ে দু'গাল খেয়ে ^{পুতলা} ~~ফি~~; তা চ এবারডি তোর
নাম ক'রে রেখেচি।

মথুর। আমার নাম ক'রে তুই-ই খাস, তা হলিই আমার খাওয়া হবে!
য্যাদ্দিন না বাবু বাড়ী আসছে ত্যাদ্দিন একপাও এখান স্ব'তি লড়তি
পারবো না—তা কেলোই হামলাক, আর তুই-ই হামলাস!

কেলোর মা। পোড়া কপালখানা, আমি কেন তোর জন্তি হামলাতি
গ্যলাম। কথার ছিরি দেখ! ড্যাকুরা!

মথুর। হা—হা—হা! বড় পেরাণ্ডার মন্দি কচ্ কচ্ করছে—মা?
অমন আইরির ডাল! তা কি করি বল? বাড়ীতি যে ঐ একরত্তি
বো ছাড়া আর কেউ নেই, আমি একদণ্ড বাড়ী ছাড়া হলি সে
ভূতির ভয়িই মারা যাবে! গিন্নীর ব্যারামডাই না হয় মন্দ হ'য়েছে—
কিন্তু তারে দেখলি তো আর মনিষ্টি ব'লে চেনা জায় না। বিচানার
সঙ্গে মিগুইয়ে আছে—তার চোখ মুখ দেখলি আমারই ভয় নাগে—
মনে হয় বুঝি পেত্নী ঝাখলাম।

কেলোর মা। রাম—রাম (মথুরের কাছে সরিয়া গেল)

মথুর। দেখিস, ঘাড়ে পড়িসনে ঘেন। রাম! রাম! পেত্নীতে পালো
নাকি। সত্যি তো আর নয়! দেখলি মনে হয়। তা বোমায়

আমার কি সাওস—একা—ঐ রুগী নিয়ে—হু হাতে তাই মুক্তো
করা—নাড়ী তো ছেড়ে গিয়েলো—গরম জলের সেক, স্ফুটীর গুঁড়ো
মালিস—ওষুধ খাওয়ান—কোনডা নয় বল দিনি—তার ওপর
আবার পতি; আর সারাটীক্ষণ কাছে বসে এই গায়ে হাত বুলুচ্ছেই
—বুলুচ্ছেই—বুলুচ্ছেই! ওঃ ভাল মানষির মেয়ে বটে! তবু বাবু
তো একদিনও বাড়ীর মন্দির ~~শেষ~~ ^{আঁক} না; পেরাই দেখাই করে না;
প'ড়ে থাকেন ঐ বাইরির ঘরে—মদ মারেন আর যত শালা মোসায়েব
না জুটে—~~খানকীর~~ ^{আঁক} নাচন নাচায়! আর সারারাত আমারও নিজে
নেই—খালি ম'থরো—ম'থরো—যেন শালাদের বাবার চাকর আমি।
কেলোর মা। বলিস কিরে? অমন ডব্বা ~~ক'রতি~~ ^{এঁ}—ভাতার ব'শ ক'রতি
পারে না! এ কোন জ্বাশের মেয়ে?

মথুর। তোর বাপের বাড়ীর জ্বাশের নয় সেডা খুব বলতি পারি, আর
কোন্ জ্বাশের তা কতি পারিনে! তা তুই এক কাজ ক'রতি
পারিস?

কেলোর মা। কি?

মথুর। আমার যেমন ওষুদ ক'রিচিস—তুই ছাড়া আর কোন মেয়ে
~~অন্য~~ মুকির দিকি চোক ওটে না—চোক মেলতি গেলেই—খালি
নিজে—নিজে—(নাক ডাকিল) তেমনি এডডা ওষুদ ক'রি দিতি
পারিস, বোমারে দিই—বাবুরি দেয় ~~খেওয়াডে~~ ^{বড়} বস, তা হ'লি আর
জ্বাকতি হয় না—~~খানকীর~~ ^{বড়} মুকির দিকি ~~ডাকার~~ ^{বড়} আর ~~অন্য~~ ^{বড়}
(নাসিকাতননি)—~~থাকেন~~ ^{বড়} বোমার চরণ-চুটকী ~~হ'রে~~ ^{বড়} আমি
জ্বাবার মজাডা দেকি! এটু ঘুমুরে বাচি।

কেলোর মা। আমি তোরে কি ক'রি ওষুদ ক'রিচি তা জানিসনে;

মনে নেই বুজি ? আ অলপ্পেয়ে—আমি যে তোরে ওষুদ ক'রিচি
এই কৌলির চোটি—নইলি তুই কি ছিলি মনে নেই ? একনো
যে—টোগ্রী পোড়ারমুকী—হুদিব কেঁড়ে কাঁকালি নিয়ে ^{৬৩০}হিন্দী
ক'রে মাজে মাজে আসে তোর কাচে ~~হিন্দী~~ বাতের ওষুদ নিতি—আমি
কিছু বুজিনে বুজি—~~ক'ড়ে রাঁজি খান্ধী~~ ওষুদ ক'লি আজ এ
কদিনির মদ্দি একবার যাবার ফুরসৎ হয় না ? আমি আলাম এই
রাত্তির কালে ডাকতি—

মথুর। আরে চূপ, চূপ—এডা ভদ্র নোকের বাড়ী—আরে ভাল
কতা কতি গিয়ে কি আপদেই প'ড়লাম ! আরে ইরি মদ্দি আইরির
ডাল ভুলে গেলি বুজি ? নাঃ বাপু, আর চেষ্টাসনে ; না হয় এক
ফাঁকে গিয়ে তোর ও আইরির ডাল খেয়ে আসপো !

কেলোর মা। তুই না খেলি তো আমার ব'য়ে গেল ! বলে ওষুদ
ক'রেচে ? ক'রিচিই তো ; ঐ ভালমানষির মেয়েরে শিকুয়ে দিয়ে
জাব, ভাতার বশ করার ওষুদ—চুলির মুটো না ধ'রি দেবে কিল
বসায়ে পাজর ভেঙ্গে, নয় কাটের চ্যালা দিয়ে দেবে ঠ্যাং খোঁড়া
ক'রে—তারপর না হয় চুপি হলুদি দেবে শ্রাও ভাল, দেবি কেমন
মিলে তার বশ না হয় ? ও রোগের ওষুদই ঐ ! জাতে তোমারে চিট
ক'রিচি ! ভদ্র নোকের মেয়েরা শ্রাকাপড়া শিকি ঐ ওষুদ ভুলি গিয়িই
তো নিজেদের সর্বনাশ ক'রেছে । সোয়ামী বারমুকা হ'লিই হোল !

মথুর। এ্যাঙ্কিন তো তেমন চিনতি পারিনি, চেনলাম এই অস্থখ হ'তি !
কি করণাডাই কল্লে !

কেলোর মা। বাবু গেল কমনে ? তারে চিটি নিকে আনালে না কেনে !
মথুর। আরে আমার পোড়া দশা ! চিটি নিকে খবর দেবে কারে !

বাবু কি যাবার সময় ব'লে গিয়েছেন, কোন্‌^{কোন} ঘাচ্ছেন ! কোলকাতার কোন্‌ নছার মজির বাড়ী প'ড়ে আমানী লোসচেন, আর এখানে বাড়ীতি যে, যমে-মানষি টানাটানি—কেউ মলো কি বাঁচলো কে কার খপর রাখে ? যে স্মৃন্দিরা এখানর মাটি কেমড়ে দিনরাত প'ড়ে থাকতো, গিন্নিমার ব্যাম হ'তি, তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খপর ছালাম—তা কেউ একবার ভুলেও উকি মারলে না ! আসুক বাবু একবার বাড়ী, তারপর আমিও একবার বোজাপড়া করবো ।

কেলোর মা । তা আমি এখন উঠি—তুই এক ফাঁকে ঘাস, মাতা খাস নইলি ছেলেডা বড় কান্দাকাটা করে ।

মথুর । ~~স্বা~~বনে একবার বোমারি ব'লে ; গিন্নি মা একটু ভালও আছেন ! চ' ; তোরে সদরডা অবধি একটু এগুয়ে দিয়ে আসি ।

কেলোর মা । না, তোর আর জাতি হবে না । আমি জাবনে ! হ্যাঁ, ভাল কতা ; তোর জন্তি দু'টো খাজুর এনেলাম—এই পিণ্ডী খাজুর—থেয়ে এক ঢোক জল খাস !

মথুর । খাজুর পালি কোয়ণে ? তোর কোন্‌ বুহুই দিয়েচে ?

কেলোর । আমার বুহুই নয়, নোন্দাই দিয়েচে ; ভাবলার বাপ্ কোলকাতাথে আলোনা আজ—এনেলো ; তাই খোকারে খাতি দিয়েলো—তাথে দু'টো তোর জন্তি এনেলাম ।

মথুর । (খেজুর লইয়া গালে গিয়া) ওষুদ তুই এমনি ক'রিই করিচিস—কিলীর গুতোয় নয় ; খাজুর খাওয়াইয়ে—ক্যামন রে ?

কেলোর মা । (ঈষৎ হাসিয়া) দেকিস, যেন আল্লাদে আটা গলায় বাদে না !

এহান

মথুর । হাত্তোর ভদ্র নোকের কেঁতার আগুন ; এমন পরিবার, ঘরের

ইন্দ্রি—যে খুজে খুজে এসে খাজুর খাওয়াইয়ে যায়, তারে ফেলে—
কিনা—রাত কাটায় ~~কোনদিন গিরে কি আর বসনে~~—ঐ পাচ
কুকুরির পাতচাটা—

নেপথ্যে মৃগাঙ্কমোহন ডাকিল

ম'থরো, ম'থরো! আমলো সব গেল কোথায়—বাইরে অন্ধকার—
(প্রবেশ করিয়া)

মৃগাঙ্ক । কোন দিকেই জনমানব নেই—

মথুর । এই যে বাবু আলেন ! আঃ বাঁচলাম ।

প্রণাম করিল

মৃগাঙ্ক । এই যে, জেগে আছ ? বাইরে এসে যে এত হাঁকাহাঁকী
ক'রছি—দরওয়ান লোকজন সব গেল কোথায় ? সব যে অন্ধকার,
পালানে বাড়ী হ'য়ে গেছে দেখছি এ ক' দিনে ? দরওয়ান—
দরওয়ান—গাড়ী থেকে ট্রাক বিছানা নামিয়ে আন—

মথুর । (শশব্যস্ত হইয়া) বাবু একটু আস্তে—অমন ক'রি—এজ্ঞে—

মৃগাঙ্ক । অমন ক'রে ? এজ্ঞে ? বড় মজা পেয়েছিলে এ ক' দিন ;
আমি বাড়ী ছিলাম না—কেমন সব ঘুমিয়ে কাটিয়েছে ! আচ্ছা,
দেখাচ্ছি মজা সব—যা—ট্রাক বিছানা নাবাগে যা ।

মথুর । যে এজ্ঞে—

মথুরের প্রস্থান

মৃগাঙ্ক । দরওয়ান—দরওয়ান—

অজ্ঞার প্রবেশ

অজ্ঞার মাথায় কাপড় নাই, কোমরে অঁচল জড়ানো হাতে একখানা দুধ জাল দিবার হাতা

অজ্ঞা । আস্তে—অত নয় ! বাড়ীতে ডাকাত পড়া চীৎকার করো না !

মৃগাঙ্ক । মানে ?

অজ্ঞা। অত মানে বলবার আমার সময় নেই, আমি বালি চড়িয়ে এসেছি। মানে শোনবার দরকার থাকে গোল না ক'রে আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে রান্নাঘরে এস।

অজ্ঞা ফিরিল

মৃগাক্ষ। আহা—হা শোন না।

অজ্ঞা ইতিমধ্যে বাঁ হাত দিয়া মাথায় আঁচল টানিয়া দিল ও ফিরিয়া দাঁড়াইল

অজ্ঞা। কি?

মৃগাক্ষ। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। হাতে উত্তত হাতা, মালসাটা নয় কোমরে আঁচলপাট বটে। রান্নাঘরের চার্জে নিয়েছ দেখছি, ব্যাপারখানা কি। দিদি কোথায়? তুমি রাখছ কেন? বামুন ঠাকুরের কি হ'য়েছে?

অজ্ঞা। চ'লে গেছে।

মৃগাক্ষ। কে চ'লে গেছে! দিদি?

অজ্ঞা। না, তিনি ওপরে শুয়ে আছেন, বামুনঠাকুর চ'লে গেছে।

মৃগাক্ষ। কেন, দিদি ঝগড়া ক'রে বামুনঠাকুরকে তাড়িয়েছে বুঝি?

অজ্ঞা। (মৃদু হাসিয়া) না, না, সে নিজেই গেছে। দিদির কলেরা হ'য়েছিল কিনা, সেই সময় ভয় পেয়ে সবাই পালিয়ে গেল।

মৃগাক্ষ। দিদির কলেরা হ'য়েছিল? এখন কেমন? সেরেছেন তো?

অজ্ঞা। সেরেছেন; ওদিকে আমার বালি বুঝি ধ'রে যায়।

দ্রুত প্রস্থান

মৃগাক্ষ। আরে, এ যে এলো মিলিটারী, চ'লে গেল মিলিটারী, ব্যাপারখানা কি!

মথুরের প্রবেশ

হাঁারে মথুরো, দিদির কলেরা হয়েছিল, তা আমায় খবর দিসনি কেন ?
মথুর। এজ্ঞে—আপনি কলকাতায় কোন্ বাইজীর বাড়ীতে গান শুনতি
গিয়েলেন সে ঠিকানাডা তো বৌমার কাছে রেকে জাননি, খপর দেবো
কি করে ?

মৃগাক্ষ। হতভাগা ! আমার বুঝি ত্রিসংসারে আর কাজ নেই, আমি
কেবল বাইজীর বাড়ী গান শুনেই বেড়াই এই বুঝি জেনে রেখেছে !

মথুর। এজ্ঞে লড়ায়ে ঘোড়া আস্তাবলে না থাকলিই লোকের খোঁজে গড়ের
মাটে ; আর শুনিচি বাবুরা বাড়ীতে ঠিকানা না রেকে যদি বেয়েন,
তাদেরও খোঁজ নিতি হয় ঐ রকম বাড়ীতি—যেকানে নাচন গাওন
হয়, আর গিয়ে—

মৃগাক্ষ। থাম্‌ ব্যাটা ! আর গিয়ে ! ব্যাটা সব জেনে শুনে বেদব্যাস হ'য়ে
বসে আছে ! তা লোকজন, বামুন, দরওয়ান সব পালিয়েছে—

মথুর। এজ্ঞে—

মৃগাক্ষ। তা তুমি পালাওনি কেন ? দয়া ক'রে এখনও যে বড় আছে ?
নজ্জার ব্যাটা ! হারামজাদা ব্যাটা !

মথুর। এজ্ঞে আমি পালালি, এমন ভাল ভাল গালাগালগুলো আর কারে
দেতেন ?

মৃগাক্ষ। নে চল্‌ আলো ধর ! দেখি দিদি কেমন আছে ।

মথুর। আর থাকবেন কেমন ! সেরে গিয়েছেন, কিন্তু বাবু ! একতা
ব'লে রাখ্‌চি যে, বৌমা আমার না থাকলি, এবার তিনি সারতেন না,
সরতেন । ওঃ ধন্তি মেয়ে বটে ! কি করণাডাই ক'রেছে ! মায়েংগা,

তামনডা পারে না, আর পেটের মেয়েরও তামনডা করবার
সাহায্য নেই।

মুগাক। আচ্ছা চল তোকে আর বক্তৃতা ক'রতে হবে না।

উভয়ের গ্রহান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রমাবল্লভের বাটী

মন্দির-প্রাঙ্গণ

রমা। দেখছি অদৃষ্টই বলবান। মেয়ে স্থখে থাকবে, বিষয় রক্ষা হবে,
এই মনে করে বে' দিলুম, মেয়ে যা ব'লে সেই সন্তেই বে' দিলুম, কিন্তু
তাতে অশান্তি দূর হ'ল কই? ভেবেছিলুম বিয়ের পরে মেয়ে জামাই
তাদের প্রতিজ্ঞা আপনাই ভাঙবে; কিন্তু বছর ঘুরতে চললো তা
হলো কই? ~~কলে-মেয়ে~~ জামাইয়ের ভাবনা ভেবে গিন্নী কঠিন
ব্যায়রামে প'ড়লেন। ডাক্তার কবিরাজ তো স্পষ্টই ব'লে গেছে তাঁর
দিন সংক্ষেপ; এ কথা বাড়ীর কেউ জানে না কেবল আমি জানি;
বোধ হয় কৃষ্ণপ্রিয়াও তাঁর মনে বুঝেছে। দিনরাতের ভেতর চোখের
জল শুকায় না। কি অশুভক্ষেই বাবা উইল করেছিলেন, আর কি
অশুভক্ষেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিষয় তো রক্ষা হ'ল—
কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়াকে কি রাখতে পারব? মেয়ের চিরজীবনের সুখ,
চিরজীবনের শান্তি, ~~শান্তি-বা~~ ~~কি~~ ~~ক'রব~~

কৃষ্ণাশ্রমের প্রবেশ

কৃষ্ণ। হ্যাঁগো! আজকের ডাকে কোন চিঠিপত্র এলো, বাছার খবর কিছু পেলে?

রমা। এ কি! তুমি আবার উঠে এসেছ? কিছুতেই বারণ শুনবে না? কবিরাজে কি ব'লে গেছে তা জান তো।

কৃষ্ণ। কবিরাজে এমন বলে; আর যা ব'লে গেছে তাই যদি হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি! তোমাকে রেখে যাব, বাণীকে রেখে যাব, সে তো আমার ভাগ্য। কিন্তু অম্বরকে না দেখে ম'লে, আমি যে, পরলোকে গিয়েও শাস্তি পাব না। হ্যাঁ গা, আজও তার কোন খবর আসে নি?

রমা। ডাক এসেছে, অম্বরের কোন চিঠি পাই নি, তবে একখানা খবরের কাগজে তার খবর পেয়েছি।

কৃষ্ণ। কি গা? কি খবর? বাছা আমার ভাল আছে তো?

রমা। হ্যাঁ—ভাল আছে। কাগজে কি লিখেছে শুনবে? শোন—সে এখন আসাম অঞ্চলে চারিটা চতুষ্পাঠী খুলেছে। লিখেছে—“অম্বরনাথ জ্ঞায়, সাক্ষ্য, যোগ ও বেদান্ত চারি বিষয়ে চারিটা চতুষ্পাঠীকে পরম্পরের তুলনীয় করিয়া তুলিয়াছেন; নিজেও তিনি পরম পণ্ডিত।” আরও অনেক কথা আছে—শেষে লিখেছে—“অনাথ আর্ন্তের পিতৃ-স্থানীয় অম্বর নিজে সম্পদস্বর্গে প্রতিষ্ঠিত থাক। সবেও দরিদ্র-জীবন যাপন করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার স্মৃতি এবং এইটি তাঁর সর্বো-পেক্ষা বিশেষত্ব।”

কৃষ্ণ। কৈ দেখি, দেখি! (রমাবল্লভের হাত হইতে খবরের কাগজ লইয়া) আহা! আমার এমন জামাই দরবাসী হ'ল না! হ্যাঁগা,

তাকে আসতে লিখলে কি লেখে—কবে আসবে—তাকে ফিরিয়ে আনছ না কেন ?

রমা। সে এখন আসবে কি ! দেখছ ত ? সে এখন চারিটা চতুষ্পাঠী খুলেছে ; তার কত কাজ !

কৃষ্ণ। বল কি ? একলা সে চারটে টোলে পড়ায় ? এত খাটলে তার শরীরে কি কিছু থাকবে ? ওগো ! তুমি বাছাকে—আমার কাছে আনিয়ে দাও ।

রমা। আনানো কি মুখের কথা ! তুমি তো জান, তাকে এখানে আসবার জন্য কত চিঠি লিখেছি । লোক পর্যাস্ত পাঠিয়েছি, কিন্তু সে বলে সেখানকার কাজ শেষ না ক'রে সে আসবে না ।

কৃষ্ণ। বাছার সব ভাল, কিন্তু কি জানি কেন এ রকম একগুঁয়ে ! কাগজখানা আমার কাছে থাক—বাণীকে দেখাব । সে মনে করে অশ্বর বড় মূর্থ, বড় বোকা—

ব্রহ্মা। রাখ । তাকে দেখিও । সেও তো লিখতে পারে অশ্বরকে এখানে আসবার জন্তে ! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) যাক, যেখানে থাকে ভাল থাক । আমি আজকের ডাকে তাকে একখানা ভাল ক'রে লিখে দেব । যা রাধাবল্লভের মনে আছে তাই হবে ।

রমাবল্লভের প্রস্থান

কৃষ্ণব্রহ্মা কাগজখানা উন্টাইয়া পান্টাইয়া পুনঃ পুনঃ পড়িতে পড়িতে

কৃষ্ণ। এ যা লিখেছে সবই তো তার গৌরবে ভরা ; এমন জামাই পাওয়া ভাগ্যের কথা । কিন্তু বাছা আমার আসে না কেন ? বাণীকেও তো কখনো কোন চিঠি লেখে না । কেন ? এ কি অভিমান ? বাণী কি তাকে মঙ্গলশক্তি কিছু ব'লেছে ? যেয়ে আমার একটু বেশী আদরে ;

কিন্তু মন তো তার ছোট নয় ; সে কি এমন মর্মান্তিক কিছু বলতে পারে ?

বাণীর প্রবেশ

কৃষ্ণ । ইয়ারে ! অশ্বর তোকে কোন চিঠি দেয় না কেন বল দেখি ?

বাণী । আমি তার কি জানি ?

কৃষ্ণ । তুই বুঝি তাকে চিঠি লিখতে বা আসতে মানা করেছিল ?

বাণী । ক'রে থাকি তো ক'রেছি—খুব ক'রেছি । আমাকে কে চিঠি

লিখলে বা না লিখলে সেই ভাবনায় তো আমার ঘুম হ'চ্ছে না !

তোমার যে, কি হ'য়েছে মা, দিন রাত কেবল ঐ এক কথা ! আমি

এখন যেন তোমার আপন বালাই হ'য়েছি, কেবল ঐ একজনের দিকেই

তোমার যত টান । তার চেয়ে তুমি সেইখানেই কেন যাও না ?

আমায় তো আর একটুও তুমি ভালবাস না !

কৃষ্ণ । তা বলবি বৈকি ? মা কি আর সন্তানকে ভালবাসে ? তাকে

যে এত ভালবাসি সে কার জন্তে রে বাণী ! তুই মনে ভাবিস্

অশ্বরের কোন গুণ নেই । কিন্তু দেখ দেখি, কাগজে কি লিখেছে

—প'ড়ে দেখ, এই এক বছরে তার নাম হ'য়েছে, লোকে তাকে

কত ভাল বলছে ? তুই শুধু তাকে ভাল চোখে দেখলি নি, এই

আমার বড় দুঃখ রয়ে গেল ।

বাণী সকৌতুহলে কাগজখানি লইয়া তাহাতে চোখ বুলাইতেই অশ্বরের নাম দেখিয়া তাহা অগ্রাহভাবে ভূমে নিক্ষেপ করিল এবং তাচ্ছিল্যভাবে বলিল

বাণী । তুমি থাম মা ! ওসব মোসায়ের দল থেকে বিজ্ঞাপন বের

করা বৈ আর কিছুই না। পণ্ডিত ! ওঃ বড় তো পণ্ডিত ! তাই
একটা উপাধিও কেউ দয়া ক'রে দেয় নি।

কৃষ্ণ। তোর সঙ্গে কথা কওয়াই আমার বক্তারী।

কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রবেশ

বাণী এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া কাগজখানি কুড়াইয়া লইল এবং পড়িল

“দরিদ্র জীবন ঘাপন করেন।” আঃ বড় কাক্তিই করেন ! কেন—কি
জন্ত—কে ক'রতে বলেছে ? এত তেজ, এত অহঙ্কার। ~~কি~~ কি
এতই পর ? আমার বাপ কি তার কেউ নন ? আর তাই যদি হয়,
পরীষ ব্রাহ্মণ তো চিরকাল পরের অগ্নেই প্রতিপালিত হ'য়ে থাকে,
“দরিদ্র জীবন” উঃ সে বড় কষ্ট। এখানে সাতটা রাঁধুনিতে রাঁধে
সেখানে হয় তো নিজের রেঁধে খায়। হয় তো গরম ফ্যান প'ড়ে হাতে
ফোঁস্কাও পড়ে। পরণে হয় তো গুণ চটের মত মোটা ময়লা কাপড়,
তাতে হয় তো একটুও মানার না। তাতে আর ক্ষতি কি হ'ল কেইবা
দেখছে ? অসুখ হ'লে মুখে জল দিতেও বোধ হয় কেউ নেই
(পুনরায় পাঠ) “প্রশান্ত সুন্দর মূর্তি” তা সত্য, সুন্দর ! খুবই
সুন্দর ! এত সুন্দর যে, পুরুষমাহুষ হয়, এ ধারণা আমার কখনো
ছিল না। লিখেছে—“প্রশান্ত, স্থির, ধীর”। তাই বা নয় কেন ?
এতটা যে বিদ্বান কেই বা তা মনে ক'রত ? আমি কি স্বপ্নেও
জানতুম যে, সে এত ভাল, এত বড় ! বাবাকে মাঝে মাঝে
চিঠি লেখে, আমাকে ত লেখে না ; কেনই বা লিখবে ? সে
ঠিক তার প্রতিজ্ঞা পালন ক'রে চ'লেছে। আচ্ছা ! কেন সে
আমার বিবাহ ক'রতে সন্মত হ'ল ? এ যেন একটা হেয়ালী। এ

কি তার দয়া ? না—না, দয়া নয়—দয়া নয়, দয়া তো মহতেই
ক'রে থাকে, সে কি মহৎ ?

বাণীর হাত হইতে খবরের কাগজখানা ইতিমধ্যে পড়িয়া গেল
যা হবার হ'য়ে গেছে, আর সে কথা ভাব্‌ব না ; এখন ছ'জনেই
প্রতিজ্ঞা রেখে চ'লতে পারলেই মঙ্গল ।

বাণী ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের দিকে চলিল, হঠাৎ ফিরিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া
কাগজখানি কুড়াইয়া লইয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া দ্রুত চলিয়া গেল

অপর দিক দিয়া কুকপ্রিয়ার প্রবেশ

কুক। বাণী চ'লে গেল ? কি যেন কুড়িয়ে নিয়ে গেল না ? কি ?
অমন ক'রে গেলই বা কেন ? কৈ ? কাগজখানাও তো ফেলে
যায় নি ! নিয়েই গেছে । তবে আমার সামনে যে, অমন ক'রে
ফেলে দিলে সেটা কি লোক-দেখান ? কি এদের ভাব ?
মেয়েও তো আর কচিটি নয় ; ছ'জনের মধ্যে কিছু হ'য়েছে
নিশ্চয়ই ; কি একটা ভুল ক'রেছে । আমারও তো দিন শেষ হ'য়ে
আসছে, আর তো অন্ধকারে থাকা ঠিক নয় । কে আছিল রে ?

১১৭—
অপর প্রবেশ

কি। আমায় ডাকছো মা !

কুক। ~~হ্যাঁ, বাণী কোথায় গেল জানিছ ?~~

কি। ~~হ্যাঁ মা ! দিখিদিখি যে ঠাকুর বাড়ীর দিকে গেছেন ।~~

কুক। ~~ঠাকুর বাড়ী গেল ! অন্তরু-আর-কবে-পারব-না-বাহা, দুই~~
একবার বাণীকে ডেকে দে তো রে ।

কি। আচ্ছা মা!

১৯১৫
কিন্স প্রহান

কৃষ্ণ। কি জানি মেয়েটার ভাগ্যে কি ঘটবে! আমারও তো দিন
কুরিয়ে আসছে; এই সাজান সংসার ফেলে যেতে হবে; মরবার
আগে যদি মেয়েটাকে সুখী দেখে যেতে পারতুম। দেখি,—লম্বাই
সে—অনমনস্ক, আগেকার মত তার সেই হাসি নেই, পূজায়ও আর
ভেমন আগ্রহ দেখি না। কেমন যেন মন-মরা—কেল এমন হ'ল—
গোপীকিশোর! সকল সুখের সুখী ক'রেছিলে, দেবতার মত
আমী, তার অগাধ ভালবাসা, দেবকান্তার মত মেয়ে, অতুল ঐশ্বর্য,
কিছুই অভাব রাখিনি। পচিশ বৎসরের উপর—রাজরাণীর মত এই
সংসারের—আছি, তবে বাবার আগে এই ব্যথা নিয়েই যেতে হ'ল কি
থাপেতে—প্রভু! কি—পাপে? আমি গেলে উনি বড় কাতর
হবেন। সেই দশ বছর বয়সে এ সংসারে এসেছি আর একটানা
এই এত বছর—একটা দিনের জন্তও কখন ছাড়াছাড়ি নেই! যাব
মনে ক'লেই যে বুকটা খালি খালি হয়।

বাণীর পুনঃ প্রবেশ

বাণী। মা! আমায় ডেকেছ?

কৃষ্ণ। হ্যা! শোন! আমার কাছে আয়।

বাণী। কি বল।

বাণীর মাথা বুকের মধ্যে লইয়া

কৃষ্ণ। বাণী! মা আমার; বল আমার কাছে কিছু লুকোবিনি?

আমি যা জিজ্ঞাসা ক'রব তার উত্তর দিবি?

বাণী। এ কথা কেন বলছ মা ? কি হ'য়েছে ?

কৃষ্ণ। আমার সত্যি ক'রে বল দেখি বাণী ! অম্বর আসে না কেন ?
তোকে পত্র লেখে না কেন ? কি হ'য়েছে তোদের ? আমার
কাছে লুকোস নি, সে কি আর আসবে না ?

বাণী। না মা, সে আর আসবে না।

কৃষ্ণ। আসবে না ? কেন আসবে না ? আমার বল বাণী ; সে তো
তেমন নয়, তুই কি তাকে আসতে বারণ ক'রেছিস্ ?

বাণী। আর তোমার কাছে কিছু লুকোবো না। বারণ কেন—
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি এ জীবনে কখনো আর আমার সঙ্গে তার
দেখা হবে না।

কৃষ্ণ। হুঁ—বুঝলুম ! 'ভাল করনি মা ! বড় অন্যায় ক'রেছ। তা
হো'ক—ছেলেমানুষ না বুঝে যা ক'রে ফেলেছ তার তো আর চারা
নাই ; আমার সব কথা ব'লে কোন্‌দিন এ সব মিটে যেতো ; কিন্তু
মা, আমি তাকে জানি, আমি অশীর্বাদ ক'রছি সে তোমার ক্ষমা
ক'রবে। তুমিও তাকে ডেকে ক্ষমা চেয়ো।

বাণী। (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে) সে যে হবে না মা, আমরা
যে প্রতিজ্ঞা করেছি, এ জন্মে কেউ কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক
রাখ'ব না !

কৃষ্ণ। পাগল মেয়ে—দ্বীলোকের স্বামী ত্যাগের প্রতিজ্ঞা আবার
প্রতিজ্ঞা কি ? যা ক'রেছ তাতে মহাপাতক হ'য়েছে। আজন্ম
তার সেবা ক'রে, তার বাধ্য হ'য়ে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র।
সে বড় ভাল ; একদিন তুমি বুঝবে সে কত ভাল। কেঁদ না মা,
যেমন ক'রে পার অম্বরকে ফিরিয়ে এনো। জেনো—স্বামী ছাড়া

মেয়েমানুষের আর কিছুই বড় নেই। অস্ত্র সূখ, অস্ত্র কামনা, এমন
কি অস্ত্র দেবতাও তার থাকতে নেই।

বাণী তাহার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

কৃষ্ণ। আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছিস ? আমি যা বলছি, এর
এতটুকুও মিথ্যে নয় বাণী ! এসত্য; এতবড় সত্য মেয়েমানুষের
কাছে আর কিছু নেই। আমি চলে যাব, চিরকাল কিছু থাকব
না, কিন্তু তুই—বহু দিন যাবে ততই—বুঝবি, তেত্রিশকোটি দেবতা
এক দিকে আর জ্বীলোকের স্বামী অস্ত্র দিকে ; স্বামীর চেয়ে বড়
জ্বীলোকের আর মেই, আর থাকতে পারেনা। আমি আবার
আশীর্বাদ ক'ছি মা, তুমি যেন এই স্বামীকে চিন্তে পার, তার
পূজা ক'রে, তার সঙ্গে যে অন্তায় ব্যবহার করেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত
করবার ভাগ্য তোমার হয়।

কৃষ্ণাঙ্গী বাণীর মুখচুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে গ্রহান করিল

বাণী। (বাণী ধীরে ধীরে কাগজখানি বৃকের মধ্য হইতে বাহির করিয়া
একবার নিবিষ্টচিত্তে দেখিয়া, পরে বলিল) তবে, তবে সত্যই কি তুমি
আমার দেবতা ! সত্যই কি আমার অস্ত্র আরাধ্য থাকতে নেই ? তাই
যদি হয় তাহ'লে গোপীকিশোর ! এখন আমার উপায় ?

গ্রহান

ভূতীয় দৃশ্য

মৃগাক্ষের বাটী—দ্বিতলের গৃহ

অজ্ঞার শয়নকক্ষ

বাটের উপর ধ'ব্ধবে বিছানা, শয়ন কক্ষের সমস্ত সরঞ্জাম,
চেয়ার, টেবিল, আলমারী, আয়না ইত্যাদি

অজ্ঞা চেয়ারে বসিয়া গান গাহিতেছিল

পথপানে চেয়ে চেয়ে কেটে গেল বেলা—

সাজ হ'ল না মোর জীবনের খেলা ।

ভূষিত কণ্ঠ ওগো, বুধায় শুকাল—

না পোহাতে মিশি আলোক নিবিল

সুখ সাধ আশা নিরাশে ভরিল—

যদি জ্যোতিহার্য আধিত্য।

তবে কেন আঁধি মেলা ?

অজ্ঞা । ক'দিন একটুও জিরুতে পাইনি, আজ নতুন বায়ুনঠাকুর এসেছে—মনে ক'রলুম সকাল সকাল শুলেই ঘুমিয়ে প'ড়ব, কিন্তু কৈ, ঘুম তো আসে না ; রাত্তির জেগে জেগে মাথা গরম হ'য়েছে বোধ হয় । (ডিকেণ্টার হইতে গোলাপজল লইয়া মাথায় দিল ও ঘরের জানালা খুলিয়া দিল) বাঃ—দুব্বি জ্যোৎস্না ! বাইরে এখুনি হয় তো গান বাজনার হুন্না উঠবে । কি জানি, আজ কদিন কেন সে সব বন্ধ আছে । (জানালার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় বসিল) জেগে একঘেরে জীবন ! সুখও নেই, দুঃখও নেই । সুখ ? এর চেয়ে

সুখ তো না থাকাই উচিত ; গরীবের মেয়ের আবার এর চেয়ে সুখ কি ? ছুঁটী খেতে প'রতে পেলেই তো গরীবের সুখ ; বাবাও তো ঐটুই দায় থেকেই উদ্ধার পাবার জন্য বিয়ে দিয়েছিলেন ; দূর হ'ক। ভেবেই বা কি ক'রব ! শুয়ে দেখি যদি ঘুম আসে। (শয়ন)

কিয়ৎক্ষণ পরে ধীর পদে মৃগাক্ষের প্রবেশ

মৃগাক্ষ। বাড়ী যেন খাঁ খাঁ ক'চ্ছে ! সব নিস্তরঙ্গ, সবাই ঘুমিয়ে প'ড়েছে !

এরাও ঘুমিয়েছে কি ? (পা টিপিয়া টিপিয়া কিয়দূর অগ্রসর হইলেন) চোরের মত পা টিপে টিপেই বা চ'লছি কেন ? কোন পরস্রীর ঘরে তো ঢুকিনি ? না, কাজ নেই, দিবা ঘুমুচ্ছে, ফিরেই যাই ; কিন্তু যাব কোথায় ? বাঠরের আমোদ আহ্লাদও তো বন্ধ ক'রে দিয়েছি। আজ তো বন্ধু-বান্ধব কেউ আসবে না। আর জহরা—দূর ছাট ! এরাও তো উঠে না, এতই কি ঘুম ! (আর একটু অগ্রসর হইয়া) ওঃ—গোলাপের গন্ধ ভর ভর ক'রছে। সখটুকুও বেশ আছে ! কিন্তু কাজকর্মও তো পেছপাও নয়, রান্না-বাগ্না বেশ করে, আর কি যত্ন ক'রেই থাওয়ার। ~~আমি~~ ~~এই~~ ~~বে-এতটুকু~~ ~~করে~~ ~~এ-বন্ধু~~ ~~বলে~~ ~~না~~ ~~দ্বী~~ ~~বলে~~ ? ~~আমি~~ ~~নয়~~, ~~তাহ~~ ~~বা~~ ~~জানবে~~ ~~কি~~ ~~ক'রে~~ ! ~~জহরা~~ ~~তো~~ ~~খেতে~~ ~~ব'লে~~ ~~কোনদিন~~ ~~বাতাস~~ ~~ও~~ ~~করে~~ ~~নি~~, ~~আর~~ ~~নিজের~~ ~~হাতে~~ ~~কোনদিন~~ ~~মাছের~~ ~~ঝোল~~ ~~রেখে~~ ~~থাওয়ার~~ ~~নি~~, ~~বরং~~ ~~আমিই~~ ~~তার~~ ~~আরে~~ ~~দূর~~ ! ~~ঘুরে~~ ~~ফিরে~~ ~~চোরের~~ ~~হন~~ ~~ভাল~~ ~~বেড়া~~, ~~খালি~~ ~~মেই~~ ~~জহরা~~ ! ~~এবার~~ ~~থেকে~~ ~~তধু~~ ~~ঐ~~ ~~বন্ধু~~ ~~ক'রেই~~ ~~থাকবে~~, ~~জহরার~~ ~~ইতি~~ ! থাক—আজ আর তুলে কাজ নেই ঘুমুচ্ছে

ঘুমুক, সমস্ত দিন খেটেছে তো, হাজার হ'ক ছেলেমানুষ, যাই দিবি
জ্যোৎস্না—ছাদে একটু পায়চারি করিগে।

প্রহান

অজ্ঞা পাশ ফিরিয়া শুইল

অজ্ঞা। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল ! কতটুকু ঘুমিয়েছি ? পাখাখানা—
(পাখা লইয়া) একটুখানি তুল্লাম। এসেছিল, স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন
ফুলশয্যায় রাত্রির লুকিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে—লজ্জায় ভাল
ক'রে তো মুখ তুলতে পারিনি—তখনকার সেই কুমারী হৃদয়ের যা
কিছু সাধ, আফ্লাদ, ভালবাসা, সবই তো মনে মনে নিবেদন ক'রে
দিয়েছিলুম তাঁর পায়ে ; কিন্তু সে আশার রাগিণী আজ কোথায়
মিলিয়ে গেল ! আমি পাগল ! এই চিন্তার ভার নিয়ে কি কখনো
ঘুম আসে ! কোথা থেকে কাল-বোশেকির ঝাপ্টা এসে আমার
সাজান বাগানের ফুটন্তফুলের লতাকুঞ্জে এলোমেলো ক'রে দিয়ে
গেল ! তখন কি জানতুম যে, আমার আশা কেবল দুর্ভাগ্যই হবে।
তখন মনে ক'রেছিলুম আমার স্বামীর হৃদয় কত না সুন্দরই হবে।
কিন্তু এখন দেখছি তাঁর হৃদয় ব'লেই তো কিছু নেই। কেবল ঐ
চিন্তা ! নাঃ আর ভাববো না, চুপ ক'রে শুয়ে থাকি, দেখি যদি
ঘুম আসে (আবার ঘুমাইবার চেষ্টা)

কিয়ৎক্ষণ পরে যুগাক্ষের পুনঃ প্রবেশ

যুগাক্ষ। (প্রবেশ করিতে করিতে) জ্যোৎস্নাই হ'ক আর অমাবস্তাই
হ'ক একা কতকক্ষণ পায়চারি করা যায় ? একা হাঁ ক'রে ছাদের
মাঝখানে দাঁড়িয়ে চাঁদের সুখা খাওয়া—ও আমার গোবাবে না

বাবা! ছাদের চেয়ে এ ঘরই ভাল; তবু মাথার উপর একটা আচ্ছাদন আছে। এই নিম্নক রাত্রে নীল আকাশের পানে চাইলে প্রাণটা ঘেন হু হু করে ওঠে। আরে বাঃ! এই যে, এই পাশ ফিরেই শুয়েছে! মুখে আর ঘোমটা নেই, চুলগুলো মুখের ওপর এসে পড়েছে। তার ওপরে জ্যোৎস্নার আলো! এই এতক্ষণে মনে হ'চ্ছে ভাল Back ground না পেলো, ও জ্যোৎস্নাই বল আর পূর্ণিমার চাঁদের কিরণই বল, কারোর কিছু কেরামতি নেই; কেউ ফোটেন না। বন্ধুটি আমার রূপসী বটে! উন্নতশালে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ী নামাবার সময় মুখখানি দেখেছিলুম টুকটুকে লাল, সে মুখখানিও বেশ লেগেছিল; আর আজ এই সাদা ধ্বংসে বিছানায় শুয়ে—ঐ লাল টুকটুকে মুখের ওপর ধ্বংসে জ্যোৎস্নার আলো (অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে) বাঃ সত্যিই সুন্দর!

অজ্ঞা। ভীতকণ্ঠে) কে? কে? মা গো! (উঠিয়া বসিয়া নামিতে গেল)

মৃগাক্ষ। (হাত ধরিয়া) আমি—আমি—অজ্ঞা আমি!

অজ্ঞা। কে তুমি! কে আছ? চোর! চোর!

মৃগাক্ষ। আরে কি বিপদ—আমি!

অজ্ঞা। তুমি—

(নেপথ্যে মধুর)। “~~কিডারে এক পোরা রাত এখনও পোরায় নি,~~
বোমার ঘরে চুরি! ^{ও ক'রে} কিডারে?”

মধুর লাঠি লইয়া প্রবেশ করিল। অজ্ঞা একটু সরিয়া গিয়া আলো উসাইয়া দিল

মৃগাক্ষ। আরে:দেখ দেখি কি বিভ্রাট! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—

অজ্ঞা। (বোমটা দিয়া) ওমা তাই তো!

মথুর। আরে রাম কহো, চোর নয়! এ যে আমারই বাবু! আঃ—

এমন ঘুমডোও মাটি করলে। (হাই তুলিয়া)

মৃগাক। ব্যাটা লাঠি নিয়ে এসেছে! সত্যি চোর হ'লে তো পালাতে?

মথুর। তা কেমন ক'রে ব'লবো, আমি তো আর মিথ্যে ব'লে আসিনি।

সত্যি জেনেই এয়েলাম। তা বাবু, আজ এই বাড়ীর মদিই কি ফুরসিতে তামুক দেবো?

মৃগাক। যা যা আর তামাক দিতে হবে না, তুই যা ঘুমুগে যা।

মথুর। এজ্ঞে (যাইতে যাইতে) কেলোর মা আলো ককন? ককনই বা বোমারে ওষুধ ক'রতি শেকালে? আজ ক' বছরের মদি তো এমন অবটন একদিনও দেখিনি। বাবু—রাস্তিরি বাড়ীর মদি—বোমার বরে!

মৃগাক। যা—যা—যা—

মথুর। এজ্ঞে—

প্রস্থান

মৃগাক। ছি—ছি দেখ দেখি, হঠাৎ চোঁচিয়ে কি ক'রলে?

অজ্ঞা। তা তুমি তো আমায় ডাকলেই পারতে!

মৃগাক। আরে ডাকতে যাব মনে ক'রেছি এমন সময় তুমি যে—

অজ্ঞা। চোঁচিয়ে উঠলুম? তা ভয় করে না?

মৃগাক। একবার চেয়ে দেখে ভয় ক'রতে হয় যে, মানুষটা কে, চোখ বুজেই ভয়।

অজ্ঞা। (একটু হাসিয়া) তা তুমি? তুমি যে বড় আজ এখনও বেড়াতে যাওনি?

মৃগাক। না, দিদির কাছে গুনেছিলেম তোমার নাকি অনুখ ক'রেছে,

তাই বাড়ী থেকে বেরুই নি ; কি অসুখ ক'রেছে, বড্ড অসুখ কি ?
ডাক্তার ডাকব কি ?

অজ্ঞা। ডাক্তার—না না ডাক্তার কি ক'রবে ?

মৃগাঙ্ক। ডাক্তার কি ক'রবে ? বল কি ! আমি তো অনেকক্ষণ থেকেই
দেখছি তুমি চোখ বুজে শুয়ে আছ, অথচ ঘুমোওনি ? মুখখানাও
ত দেখছি বড্ড শুকিয়ে গিয়ে লাল হ'য়েছে। (অজ্ঞা লজ্জায় মুখ
নত করিল)

অজ্ঞা। (স্বগত) অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে ? ভাগিয়া মনের কথা
কেউ টের পায় না।

মৃগাঙ্ক। অসুখ না ক'রলে কি কেউ অমন চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে
পারে। দেখি জ্বর হয়নি তো (বলিয়া মৃগাঙ্ক অজ্ঞার কপালে হাত
দিতে গেল। অজ্ঞা সরিয়া খাটের উপর বসিল)

অজ্ঞা। না—না, দেখতে হবে না, আমার গা গরম হয় নি।

মৃগাঙ্ক। ঠিক ব'ল্ছ ?

অজ্ঞা। হ্যাঁ, সামান্য একটু মাথা ধ'রেছে, ও কিছুই নয়, এমনই সেরে
যাবে।

মৃগাঙ্ক। তা হ'লে ডাক্তার ডাকাই ভাল।

অজ্ঞা। না, না, মাথা ধরায় ডাক্তার ডাকা আমাদের সেখানে অভ্যাস
ছিল না, খুব বেশী জ্বর হ'লে তখনি ডাক্তার আসতো।

মৃগাঙ্ক। এখন তো আর সেখানে নেই, এখন এইখানেই মত ব্যবস্থা
হ'ক না।

অজ্ঞা। (অভিমানে চাপিয়া) কোন দরকার নেই, ও এখনি সেরে
যাবে। আমি যাই—দেখি, দিদি কি ক'চ্ছেন।

এই বলিয়া খাট হইতে নামিতে গেল । মৃগাক্ষ সামনে বাইরা

তাহাকে বাধা দিল

মৃগাক্ষ । দিদি যুমুচ্ছে, আমি দেখে এসেছি । দেখ অজ্ঞা, আজ আর
বেড়াতে গেলুম না, তা তুমি তো তাতে কই খুসী হও নি ? কই
কিছুই ব'ললে না তো ?

অজ্ঞা । (বালিসের ঝালর নাড়িতে নাড়িতে মুখ নীচু করিয়া) তারা
এখানে আসবে তো ?

মৃগাক্ষ । যদি না আসে ।

অজ্ঞা । (অবিস্থাসের দৃষ্টিতে মৃগাক্ষের মুখের দিকে চাহিয়া) একদিনও না ?

মৃগাক্ষ । যদি একদিনও না আসে ?

অজ্ঞা । তা হ'লে বেশ হয় ।

মৃগাক্ষ । (অজ্ঞার নিকট একটু সরিয়া আসিয়া) শুধুই বেশ হয়, তুমি
খুসী হও না ।

অজ্ঞা । হই ।

মৃগাক্ষ । কেন খুসী হও ?

অজ্ঞা । তা জানি না—বোধ হয়—

মৃগাক্ষ । (খাটের আরও নিকটে আসিয়া খাটের দাণ্ডা ধরিয়া) হাসলে
কেন ? বোধ হয় কি ?

অজ্ঞা । বন্ধু—তাই ।

মৃগাক্ষ । বন্ধু ! বন্ধু কি ব'লছ, বুঝলুম না ।

অজ্ঞা । (মৃদু হাসিয়া সলজ্জভাবে) আমরা বন্ধু নই ?

মৃগাক্ষ । ও—সেই কথা ব'লছ ! (হাসিয়া অজ্ঞার গায়ে গড়াইয়া
পড়িল)

অজ্ঞা । (সরিয়া বিপন্ন স্বরে) কেউ শুনতে পাবে যে, আমি যাই ।

ব্যস্তভাবে খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল

মৃগাক । (উচ্চ হাশ্বে পথরোধ করিয়া) হা—হা, শুনতে পাবে ? শুনতে পেলেই বা, ক্ষতি কি ? যাবার জন্ত অত ব্যস্তই বা কেন ? একটু দাঁড়ালে ক্ষ'য়ে যাবে না তো । আর আমিও তো সত্যি বাধ নই যে, টপ ক'রে তোমায় গিলে ফেলব' । হা—হা, শুনতে পাবে ! আচ্ছা, শুনতে পেলে লোকে কি ব'লবে ? হ্যাঁ অজ্ঞা !

অজ্ঞা । লোকে ভাববে না যে, এরা খালি খালি এত হাসছে কেন ?

মৃগাক । বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে হাসে না ? আচ্ছা হাসলে যদি তোমার নিন্দে হয়, আর হেসে কাজ নেই । তা হ'লে একটা কাজের কথাই বলি শোন, মনে করেছি দিন কতক একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক ।

অজ্ঞা । তা বেশ, আমি তোমার সব গুছিয়ে রাখব, তোমার কি কি চাই আমার ব'লে দিও ।

মৃগাক । শুধু তো আর আমি যাব না । সকলকে যেতে হবে ।

অজ্ঞা । সবাই ?

মৃগাক । হ্যাঁ সবাই—দিদি, তুমি, আমি—

অজ্ঞা । কিন্তু আমি তো যাব না ।

মৃগাক । কেন ?

অজ্ঞা । না ।

মৃগাক । কেন ?

অজ্ঞা । আমার ইচ্ছে নেই ।

মৃগাক । কেন ইচ্ছে নেই ?

অজ্ঞা। (স্বগত) তোমায় কি বলবো, আমি যে, উত্তর খুঁজে পাই না।
(মুখ নত করিল)

মৃগাক্ষ। আমার উপর রাগ ক'রেছ অজ্ঞা ? (তাহার হাত ধরিল, এবার আর অজ্ঞা বাধা দিল না) চল, দিন কতক বাইরে ঘুরে আসি। বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভেতরেরও পরিবর্তন হবে। যাবে না ? আমার ওপর রাগ ?

অজ্ঞা। (ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া ম্লানমুখে জোর করিয়া হাসিয়া)
বন্ধুর ওপর কি বন্ধু কখনও রাগ করে ?

মৃগাক্ষ। (আরক্ত মুখে) তবে যাবে না কেন ?

অজ্ঞা উত্তর দিল না, আঁচলের চাবি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল

বুঝিছি ! তোমায় আর বলতে হবে না, আমি বুঝিছি অজ্ঞা,
আমার জঘন্য চরিত্র বলে আমার সঙ্গে যেতে তোমার ঘৃণা হয়।

অজ্ঞা। ঘৃণা ! না—না, ঘৃণা নয়, ও কি কথা, ও কথা বলো না।

মৃগাক্ষ। সত্য অজ্ঞা ? সত্য বলছ—ঘৃণা হয় না ?

অজ্ঞা। না—না, ঘৃণা হয় না, একটুও না।

মৃগাক্ষ। তবে কি ভয় হয় ?

অজ্ঞা। হ্যাঁ—ভয় হয় ^{কি} ! বন্ধুর ওপর বন্ধুর কি কেবল ঘৃণা আর
ভয় হয় ? আর কিছু হয় না ?

মৃগাক্ষ। (আগ্রহে) তবে কি কষ্ট হয় ? (অজ্ঞার হাত ধরিয়া নিজের
দিকে ঈষৎ টানিয়া অতি আদরের সহিত) অজ্ঞা ! (অজ্ঞা হুটামী করিয়া
মৃগাক্ষের হাত হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া অনেকখানি দূরে দাঁড়াইয়া)

অজ্ঞা। হ্যাঁ তাই ! কষ্ট হয় না ? বন্ধুর জন্ত বন্ধুর মনে কষ্ট হয় না ?

মৃগাক। বন্ধু—বন্ধু ছুতোর বন্ধু! খালি ঐ এক কথা, বন্ধু! কে তোমার বন্ধু? .. অমন বন্ধুয়ে আমার দরকার নেই; ও ছাই বন্ধুয়ের খবর আমার চব্বিশ ঘণ্টা শুনিয়ে না। (এই আমি তোমায় ব'লে রাখছি।) আজ থেকে আমি আর তোমার বন্ধু নই।)

সবেগে দ্বার ঠেলিয়া প্রস্থান

অজ্ঞা। তুমি রাগ ক'রলে, কর—আমি কি ক'রব। বন্ধুই হও, শত্রুই হও, তুমি আমার স্বামী—দেবতা! আজ তোমার হঠাৎ এ পরিবর্তনে আমি স্থখী নই, আর তুমি যে রাগ ক'রে চ'লে গেলে তাতে আমার দুঃখও নেই। আমি জ্বর না, আমি তোমার স্ত্রী। যদি কখনও যথার্থ তোমার স্ত্রী হ'তে পারি, সহধর্মিণী হ'তে পারি, তবেই আমার দেহ মন প্রাণ, আমার সর্বস্ব তোমার পায়ের তলায় ঢেলে দিয়ে আমার নারী-জীবনকে সার্থক ক'রব, নচেৎ আমি যে দুঃখিনী সেই দুঃখিনী।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাণীর কক্ষ

বাণী ও তুলসী

তুলসী। কোথায় বাবি ঠিক ক'রেছি?

বাণী। তা জানিনে—যে দিকে হ' চোখ যায়। এখানে আর থাকতে পাচ্চিনে; এক বছর হ'ল মা চ'লে গেছেন, তাঁর এই বছরিক শ্রাদ্ধের জন্য আটকেছিলুম; কিন্তু যত দিন যাচ্ছে—তুলসি! আমার বুকের মধ্যে কেবল থাঁ থাঁ ক'চ্ছে। ~~এ দেখি বঙ্গপা কেমন যে এ বঙ্গপা, তাঁর~~ ঠিক বুঝতে পারি না। ~~কানি ব'লেন, দেশ বিশেষে ঘুরলে মনটা ভাল~~ হবে, তাই ~~বেরান। আর বা'র কাঁড়া দেখে বাবারও শরীর~~ এতবারে ভেলে গেছে; পাঁচ জায়গায় হেঁড়ালে তাঁরও শরীর ফিরতে পারে।

তুলসী। যদি উচিত কথা বলি রাগ ক'রবি নে?

বাণী। না! রাগ আমার নেই। তুই বা... বলবি... তা বুঝতে প্রের্ষছি। বলবি, আমার দোষ, কিন্তু তুলসি! দোষ কি কেবল আমারই? তখন আমার কতই বা বয়েস, কি-ই বা বুঝি? দোষ কি আর কারুর নয়?

তুলসী। তুই কখনো তাকে চিঠি লিখেছিলি?

বাণী । না ।

তুলসী । সেও লেখেনি নিশ্চয় ?

বাণী । না, আমিই তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলুম, আমাদের বিয়ের পর কোন সম্বন্ধ না রাখে । বাবা চিঠি লেখেন, তার উত্তর সে দেয় ।

তুলসী । তুই লিখিস্‌নি কেন ?

বাণী । প্রতিজ্ঞা যে আমিই করেছিলুম তাই—~~কোন~~ ~~সব~~ ~~রাখব না~~ !
যে প্রতিজ্ঞা ~~ভাঙবে~~ ~~কি~~ ~~করে~~ ? মনকে যে বোঝাতে পারিবে !
মনে করি চিঠি লিখব, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবি, - আমার সবই ~~কখন~~
~~দেবতাকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি~~, তখন তাকে চিঠি লিখব কি বলো ?
তাকে যে আমারও পাপ, তারও পাপ)।

তুলসী । দেখ, তোর মত লেখাপড়া জানিনে—গরীব গেরস্তর মেয়ে, বই পড়া বিত্তে ~~বড়~~ নেই, ~~তব্রেনা~~, ~~সাদী~~, ~~বিশয়ী~~, ~~ঠাকুরমা~~, ~~মিহিবায়~~ ~~কাহ্নে~~,
~~শান্তরের কথা শুনেই~~ বা শিখেছি, ~~ভাঙে~~ ~~ছেলেবেলা থেকে~~ এই বুঝে
এলেছি, মস্তর পড়ে বাক্যে ~~সাদী~~ই বল্লুম, তাকেই তো ~~আমার~~ ~~সর্বস্ব~~
~~দিলুম~~ ! যদি ~~তুই~~ ~~দেবতাকেই~~ সব দিয়ে থাকিস, তবে ~~আমার~~ ~~সাদী~~
ব'লে মস্তর পড়লি কেন ? একবার বলি গোপীকিশোর ~~সাদী~~,
আবার বলি ~~অবর~~ ~~সাদী~~, এখন ভোর হয়েছে কি জানিস, গোপীনাথ পড়ে
এগুতেও পার্ছিস্‌নে, পেছতেও পার্ছিস্‌নে । কিন্তু ~~তাই~~ আমি বলব
এটা সবই তোমার অহকার !

বাণী । অহকার ?

তুলসী । নয় ? অহকারই তো । কে ~~আবার~~ ~~সাদী~~ ~~গড়া~~ ~~গোপীকিশোর~~
~~যে~~ ~~মড়ি~~ ~~না~~, ~~চড়ে~~ ~~না~~, ~~আমার~~ ~~সুখে~~ ~~সাদী~~ ~~না~~, ~~দুঃখে~~ ~~সাদী~~ ~~না~~, ~~বাক্যে~~ ~~পাঁচ~~
~~তরকারী~~ ~~দিয়ে~~, ~~ভাত~~ ~~রোধে~~ ~~সামনে~~ ~~ব'রে~~ ~~দিয়ে~~ ~~বেশন~~ ~~ভাত~~ ~~তেমন~~ ~~ই~~

পা'ড়ে থাকে, ভূক্তি ক'রে খেলে কি না বুঝতে পারিনে; যে আমার
আদর করে না—ঘর করে না, অন্টার ক'রলে বকে ঝগড়া করে না—
তাকে অহঙ্কারের বোনে আত্মসমর্পণ ক'রে ব'সে আছিল—মাহুবের
মতল হাত পা প্রাণভাষা দেবতা ফেলে।) তোর অহঙ্কার বলে,
ঠাকুরকে দেহ মন প্রাণ দিইছি, অহঙ্কারই বলে ভাত-রাঁধা, না হয়
পূজোরি বায়ুন—তোর আবার স্বামী হবে কি! নয়?

বাণী। আমি ঠিক বুঝতে পারিনে। যদি আমার অহঙ্কারই হয়, তুলই
হয়, তা হ'লে সে আমার চেয়ে লেখাপড়া জানে, সে তো পণ্ডিত, সেই
বা আমার তুল ভেঙ্গে নেয় না কেন?

তুলসী। নিজের তুল নিজের না ভাবলে পৃথিবীতে এত বড় পণ্ডিত
কেও নেই যে সে তুল ভাঙতে পারে। নিজের তুল, তুইও তো মনে
ক'রলেই ভাঙতে পারিস। কিম্বের অভিমান? কিম্বের অহঙ্কার?
দেবতাকে এ দেহ মন প্রাণ দিয়েছি। দিলিই বা! যা দেবতাকে
দিয়েছি তা মাহুবকে দিলে কি পাপ? সেদিন ভোক্তার বাসীতেই
তো কথকতা হ'ছিল! তুইও তো শুনেছিল—মনে রেখে কি?
ভগবানই তো ব'লেছেন—“দেবপ্রতিমায় প্রতিষ্ঠার যত্নে আমি
আসি; কিন্তু মাহুবের দেহ-প্রতিমায় আমি সর্বদাই আছি। মাহুব
দেবতার আমার রূপ কল্পনা ক'রে আমার পূজা ক'রলে নিশ্চয়
জেনো আমাকেই পাবে।” ভেবে দেখ দেখি, কথটা ঠিক কি না?
বিলি মন্দিরে ঐ পাথরে পড়া গোপীকিশোর, এই মাহুবের শরীরের
মধ্যেও পড়া তিনি! তবে তুই গোপীকিশোর ভেবে তোর বাসীকেই
বা পূজা ক'রবি না কেন? বর্ধার হিঁহুর মেয়ে বারান মন্ডী সন্ন্যাসী,
তারা তো স্বামীর সেবা ক'রে গোপীকিশোরেরই সেবা করে। তুই

তাকে চিঠি লিখ, তোর অপরাধ স্বীকার ক'রে তাকে চিঠি লেখ,
দেখ যে কি উত্তর দেয়।

বাণী। কিন্তু—আমার না হয় যাই হ'ক, তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাব ?

তুলসী। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেই বা ! ~~ভাঙে কি মনে ক'রেছিলাম~~ ~~তোর~~
~~পাপ হবে ?~~ ~~কখনো না~~ ~~ওমিস মি,~~ ~~কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে~~ ~~তীর~~
~~ভগবানের প্রতিজ্ঞা ভেঙেছিলেন !~~ ভক্ত ভগবানের প্রতিজ্ঞা তো
চিরকালেই ভেঙে আসছে। তুই যদি অধরকে লতাই দেবতা বলে মনে
করিস, তাহ'লে তার প্রতিজ্ঞা ভাঙলে তোর ভক্তিরই অর্থ অবশ্য নষ্ট।

বাণী। আর সে যদি তার প্রতিজ্ঞা না ভাঙে ?

তুলসী। তাহ'লে জানবো সে শালা পণ্ডিত নয়, মহামুখ্য ! ভক্তের
মান বাড়তে জানে না।

রমাবল্লভের প্রবেশ

রমা। না মা বাণী, সে আর এলো না। তাকে এত ক'রে লিখলুম, এই
ছাখ, সে লিখেছে।

চিঠি খানা কেলিয়া দিলেন, তুলসী কুড়াইয়া লইল

তুলসী। অধর এখন কোথায় আছে মেসোমশায় ? কি সুন্দর তার
হাতের লেখা, যেন মুক্তো সাজিয়ে রেখেছে ! (বাণীকে চিঠি দিল)

রমা। অধর আছে ঐ আসাম অঞ্চলেই মা। তোমার মাসীমার শ্রাদ্ধে
এলো না, বাৎসরিক শ্রাদ্ধে লোক পাঠালুম, তাও এলো না। যে
লোক গিয়েছিল সে দেখে এসেছে তার শরীর অসুস্থ ; ওদিকে যে
ম্যালেরিয়া কালাজ্বর—আমার ভয় হয় মা, শেষে কি হ'তে
কি হবে !

তুলসী। তা আপনি বাণীকে নিয়ে একবার যান না সেইখানে, সে যেখানে থাকে।

রমা। সে তো এক জায়গায় থাকে না মা, কখনো আসাম অঞ্চলে, কখনো চন্দ্রনাথের ওদিকে নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কোথায় নিয়ে যাব? নইলে তো মনে হয় বাণীকে নিয়ে নিয়ে তার পাহারার তদায় ফেলে দিয়ে বসি, অস্বর! - ~~কালী নদ, ও ছেলেমানুষ, অপরাধ, মহা~~ অপরাধ করেছি আমি! বাণীকে গ্রহণ করে - তুমি আমার অপরাধ ~~বাজনা~~ কর। এ যে মা, শুধু বাণীর উপর অভিমান তা নয়, অভিমান তার আমার উপর। অন্তায় আমারই।

রমাবল্লভের প্রস্থান

বাণী অশ্বরের চিঠিখানি দেখিতেছিল এবং তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল তুলসী। কি লিখেছে? (বাণী উত্তর না দিয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল) কাঁদিস্ কেন? চুপ কর। ছি, কাঁদলে তার অকল্যাণ হবে।

~~বাণী - তুলসী, আজ মার ভক্ত মন কেমন ক'রছে, আজ যদি আবেতে থাকতেন -~~

~~তুলসী - বাণীমা বেঁচে থাকলে এ মেন কবে কেটে যেত, কিন্তু কোন, মা ~~এ~~ কবরের চিরকাল থাকে না - কাঁদিস্ দি, কু - কাঁদ, হিঁদুর মেয়ে তপস্যা করে তার মরা স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন - মাঝিও! তুই ~~তো~~ জ্যান্ত স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারবি নি? খুব পারবি। - ~~কর কি?~~~~

বাণী। তুমি বাবাকে বলগে, আমি আর কোন তৌর্থে যাব না, আমি চন্দ্রনাথ দেখতে যাব।

তুলসী। বেশ তাই যেও। দেখ, যদি বাবা চন্দ্রনাথের কৃপায় তোমার হৃদয়ের চন্দ্রনাথকে পাও। আমি যাচ্ছি, এখনি মেসোমশাইকে ব'লছি।

বাণী। তুলসী ভাই, তুই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবি নি ?

তুলসী। ইচ্ছে তো খুব যাই ; কিন্তু যাই কি ক'রে বোন ! তার পর আমার গোপীকিশোরের নিত্যভোগ, সে ভারই বা কার ওপর দিয়ে যাব।

তুলসীর প্রস্থান

বাণী। তুলসী ! তুমিই সুখী ! দেখছি, তোমার পূজাই সার্থক। আমি কোন পূজারই অধিকারিণী নই। না আমার মন্দিরের গোপীকিশোরের, না আমার—আমার এখনকার সর্ব্বক্ষণের চিন্তা, সর্ব্বক্ষণের ধ্যান—এই হৃদয়ের গোপীকিশোর আমার স্বামীর। হে জগৎস্বামি ! নিতান্ত অসহায় আমি, মূর্খ আমি, আমায় ব'লে দাও চিরকাল তোমার পূজা ক'রেও—তোমায় পেয়েও আজ মানব স্বামীর জন্ত আমার এ ব্যাকুলতা কেন ? ব'লে দাও দেব, এ আমার পাপ, না পুণ্য ; এ আমার বন্ধন, না আমার মুক্তি ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাল—রাত্রি। মৃগাক্ষের বাটার বৈঠকখানার সম্মুখ

মথুর তামাক খাইতে খাইতে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল

মথুর। কাজ হ'য়েচে ভাল, সারাক্ষণ ব'সে ব'সে মোসাহেব তাড়াই।
আর ইদিরই বা কি! মান্বির চামড়া গায়—একটু নাজ-নজ্জা
নেই। যত সব কুড়ে ছাগলের দল, নম্বা কৌঁচা, ইয়া সোজা
ট্যাড়া, পরের পয়সায় ইয়ারকি মেরে বেড়ান। খুব জন্ম হয়েচে
মেনে। বাবু তো ঢালাও ছকুম দিয়েলো যে কারুর বৈঠকখানার
দরজা খুলি দিসনে; আমুও চোর চায় ভান্ধাবেড়া, যে বাবু আসচে
তারে অমনি বলে দিচ্ছি তোমাদের ঘুঘুর বাসা পুড়ে গিয়েচে, আর
কারুর ভিটে খুজে নাও। ওঃ আমার উপর বাবুগোর যা রাগ।
রাস্তার উপর একখানা গাড়ী দাঁড়াল কার? আবার গাড়ীতি
আলো কিডা।

রমণী, বামিনী, সজ্জনী প্রভৃতি গ্রাম্য যুবকগণের প্রবেশ

রমণী। দেখ, মথুরো ব্যাটা ঠিক ব'সে আছে; কি বৈঠকখানার
দরজায় চাবি বন্ধ? আজ যে ফাঁদ পেতেছি, দেখি, যাহু কেমন
ক'রে উড়ে যান। ওরে মথুরো (মথুরের তখন নাক ডাকিতেছিল)
ওরে ব্যাটা! সন্ধ্যো রাত্রেই যে নাক ডাকাচ্ছিস। ওরে!

মথুর। (অগত) ভালা আপদ! (প্রকাশ্যে) এজ্ঞে কি বলচো?

রমণী। ব'লবো আর কি রে ব্যাটা, বাইরে ব'সে ঘুমুচ্ছিস কেন?

ওঠ—

মথুর। এজ্ঞে যে সব নজ্জার চোরের আমদানী হ'য়েচেন, তাই বাইরি
বসে চৌকী দিচ্চিলাম, ঘুমুতি দেখলে কোন্ খানডায় ঠাকুর—
যামিনী। তা বেশ চৌকী দিচ্ছিলি, নে এখন ওচ, বৈঠকখানার চাবি
খোল্।

মথুর। (স্বগত) এই আমি খোল্লাম, এই আমার কলাডা।
যামিনী। হুঁ হুঁ আজ আর চালাকী নয়, বুঝেছ সজনি, আজ যে ফাঁদ
পাতা গেছে যাহুকে আজ আর ওজর ক'রে পাশ কাটাতে দিচ্ছি না।
সজনি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা, আমাদের সঙ্গে চালাকী! আমরা বনেদি
ইয়ার; যাহু মনে ক'রেছেন ফস্ ক'রে ঘরমুখো হবেন, আর
আমাদের এমন বাঁধা আড্ডা উঠে যাবে।

রমণী। তবুতো তোর নিজের পয়সা নয়, মজা ওড়াস্ তো বোনের
পয়সায়; ভাগ্যিস্ বড়লোকের বিধবা ঐ বোনটা ছিল।

যামিনী। আরে তাও তো Life Interest গিন্নী ম'লেই তো যাহুকে
এ বাড়ী ছাড়তে হবে।

সজনি। দেখ, মথুরো ব্যাটা বদমায়েসী ক'রে ব'সে রইল—মেগাকে
খবর দিলে না, ওরে মোথরো!

মথুর। আঃ—কি বলচো গো আপনারা!

রমণী। ব'লছি, তোমার বাবুকে খবর দাও—যে আমরা এসেছি!

মথুর। এসেছেন তা তো চম্ভচক্ষি দেখ্ তি পাচ্ছি! তা এসেছেন বেশ
ক'রেচেন, যে পথ ধ'রে এয়েচেন—দয়া ক'রে সেই পথ ধরি চ'লে যান।

রমণী। বলিস্ কিরে ব্যাটা? দেখলি যামিনী, দেখলি, বেটার আক্কেলটা
দেখলি, ব্যাটা বলে কি না চ'লে যান! জানিস্ ব্যাটা, ঘুষিঙ্গে
মুখ ভেঙ্গে দোব।

মথুর। তা বাবুরা গরম হও ক্যান ? ঘুঘো বড়নোকের বাড়ী মদনছাপার মত সস্তা নয়, যে ক'সে মাগ্নেই হ'ল। আমি বাবুর বাড়ীর চাকর, কারুর ভিটীর পেরজা নই, ঘুঘো অমনি মারলিই হ'ল, মার দিনি—দেখি, তোমার ঘুঘোর কেমন বহর।

সজনী। ওরে রমণি, স'রে আয়, স'রে আয়—তোরাও যেমন, তুই গেলি ঐ ছোটলোক ব্যাটার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রতে। ~~আমরা~~ ~~ওর বাবু মেসার্স~~ ~~রাঙ্কেলকে~~ ~~মজা~~ দেখাচ্ছি।

রমণী। ~~দেখ দেখি সজনি, ভয়ানক~~ ~~গাড়াখানা~~ ~~দূরে~~ ~~আছে~~ ~~শুনতে~~ ~~পাবে না~~ ~~নইলে~~ ~~কি মনে ক'রতো বলদি~~ ?

সজনী। ব্যাটা না যায় না যাবে—আমরা এইখান থেকেই ডাকছি—ওহে মৃগাক ! ওহে মৃগাক—

মথুর। (স্বগত) আরে এ যে সন্ধ্যাবেলা ফেউ নাগলো।

সজনী। আমাদের এমনি ক'রে অপমান করা চাকর দিয়ে—

রমণী। আরে চুপ চুপ—আরে শুনতে পাবে গাড়ীর মধ্যে। আমি ডাকছি ইসারা ক'রে। (শিস দিল)

মথুর। (স্বগত) এ নচ্ছারেরা যে শিঙ্গে ফুঁকতি আরম্ভ করলে—আঃ কি বালাই—

সকলে। ওহে মৃগাক আমাদের এমনি ক'রে—

ভিতর হইতে মৃগাকর প্রবেশ

মৃগাক। কি ভাই কি, এ হে হে তোমরা কতক্ষণ এসেছ ? আমি ভাই—খিড়কীর বাগানে একটু পায়চারি ক'চ্ছিলুম, অনেকক্ষণ এসেছ বুঝি ?

। পায়চারী ক'রছিলে বেশ ক'রছিলে। কিন্তু এ কি! আমরা
ভদ্র লোক তো বটে!

মথুর। (স্বগত) কোন পুরুষ নয়—

মৃগাক্ষ। কেন ভাই কি হ'য়েছে?

রমণী। কি হয়েছে! তোমার ঐ চাকর দিয়ে আমাদের অপমান করা!

মৃগাক্ষ। আরে ছি ছি, সে কি কথা ভাই—সে কি কথা, কিরে ম'থরো
কি ক'রেছিস?

মথুর। এজ্ঞে করিনি তো কিছু।

সম্মিলিত। ব্যাটা ভিজ়ে বেড়াল! করিনি তো কিছু? ব্যাটা স্বচ্ছন্দে
বলে কিনা—তোমাদের ভিটের প্রজা নই, দরজা খুলবো না।

মৃগাক্ষ। ব্যাটার আক্কেল হ'চ্ছে! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে
জান না!

মথুর। এজ্ঞে—

মৃগাক্ষ। যাক্ ভাই যাক্, ওর কথা ধরো না, একটা Idiot—ওর কথা
ধরে! যা—দরজা খুলে দে, চাবি নিয়ে আয়।

মথুর। (কোমরে হাত দিয়া দেখিয়া) এজ্ঞে চাবি বুঝি বাড়ীর মন্দি
থুয়ে এসেছি।

মৃগাক্ষ। বেশ করেছে, এখন গুটি গুটি ক'রে গিয়ে নিয়ে এস।

মথুর। এজ্ঞে হুকুম করলিই আনি;

মৃগাক্ষ। তা যাও—হুকুম তো তুললে?

মথুর। এজ্ঞে, (যাইতে যাইতে) চাবি খোল্লাম আর কি, হাদে
চাবি তো আমার কাছেই আছে—এই কসির মন্দি; দাঁড়াও আমি
মন্দি দেখাচ্ছি ভাল ক'রে।

মৃগাক্ষ । যা—

মথুর । এজ্ঞে—

প্রস্থান

সজনী । কি, তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি ? শেষকালে তুমি এমন বেরসিক হ'লে !

রমণী । এই উঠতি বয়সে মাগের ভেতুয়া ! ছি, তুমি এমন বোকে যাবে তাতো মনে করিনি ।

যামিনী । একেবারে উচ্ছন্ন গেলে !

মৃগাক্ষ । না ভাই না, ব'কেও যাইনি—উচ্ছন্নও যাই নি, তবে কি জান, শরীরটা বড় ধারাপ হ'য়েছে, ডাক্তাররা একজামিন ক'রে ব'লেছে ও এ্যালকোহল আর আমার চ'লবে না, শেষকালে কি লিবার এ্যাব্‌সেস হ'য়ে মারা যাব !

রমণী । ও সব স্ত্রীকা বোঝাচ্ছ কাকে ? আমরা কি বুঝি না হে—গান শুনলেও কি লিবার এ্যাব্‌সেস হয় না কি ?

মৃগাক্ষ । না ভাই, বলেছিই তো, গান বাজনা ক'রলে দ্বিদি বড় বকাবকি করেন, ও সব আর এ বাড়ীতে—

যামিনী । সে পরের কথা পরে, উপস্থিত দেখছো ঐ রথ ?

মৃগাক্ষ । তাই তো হে, গাড়ী কেন ?

সজনী । দরজা খুললেই আক্কেল গুল্লুম হ'য়ে যাবে । তুমি বড় চালাক—না ? গাড়ীর ভেতর জহরা ।

মৃগাক্ষ । জহরা ?

সজনী । তুমি ইয়ারকি বন্ধ ক'রেছ, ক্রমশঃ তো ^{অসম্মত} ভেঁসানোর আর আমোল লাও না, তাই আমরা ক'টা বন্ধুতে প্রাণ ক'রে তোমার নাম

ক'রে জহরাকে এনেছি, দেখি—বাবা আর কি করে পাশ কাটাও ?

রমণী। নাও বৈঠকখানা খুলতে বল, মেয়েমানুষকে আর কতক্ষণ গাড়ীতে বসিয়ে রাখবো।

মৃগাক্ষ। তাই তো হে, আমায় না ব'লে ক'রে জহরাকে—না না এ বাড়ীতে আর ও সব—তোমরা ভাই ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

কানিনি। আরে ছ্যা! ^{বাবা}সকলি, এ মৃগ একেবারে গোল্লায় গেছে! বাবা ট্রেন ভাড়া ক'রে প্রেম নিবেদন করতে এলো কোলকাতা থেকে সেই জহরা, আর তুমি কি না তাকে বাড়ীর দরজার গোড়া থেকে বিদেয় করবে এমন বাসিমুখে! Cowrad!

মৃগাক্ষ। না ভাই, আর ও সব ^{বাবা}বৈঠক গান শুনবো না ব'লেই প্রতিজ্ঞা করেছি।

কানিনি। ^{বাবা}বেশ! বল কি মৃগাক্ষ, তোমার এমন হৃদয় ছিল? ^{বাবা}বেশ! ^{বাবা}বৈঠক প্রাণ নেই—^{বাবা}বেশ! কি মানুষ নয়? ^{বাবা}বেশ! বল নারী—
রমণী! জগতের সমস্ত বেদনা পেছায় আত্মসাৎ ক'রে অন্তরে সমুদ্র মন্থনের বিষ, মুখে হাসি, চোখে জল, যে সব মহীয়সী প্রেমোন্মাদিনী বিশ্বের কলুষ হরণ করেন, তাঁদের তুমি ^{বাবা}বেশ! বলে উপেক্ষা ক'চ্ছ? ছি ছি, নারীদের এমন অপমান বোধ হয় তোমার মত এ যুগে আর কেউ করেনি। Moral wreck!

মৃগাক্ষ। তা যাই বল ভাই, আমি কিন্তু আর ও সব নেই। আমি উচ্ছন্ন গেছি, গোল্লায় গেছি স্বীকার করে নিছি, তোমরা আমার মাপ কর। এ বাড়ীতে আর ও সব...

কানিনি। ^{বাবা}আচ্ছা এ বাড়ীতে না হয়, কুচ্পরোয়া নেই, বল বাঁড়ুঘোদের

পোড়ো বাগান বাড়ীটার আজকের রাতটা আড্ডা জমান থাক্।

তারপর কাল থেকে তোমার সঙ্গে না হয় নাই মিশব।

মৃগাক্। না—না—আমি—আমি—আর নয়—

সকলে। (হাত ধরিয়া) আরে তাও কি হয়—তোমার যেতেই হবে।

খুব ব্যস্ততার সহিত মথুরের প্রবেশ

মথুর। বাবু—বাবু—

মৃগাক্। কিরে কি ?

মথুর। শীগগির আসেন, বোমার তড়কা হয়েচেন তিনি খাবি খাচ্ছেন।

গিন্নিমা ক'লেন আপনারে ডাক্তার ডাকতি।

মৃগাক্। সে কিরে !

মথুর। আর সে কিরে, তড়কা তো আমার হাতধরা নন।

মৃগাক্। ভাই—দোহাই ভাই, আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাই, গুনছে।

তো বিপদ !

বামিনী। (জনাস্তিকে) মাটি ক'রলে দেখছি এই ব্যাটা মথুরো।

মৃগাক্। তোমাদের হাতে ধ'রছি ভাই, কিছু মনে ক'রো না, আমি

যাতে উদ্ধর না বাই, তোমরা তার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রেছ,

তোমাদের ধন্যবাদ, আমায় বিদায় দাও।

রমণী। তাতো দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা।

মৃগাক্। কি ভাই—বল।

রমণী। আমরা যে চাঁদা ক'রে গাড়ী ভাড়া দিয়ে জহরাকে এনেছিলুম,

আবার যে, কিরিয়ে নে যাব তার খরচা এখন কে দেয় ? তারপর

জহরার fees—

মৃগাঙ্ক । তা—তার জন্ত ভাই কিছু ভাবনা ক'রো না । (পকেট হইতে মণিবাগ বাহির করিয়া) এই নাও—এই নগর মূল্য একশত টাকার নোটখানি জহরাকে দিয়ে ব'লো, তার শেষ দক্ষিণা এই, আর যেন সে আমার কাছে কিছু আশা না রাখে । আর এই পঞ্চাশটা টাকা তার রাহা থরচ—আর তোমাদের আজকের রাত্তিরের মাইফেলের যৎকিঞ্চিৎ কাকুন মূল্য ।)

সজনী । চল—চল বাঁড়ুঘোদের পোড়ো বাগানে গিয়ে ওঠা যাক ।

মথুর মৃগাঙ্ক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

মৃগাঙ্ক । কিরে, কি অসুখ হ'য়েছে ? দ্বিদি ডাক্তার ডাকতে ব'ল্লে ?
মথুর । এজ্ঞে বাবু, সব মিছে কতা ব'লেলাম ; ঝাংলাম ওরা জেঁকির মত এসে ধ'রেছে, তাই ঐ জেঁকির মুকি নুন দেলাম, বোমা ভালই আচেন ।

মৃগাঙ্ক । ও ব্যাটা, আমি মনে করি তুমি কেবল নাক ডাকিয়ে ঘুমোও—
এদিকে তো বুদ্ধি খুব আছে ।—ভাগ্যিস তুই ও কথা না বল্লে ওরা তো টেনে নিয়ে যেত ।

মথুর । এজ্ঞে বুদ্ধি না থাকলি আর মনিব বাড়ী চাকরী করি খাই—
তবে চাকরের কপাল, মনিবেরা মনে করে বুদ্ধি তাদের কিছু বুদ্ধি নেই ।

মৃগাঙ্ক । আচ্ছা আর বকামো ক'রতে হবে না, আয় তামাক দে—

মৃগাঙ্কের প্রস্থান

মথুর । (সোল্লাসে) হা—হা—বলে বুদ্ধি নেই ; বুদ্ধি না থাকলি আর কেলোর মা খুঁজি খুঁজি এসে খাজুর খাওয়ায়ে যায় ? আজ যে কি আহ্লাদ হচ্ছে নছার ব্যাটারদের তেড়িয়ে তা কি আর ব'লব ।

প্রস্থান

ভূতীয় দৃশ্য

গোলকগঞ্জ ষ্টেশন—ওয়েটিং রুম

কাল—সকাল

১ ওয়েটিং রুমের দরজা দিয়া ট্রেন দেখা যাইতেছে। ফেরিওয়ালারা হাঁকিতেছিল
গরম গরম হিন্দু-চা ; পান, বিড়ি, সিগারেট ; চাই জলখাবার, রুটি, গোস্ব, ইত্যাদি।
আরোহিণী মোট বাট লইয়া চোঁচাইতেছিল

রমাবল্লভ ও বাণীর প্রবেশ

রমা। আয় মা বাণী, এই ওয়েটিং রুমটায় ব'সে একটু জিরিয়ে নিই,
এখনও কলিকাতায় যাবার ট্রেন ছাড়তে দেড় বণ্টা দেরী আছে।

বাণী। ঐ যে বাবা লেখে এলুম, আর একখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে।

রমা। ও গাড়ীটা আমাদের না, ওটা যাবে আসামের দিকে। আমাদের
মোটবাট সব রইল প্রাটফরমের ওপরই, আমি একবার প্রাটফরমটায়
ঘুরে পাটা ছাড়িয়ে নিই, কালকের সারাটা দিন শীমারে, সারাটা
রাত ট্রেনে। একটু গরম জলের ধোঁগাড় ক'রে নেয়ে নিতে
পারলেই হ'ত, ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভয় করে। যে দেশ, চারিদিকে
ম্যালেরিয়া কালাজর হাঁ করে আছে।

বাণী। শীগ্‌গির এস বাবা, দেরী ক'রো না।

রমা। না না দেরী কিসের, আমি এলুম ব'লে।

বাণী। (ওয়েটিং রুমে বেষ্টিতে বসিয়া) বুধাই আমার তীর্থ! এ মন
নিয়ে কি কখনও তীর্থ হয় ; মনে করেছিলুম পাঁচটা দেশ বেড়ালে
পাঁচটা তীর্থ দেখলে মঙ্গল-শান্তি পাব। কিন্তু তা পেলুম কই—বত

দিন-বাত্তে অশান্তির-আশা ততই-ধেন বাড়ছে । এ অশান্তির-শেষ কোথায় ? যে গোপীকিশোরকে আত্মসমর্পণ ক'রেছিলুম, যাকে এক মুহূর্তও ছেড়ে থাকতে হবে মনে হ'লে শিউরে উঠতুম, আজ সে গোপীকিশোরই বা কোথায় আর আমিই বা কোথায় ? সব দিকেই অপরাধী হ'য়ে রইলুম ! কতদিন—কতদিন আর এমনি ক'রে কাটাবে । নেপথ্যে রমাবল্লভ । আরে ও কেও—অম্বর না, হ্যাঁ, অম্বরই তো !

অম্বর অম্বর, আরে তুমি এখানে, এস, এস, ভাল আছ তো ?

নেপথ্যে অম্বর । আজ্ঞে হ্যাঁ ভালই আছি ।

বাণী । (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এঁ্যা, বাবা কাকে ডাকলেন, কার কণ্ঠস্বর ? তবে কি—(জানালায় পর্দা সরাইয়া) এঁ্যা—সেই তো !

বাণী প্রায় পড়িয়া বাইবার মত হইয়াছিল । নিজেকে সামলাইয়া বেঞ্চিতে বসিল

নেপথ্যে রমা । না, না, কই তেমন ভাল আছ ? বড় রোগা হ'য়ে গেছে যে, চেহারা একদম খারাপ হয়ে গেছে, কুলি, কুলি, এই রামসিং, বিন্দে, ওরে তেওয়ারী, ওরে জামাইবাবুর হাত থেকে মোটটা নাবিয়ে নে না ।

রমাবল্লভ ও অম্বরের প্রবেশ

রমা । মা তুর্গা তোমায় মিলিয়ে দিয়েছেন, এ তো আমরা আশা করিনি । ব'স বাবা, ব'স । দেখ দেখি তোমার চেহারা কি ছিল, কি হ'য়ে গেছে ! হায় হায় এমন বেশে মাহুয থাকে ! বাবা, এত কি অভিমান তোমার শাওড়ী মৃত্যুর পূর্বে তোমায় একবার দেখবার জন্য কত দেবতার কাছে যে মাথা খুঁড়েছেন—তা বাবা, আমাদের অপরাধের কি মার্জনা নেই ?

অম্বর । না, না, এ কথা ব'লে আমায় পাপের ভাগী ক'রবেন না, আমি নিতান্তই অভাগ্য ! নইলে এমন করুণাময়ী মায়ের স্নেহ উপভোগ ক'রতে পেলুম না ।

রমা । আর বাবা, আমারই বা আর ক'দিন, তোমাদের সব দেখে শুনে নিয়ে তোমরা আমায় ছুটি দাও । তিনি জুড়িয়েছেন আমিও গিয়ে জুড়াই । (রমাবল্লভ নিজেকে সামলাইবার জন্য উঠিলেন, এবং প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে) ব'স বাবা, ব'স, আমি একবার—ওরে বিন্দে আমার ব্যাগটা—আমি এলুম ব'লে, আমি না এলে যেন—আমি এখুনি আসছি ।

প্রস্থান

অম্বর, বাণী যে বেঁকিতে বসিয়াছিল তাহার সমুখের একখানি চেয়ারে বসিল ; বাণী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই নিজের আঁচলে বাঁধা চাবির খোলোটি সশব্দে কেলিয়া দিল পরে স্থলিতাঞ্চল যথাস্থানে রাখিল ; অম্বর অন্তমনস্ক, সে কোন দিকেই ফিরিল না । বাণী একবার দাঁড়াইল তখনি আবার বসিল

বাণী । (স্বগত) আমিই বা আত্মহারা হব কেন ? কত লোক তো চিরজীবন কেঁদে কাটায়, আমারও জীবন না হয় কেঁদেই যাবে ।

অম্বর । (স্বগত) কতদিন—কতদিন পরে দেখা । এ'তো আশা করিনি । এরা কেন এখানে তাতো জিজ্ঞাসা করা হ'ল না । খণ্ডুর মশাই তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন । বাণীর সঙ্গে কথা কইবার অধিকার আমার আছে কি ? ~~তাঁর কাছে না কেন ? কিন্তু কি কথা কইব ?~~ না—পরীকার উত্তীর্ণ হওয়ারই সম্ভব, এ সংসার তো পরীকারই স্থান । মমতা থেকেই মোহের উৎপত্তি, প্রতিজ্ঞাভঙ্গে যে শাস্ত, তাঁর প্রারম্ভিত কোথাও—

বাণী। (স্বগত) কার ওপরই বা অভিমান, কার ওপরই বা রাগ ! সে প্রতিজ্ঞা তো আমিই করিয়েছি ; সে প্রতিজ্ঞা যদি না ভাঙ্গে ? কেনই বা ভাঙ্গবে ? যদিই ভাঙ্গে তাতে কি আমি স্থখী হ'তে পারব ?
 অশ্বর। (স্বগত) ইচ্ছা হ'চ্ছে জিজ্ঞাসা করি কেন এখানে ? আমার জন্ত নিশ্চয়ই নয় ; ষোড়শ বয়সে এদেশে কোন আশ্রয় আছে ; আমার সঙ্গে ~~কিছুই না~~ কি ? আমাদের দু'জনের মধ্যে পাহাড়ের ব্যবধান, মৃত্যু ভিন্ন এ ব্যবধান সরাবার সামর্থ্য আর কারও নেই।

বাণী। (স্বগত) আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন—(খুব কাঁদিলেন, পরে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) উঃ—মাগো—

অশ্বর। (উঠিয়া) এ কি, কি হ'য়েছে ? তোমার চোখ লাল—জল প'ড়ছে ; ট্রেন থেকে কতক্ষণ নেমেছ ? ট্রেনে চোখে কয়লার গুঁড়ো প'ড়েছে বুঝি ? দাঁড়াও, দেখছি, এখানে জল নেই ? এই যে, জলের কুঁজো। (অশ্বর) কুঁজা হইতে জল লইয়া সন্তর্পণে বাণীর চোখে জলের ঝাপটা দিল ; এবং কিছুক্ষণ পরে) কয়লার গুঁড়োটা কি এখনও আছে ?

বাণী। (ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল) না।

বাণী খুব জোরে বুকটা চাপিয়া ধরিল পাছে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। অশ্বর পুনরায় পিয়া নিজের আসনে বসিল।

অশ্বর। (স্বগত) ও-ও তো প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রেই চ'লেছে ও ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলে 'না' কথা তো কইলে না।

এমন সময় ষ্টেশনে বগা পড়িল, অশ্বর সহসা উঠিল

(প্রকাশ্যে)। আমি যে গাড়ীতে যাব, তার এই প্রথম বগা

প'ড়লো, আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারছি না, আমাকে যেতেই হবে। বাবা তো এখনও এলেন না ; বাবা এলে ব'লো, তিনি যেন কিছু মনে না করেন। এবার ট্রেনে সাবধান হ'য়ে ব'সো। এঞ্জিনের দিকে মুখ ক'রে ব'সো না, তাহ'লে চোখে আবার কয়লার গুঁড়ো প'ড়তে পারে।

বলিয়া যেমন চলিয়া যাইবে, একজন আরোহী প্রবেশ করিল

আরোহী। আরে অম্বর যে—এখানে কোথায় ?

অম্বর। একটু কাজ ছিল।

আরোহী। সঙ্গে স্ত্রীলোক—

অম্বর। হ্যাঁ, উনি আমার স্ত্রী।

আরোহী। তোমার স্ত্রী। ওঃ—তীর্থে এসেছিলেন বুঝি ?

নেপথ্যে। হ্যাঁ, আমার স্ত্রী।

উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

বাণী। আমার স্ত্রী—আমার স্ত্রী ! এ কি কণ্ঠস্বর ! কি মধুর ! আমার স্ত্রী—আমার স্ত্রী ! এ কথা উচ্চারণের সময় সত্যই কি তার গলা কেঁপেছিল, না আমার মনের ভ্রান্তি ? ওগো ! কোথায় গেলে ? আর হয় তো এ জীবনে তোমায় দেখতে পাব না। একবার—এই হয় তো আমাদের শেষ দেখা ! একবার—ক্ষণেকের জন্ত দাঁড়িয়ে ব'লে যাও ঐ দু'টি কথা—আমার স্ত্রী—আমার স্ত্রী—

চতুর্থ দৃশ্য

মৃগাক্ষের বাটার দরদালান

কাল—অপরাহ্ন

মৃগাক্ষ । আমার কপালই দেখছি মন্দ, যার জন্ত সঙ্গীদের ত্যাগ ক'রলুম, মদ ছাড়লুম, কোন বদখেয়ালিই আর করি না, সে তো ডেকেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করে না। আজ লক্ষ্মীপূজা; সবাই কাজে ব্যস্ত, তাকে তো কোথাও খুঁজেও পেলুম না। এখন কি করি ? তার-তার বড় সুবিধের নয়; দেশ ছেড়েই বাই। চাকরীর-জন্ত দরখাস্ত ক'রেছিলুম, উত্তর এসেছে যাবার জন্ত; এখানে থেকে-মন খারাপ করার চেয়ে, ও চাকরি ক'রতে যাওয়াই ভাল। কতদিনই বা-আর ব'লে ব'লে দিদির অর্থহীন ক'রবো ? অজ্ঞাকে মুখে কিছু ব'লে পাব না, একখানা চিঠি লিখে রেখে যাব। সে-তো আমার ব্যথা বুঝলে না। (দেখিয়া) ঐ যে আলপনা দিচ্ছে, একবার এদিকে আসে না ? নিরিবিচি পেলে একবার সামনা-সামনি—এই যে এসে পড়ল ! একটু আড়ালে থাকি ; হঠাৎ দেখতে পেলে পালিয়ে যেতে পারে।

অন্তরালে গমন

অজ্ঞার প্রবেশ

হাতে আলপনার বাটা, বাটাটি হাতের উপর রাখিয়া

অজ্ঞা । যখন বাপের বাড়ী ছিলুম,—আইবুড়ো বেলায় কত আলপনাই দিইছি এই সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপূজার পাড়ার মেয়েরা সব কত মাটির

প্রদীপ জ্বলিত। আজ এত বড় বাড়ীর মধ্যে একা—লক্ষ্মীপূজা কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হ'চ্ছে। মা নেই, বাপ নেই, বাপের বাড়ীর কেইবা আছে—আছে শুধু তাদের স্মৃতি !

মৃগাক ধীরে ধীরে আসিয়া পিছন হইতে তাহার চোখ টিপিল

অজ্ঞা। কে ?

মৃগাক। (হাসিয়া) আরে ছিঃ—চিনতে তো পারলে না ?

অজ্ঞা। (বিরক্তির ভাব দেখাইয়া) যাও এ আবার কি, আমি এ সব ভালবাসি না।

মৃগাক। কেন ভালবাস না অজ্ঞা ! আমি কি এতই অপরাধী ? আমার অপরাধের কি মার্জ্জনা নেই ?

অজ্ঞা। তোমার কোন অপরাধের কথা তো আমি কোনদিনই বলিনি। তবে ও কথা ব'লছ কেন ?

মৃগাক। ব'লব না ? তুমি কি আমার অন্তর বোঝ না ? তুমি কি বোঝ না—

অজ্ঞা। আমার অতো বুঝতে গেলে তো এখন চ'লবে না। আমি এসেছিলাম আলপনা দিতে, তুমি এখানে আছো জানলে—

মৃগাক। আসতে না ! আমাকে এখনও তুমি ঘৃণা কর—আমি জানি ; ঘৃণা করাই তোমার উচিত, কেন না আমি ঘৃণার পাত্রই ছিলাম। কিন্তু আমার আক্ষেপ এই, আমার আগেকার আমি নেই জেনেও তুমি আমার ভাল চোখে দেখলে না।

অজ্ঞা। আমি ধারাপ লোক কি না, তাই।

মৃগাক। না, তা নয় ; সেটুকু আমি বুঝি ; আমার ওপরে তোমার রাগ আজও যায় নি।

অজ্ঞা। যদি তাইই বল, তাতে তোমার ক্ষতিই বা কি, যদিও আমি জানি তোমার ওপর আমার রাগও নেই—ঘৃণাও নেই।

মৃগাক্ষ। সেটা তোমার মুখের কথা।

অজ্ঞা। তা হ'ক, সর এখন, আমার কাজ আছে।

মৃগাক্ষ। কাজ, কাজ, কাজ! বেশ, তুমি তোমার কাজ নিয়েই থাকো, আমিও একটা কাজ পেয়েছি অজ্ঞা! বেশীক্ষণ না থাকো, একটুখানি থেকে আমার বা বলবার শুনে যাও; কি জানি, যাব বিদেশে আর আসতে পারি না পারি।

অজ্ঞা। (স্বগত) তোমার মুখ দেখলে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু বুনো বাঘ বশ ক'রতে ফাঁসও চাই শক্ত। দেখি তোমার দৌড়।

মৃগাক্ষ। শোন অজ্ঞা, আমি চাকরীর জন্য দরখাস্ত ক'রেছিলাম, তার উত্তর এসেছে, আমি কালই এখান থেকে চ'লে যাব।

অজ্ঞা। কালই যাবে?

মৃগাক্ষ। হ্যাঁ, যাব ব'লেই তো স্থির ক'রেছি, কেন যাব না? কে আমার ঘেতে বারণ ক'রবে? আমার কে আছে?

অজ্ঞা। (ঈষৎ হাসিয়া) ভাল কাজে কি বারণ ক'রতে আছে?

মৃগাক্ষ। তা তো বটে, তবু আত্মীয় স্বজন আপনার লোক থাকলে এমনও তো বলে—দুদিন পরে যেও, নয় তো বলে—আমাদেরও নিয়ে চল; যার কেউ নেই তার গেলেই চ'ল! তারপর বিদেশে একলাটি ব্যায়রাম চ'ক, অশুখ হ'ক হাসপাতালে যাও, আর যাই হ'ক কারই বা কি ক্ষতি। তোমার শুধু সিঁথের সিঁদুরটুকু মুছতে হবে বৈতো নয়, আর ঐ হাতের নোয়াগাছা, তা হ'ক, তাতেও তোমায় মন্দ দেখাবে না; একাদশী তোমায় ক'রতে হবে না। আর মাছ—

অজ্ঞা। (হাত ধরিয়া) ওসব কি বল, ছি—ও সব কথা কি বলতে আছে ? তুমি অমন ক'রে আর বলো না, ওতে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। তার চেয়ে তুমি যেমন ছিলে সেও ভাল, না হয় চাকরী নাই ক'রলে, ভাল নাই হ'লে—এইখানেই থাকো !

মৃগাঙ্ক। না বলে কি করি বল ? একলা যাব শুনে তুমি তো একবার মুখের কথাও বললে না যে, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

অজ্ঞা। তা তুমি যদি আমার যাওয়ার দরকার মনে কর, কেন যাব না ?
কিন্তু—

মৃগাঙ্ক। কি—কিন্তু, বল না ?

অজ্ঞা। (হাসিয়া) লোকে যখন জিজ্ঞাসা ক'রবে যে, কে এ—তখন কি বলবে ? বন্ধু ?

মৃগাঙ্ক। হাত্তোর বন্ধুদের কাঁথায় আগুন, আবার সেই বন্ধু ! আমি তো বলেছি, আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই নি।

অজ্ঞা। তবেই তো মুক্তিলা ! যখন বন্ধুত্বই চাও না, তখন আমিই বা যাই কি ভরসায় ?

মৃগাঙ্ক। ভরসায়—কেন, আমার সঙ্গে যাবে ?

অজ্ঞা। হাঁ, তাই তো বলছি, একটা সম্বন্ধ ধ'রে তো যেতে হবে, লোক-জনের কাছে তো পরিচয় দিতে হবে ?

মৃগাঙ্ক। কেন—লোককে বলব ইনি আমার—

অজ্ঞা। বন্ধু ?

মৃগাঙ্ক। আবার বন্ধু ! না—না—বন্ধুত্বে আমি জলাঞ্জলি দিয়েছি, আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই নি, আমি চাই তোমায়। আমি চাই—আমার এই জীবনের অটুট বন্ধনে তোমায় বাঁধতে।

অজ্ঞা। ও-দিকে আমার লক্ষ্মীপূজার সময় বয়ে যায়—আমি আসি।

মৃগাক্ষ। না—যেও না; আজ আর আমি তোমায় যেতে দোব না।

আজ আমার সব মোহ কেটে গেছে, তোমার পুণ্যে আমার মনের
অন্ধকার দূর হ'য়েছে, আজ আমার জীবন-প্রভাত—

অজ্ঞা। ওগো না, এ যে ভর সন্ধ্যাবেলা! আজ যে প্রদোষেই লক্ষ্মীপূজা,
তাও জ্ঞান না?

মৃগাক্ষ। হাঁ অজ্ঞা ঠিক ব'লেছ; আজ প্রদোষেই লক্ষ্মীপূজা বটে!
তুমিই আমার লক্ষ্মী; এস, কাছে এস, তোমার কাছে আমার টেনে
নাও। আজ থেকে আমার লক্ষ্মীপূজা আরম্ভ হোক।

অজ্ঞা। তবে সত্যই আজ থেকে বন্ধুত্বে জলাঞ্জলি?

মৃগাক্ষ। তোমার এখনও অবিশ্বাস?

অজ্ঞা। অবিশ্বাস—তোমায় কোন দিনই করিনি, এখনও করি না।

সাক্ষী—এই তোমার পায়ের ধুলো।

প্রণাম করিল

মৃগাক্ষ। তবে এস আমার জীবনের লক্ষ্মী, আমার বুকে এস।

অজ্ঞা। ছি—এখুনি দিদি এসে প'ড়বে।

মৃগাক্ষ। এলেনই বা, যদি আসেন তিনি মনে করবেন তাঁর লক্ষ্মীছাড়া
ভাই আজ লক্ষ্মীলাভ ক'রলে। আমার লক্ষ্মীলাভ আজ যথার্থ-ই
সার্থক হ'ল।

—অবসর—

এমন সময় নেপথ্যে শাক বাজিল

পঞ্চম দৃশ্য

রমাবল্লভের বাটী

অন্তঃপুরের কক্ষ

রমাবল্লভ ও দেওয়ান

রমা। কিছুতেই এলো না ?

দেও। না।

রমা। কি রকম দেখলে ?

দেও। অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, দেখলে আর আগেকার মানুষ ব'লে চেনা যায় না ! অর বোধ হয় ২৪ ঘণ্টাই থাকে। কালাজ্বর সকালের দিকে একটু কমে, সেই সময় চিঠিপত্র লেখেন, কাজকর্ম দেখেন। তা অতি সামান্য ক্ষণের জন্ত ; আমায় ফিরে যেতে বলেন ; ব'লেন ডাকে চিঠি দিয়েছি, মুখে বলবার আর কিছু নেই।

রমা। মনে হ'ল কি ? এ যাত্রা রক্ষা পাবে না ?

দেও। রক্ষা পাওয়া সন্দেহ। সে দেশে থাকলে ত নয়-ই। তবে যদি স্থান পরিবর্তনে কিছু উপকার হয় তো বলা যায় না।

রমা। ইচ্ছে করে জীবনটাকে বিসর্জন দিলে—কেবল আমাদের উপর অভিমান ক'রে। কি প্রতিজ্ঞাই কর্তে বলেছিলুম, শেষে ব্রহ্মহত্যার ভাগী হ'লুম, মেয়েটার বৈধব্য ঘটালুম !

দেও। আপনি অমন কথা ব'লবেন না, মানুষ তো মৃত্যুমুখ হ'তেও বাঁচে !

রমা। সে অদৃষ্ট আমার নয়। তাই যদি হবে, তবে বিষয়ের লোভে আমারই বা সে দুর্ন্যতি হবে কেন? যাক—তুমি এক কাজ কর, আমি আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকতে পারব না। আমাকে তার কাছে যেতেই হবে, তার মুত্যাশয়ার পাশে ব'সে—

দেও। থাক—থাক, আপনি অতটা উতলা হবেন না। রাধারাণী মা এ কথা শুনে—

রমা। শুধুক—তার শোনাই দরকার। তার অবিমুগ্ধকারিতা—তার পিতার অবিমুগ্ধকারিতা—মাহুষের চেয়ে ঐশ্বর্য্যকে বড় ক'রে দেখেছিলাম—তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ ক'রতেই হবে। তুমি যাও, এখনি আমাদের যাত্রার উদ্যোগ করগে। আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকতে পারব না, থাকা উচিত নয়।

দেও। যে আজ্ঞা—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাত্রা—বৈষয়িক নানা জটিল ব্যাপার সাম্নে।

রমা। এখনো বিষয়? বিষয় যাক—সর্ব্বত্র যাক—যদি অম্বরকে পাই তবেই সব, নইলে বিষয় নয় রাস্তার ধুলো—ঐশ্বর্য্য নয়, নর্দমার পচা পাক—এর কোন মূল্যই নেই।)

দেও। যে আজ্ঞা—যাত্রার উদ্যোগই করিগে।

রমাবল্লভের প্রস্থান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেওয়ানের প্রস্থান

অন্ত দিক হইতে বাণীর প্রবেশ

বাণী অম্বরের পত্র পড়িতেছিল :—

“এখন বিদায়, আমার মনে কোন অতৃপ্তি নাই, তোমাদের দয়ায় এ জীবনে অনেক পাইয়াছি। ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাদের নিকট

কত খণী ! আমার মৃত্যুতে তোমার দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। শুধু একজন বিশ্বাসী ভৃত্য—আমার সম্বন্ধে এইটুকু কখনও কখনও আমায় মনে পড়িলে স্মরণ করিও। তোমার বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারিয়াছি তো ? আমার মরণে লোকে তোমায় না বুঝিয়া বিধবা বলিবে—হয় তোমার চরিত্রে কিছু ক্রেশভোগও অনিবার্য ! কিন্তু আমি জানি তুমি চির-সধবা। ভগবানে যে প্রাণ সঁপিয়াছে তাহার কখন বৈধব্য ঘটতে পারে না। তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ, পিতৃদেব যদি তোমায় সঙ্গে লইয়া আসিতে চাহেন, তুমি কোন মতেই আসিও না। ইহলোকে আর কখনও কোন অনুরোধ করি নাই—করিবও না। এই একমাত্র প্রার্থনা। ঈশ্বর তোমায় সুখে রাখুন।

চিরমঙ্গলাকাজী অম্বর ।”

বাণীর চক্ষে জল ছিল না, তাহার শরীরের সমস্ত রস যেন শুকাইয়া গিয়াছিল। শুক কণ্ঠে এই কয় ছত্র পড়িয়া সে বসিয়া পড়িল, চিঠিখানি তাহার হাতে

রমাবল্লভের প্রবেশ

রমা। বাণি ! এ কি মা ! এমন ক’রে ব’সে কেন ? এ কি ! বাণি !

বাণি ! (বাণী ধীরে ধীরে তাহার মুখের দিকে চোখ ফিরাইল)

কেন মা ! কেন মা ! মুখ যে একেবারে শাদা ! তবে শুনেছিস্ ?

ও কি ! ও চিঠি কার ? তবে কি অম্বর তোকেও লিখেছে ? আমিও

যে তোকে তার চিঠি শোনাতে এসেছিলুম মা ! (বাণীর পাংগু ওষ্ঠ

কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল) না মা, আর এখানে নয়, (শিশুর মত

কাঁদিয়া উঠিয়া) চল মা, আমরা তার কাছে যাই, তার কাছে যাই !

বাণী । (শুক স্থির কর্তে) আমার যে বাবার উপায় নেই বাবা ! তুমি যাও ।

রমা কেন মা ! যেতে বাধা কি ? না—না, আমি আর কোন কথা শুনবো না—তোকে যেতেই (স্বগত) এ কি ! আমি কি বাণীর চেয়েও দুর্বল ? আর যে কথা কইতে পাচ্ছি, কষ্ট যে রুদ্ধ হ'য়ে আসছে—না মা—যেতেই হবে, যেতেই হবে, যেতেই হবে !

ব্রহ্মান

বাণী । যাব—যাব, কোথায় যাব ? ওগো ! তুমি কি ততদিন বেঁচে—ওঃ ভগবান ! এ কি নিষ্ঠুর বজ্রাঘাত ! জন্মের মত চ'লে যাবে, জেনেও যাবে না যে, এই ছন্দয়হীনা পাষাণী আজ তোমায় কত ভালবাসে ! আজ তুমিই যে আমার সর্বস্ব, আমার ইহকাল পরকালের (একমাত্র ভ্রম, একমাত্র প্রার্থিত) তুমিই তো বলেছ, উচ্চকণ্ঠে আমায় শুনিয়ে ব'লেছ—আমি তোমার স্ত্রী ! তবে আমাকে স্ত্রীর অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখলে কেন ? আমায় যেতে বারণ ক'রেছ কেন ? তোমার প্রতি যে অত্যাচার ক'রেছি একি তারি শাস্তি ? তাই হ'ক, তোমার শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব ! তোমার শেষ আজ্ঞা আমি পালন ক'রব ! আমি যাব না—যাব না—যাব না—

বাণ-বিজ্ঞা হরিণীর স্তায় ছুটিয়া চলিয়া গেল

ষষ্ঠি দৃশ্য

আসাম অঞ্চলের গ্রাম্যপথ

সুধাকর ও অম্বর

সুধাকর। আমি না হয় তোমার সঙ্গে যাই, এতটা দূর পথে তুমি যাবে,
একা—আর এমন অসুস্থ।

অম্বর। না আমায় মাপ কর সুধাকর, এ সময় তুমি গেলে চ'লবে না।
তাই'লে যার জন্তে প্রাণপাত করলেম, সে সবই পণ্ড হবে, আমার
সাধের চতুপাঠী উঠে যাবে। তুমি কেবল... আমার... একখানা... কোল-
কাতার-টিকিট কিনে ট্রেনে ভুলে দিয়ে এসো, আর তোমার কিছু
ক'রতে হবে না।

সুধা। তোমার তো লেখছি এখনও অর। মাঝে মাঝে জরের ধমকে
অজ্ঞান হ'য়ে পড়, পাঁচ সাত ঘণ্টা হুঁসই থাকে না। পথে যদি সে
রকম হয়, কে দেখবে। শেষে বেঘোরে মারা যাবে।

অম্বর। মরা বাঁচা এই (কপালে করাঘাত) সেজন্ত তুমি ভেবো না,
তুমি আমার কি না জান, যখন একা রাজনগর থেকে চলে এলেম,
পথে তুমি আমার সঙ্গে নিলে। তোমায় না পেলে কি এত অল্প দিনে
এত কাজ করতে পারতুম।

সুধা। তবে আজ এই বিপদের সময় আমায় সঙ্গে নিচো না কেন?

অম্বর। না, এবার আমি একা যাব, আমার প্রাণ টেনেছে। সুধাকর,
আমি আর বাঁচব না; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে একবার রাজনগরে যাব।
রাজনগরে—সেই মন্দির প্রাঙ্গণে, সেই গোপীকিশোরের সামনে।
শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে একবার বাণীকে বলবো—কেমন,

তোমার বিশ্বাস রাখতে পেরেছি তো ? ~~আমি মরতেই চাই—ভাই,~~
~~আমি মরতেই চাই ; তবে এখানে নয়—সেখানে—যে দেবতার~~
~~সমক্ষে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার পূর্ণ ফল তাঁরই চরণে~~
~~নিবেদন ক'রে দিয়ে !~~

সুখা । ছি ভাই, ছি, মৃত্যুর কথা ব'লে যাবার সময় আর আমার কষ্ট
 দিও না, অশ্বর ! তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না এ অবস্থায় তোমায় একা
 ছেড়ে দিতে আমার যে কি যত্নগা হচ্ছে ।

অশ্বর । বুঝতে পাচ্ছিনে ! তোমার মতন বন্ধুর হৃদয় যে ^{কি} মহৎ তাকি
 বুঝতে পাচ্ছিনে ; কিন্তু ভাই, তুমি আমার মাপ কর । এই জনাকীর্ণ
 সংসারে চিরদিনই যে একা কাটিয়েছি—একা, মা নয়, বাপ নয়, ভাই
 নয়, ~~আমি মরতেই চাই~~ । ~~ভাবনের এই শেষ ক'বছরে পেরেছিলুম~~
~~কেবল তোমায়, আর যাকে দীর্ঘ ক'লে গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছিল হঠাৎ~~
~~অপ্রত্যাশিতভাবে, তাকে ; কিন্তু প্রতিজ্ঞার যোজনব্যাপী ব্যবধান~~
~~তার ও আমার মধ্যে যে, ইচ্ছা ক'রে সৃষ্টি ক'রতে ব্যর্থ হ'রেছিলাম ।~~
 বিবাহের পরেও তো একা, নিঃসঙ্গ থাকার আনন্দ, পলে পলে প্রতি
 মুহূর্তে ভোগ করেছি ! এখন এমনি একাই তো ম'রতে চাই ; নইলে
 কি জানি দুর্বল হৃদয়, যদি প্রাজ্ঞা রাখতে না পারি ? ~~এখানে~~
 ব্রত !

সুখা । তুমি বেঁচে থাকলেও তোমার ব্রত উদ্ব্যপনে ব্যাঘাত হবে না ।
 তোমার জ্ঞায় সাধু, তোমার জ্ঞায় সংযমী, তোমার জ্ঞায় ব্রতধারীর
 সাধনা কখনও নিষ্ফল হয় না ভাই । কেন মিছে ভয় কচ্ছ ? কেন
 তার জন্ত এমনি ক'রে—য ইচ্ছায় মৃত্যুর কামনা কচ্ছ ? মৃত্যুর
 কামনা করাও তো পাপ !

অম্বর। পাপ পুণ্যের অতীত স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি ভাই! এখন আর সে বিচার নয়, এখন কোনও রকমে এই দেহটাকে টেনে নিয়ে সেই রাজনগর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারলে হয়। ~~তুমি আমার হেঁপে তুলে নিয়ে এসো, আমার সঙ্গে যাবার জন্য তার সম্মুখের ক'রো না ; আমি একা এসেছি, একা যেতে চাই একা !~~ ভগবান করুন, যেন তাকে একবার দেখে, ~~তাকে এই দেখাব কথা বলে যেতে পারি।~~ ~~আমি হ'লে গোড়াই যে চিরসম্বন্ধ থাকবে।~~ আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই ! তুমি এস ভাই, এস আর দেবী ক'রো না।
সুখা। চল, কি ক'রব—তোমার কথাই রাখব, তোমার কাজ নিয়ে এইখানেই থাকব।

উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

শিয়ালদহ স্টেশন—প্লাটফর্ম

একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর ছাওল ধরিয়া ডাক্তার জগতিবাবু ও রমাবল্লভ দাঁড়াইয়া আছেন ; গাড়ীর ভিতরে বেঞ্চে বসিয়া বাণী

জগতি। এই ঝড় জলের দিন না বেরিয়ে, একটা দিন অপেক্ষা ক'রে গেলেই হ'ত ?

রমা। যদি একটা দিনও অপেক্ষা করবার মত সময় থাকত, তাহ'লে কি ঐ কচি মেয়ে নিয়ে এই ছুঁয়োগে মেঘনা পদ্মা পার হ'তে বেরুই ? তারপর মেয়েটাকে আবার রেখে যেতে হবে চাঁদপুরে—ওর মাসীর বাড়ীতে, তারপর আমি যাব আসামে।

জগতি । কেন, বাণীকে সেখানে নিয়ে যাবে না।

রমা । কি ক'রে নিয়ে যাব, কোথাই বা নিয়ে যাব । তার শেষ চিঠিতে বা লিখেছে, তাতে মনে হয় একু'দিনে সে আছে কিনা তারই বা ঠিক কি ।

জগতি । তা বাণীকে আমার ওখানে রেখে গেলেই তো পারতে ? যদি বাণী সেইখানেই না যায় তো মাঝখানে চাঁদপুরে রেখে যাওয়া কেন ? তোমার সঙ্গে কতদিন পরে যে দেখা—মাই হ'র ~~বাণীকে~~ বলে একরাত্তির ~~কত~~ ও যে আমার বাড়ী গিয়ে উঠেছিলে তাতে যে আমার কি আশঙ্ক হ'রেছে—তা তো উপভোগ ক'রেই পারলুম না তোমাদের এই দারুণ বিপদের কথা শুনে । যাক—ভগবান মঙ্গল করুন—অম্বরকে সুস্থ দেখে তাকে নিয়ে ফেরবার মুখে আমার ওখানে গিয়েই উঠো ।

রমা । তাই বল ভাই, তাই বল, তাকে সুস্থ দেখে যেন ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি ; কিন্তু আমার এমন অন্তর্ভুত কি হবে ? আমাদের ট্রেনের আর কত দেরী ?

জগতি । এখনো ঢের দেরী—প্রায় একঘণ্টা । তুমি যে ব্যস্ত হ'য়ে বেরিয়ে প'ড়লে, নইলে আমার বাড়ী তো এই হারিসান রোডে—হু'মিনিটে আসা যায় ।

রমা । ব্যস্ত না হ'য়ে কি করি ভাই, মেয়েটার মুখের দিকে যে আর চাইতে পারিনে ।

(নেপথ্যে কোলাহল) । এই হট্ট যাও—হট্ট যাও—

ব্যস্তভাবে একজন লোকের প্রবেশ

লোক । তাই তো—এখানে কি কেউ ডাক্তার নেই ! হায়—হায়, লোকটা বেঘোরে মারা যাবে ! ~~চরনের ডাক্তার~~—রেলের ডাক্তার কেউ থাকেনা ।

রমা। ও হে, কে ডাক্তার খোঁজে দেখ।

জগতি। তাই তো, ও মশায় শুছন, শুছন, ডাক্তার কেন, কোন accident হ'য়েছে কি ?

লোক। না মশায় accident নয়, একজন প্যাসেঞ্জার—

জগতি। কি হ'য়েছে তার ?

লোক। থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে ছিল মশায়, সঙ্গে কেউ নাই। চাঁদপুরের 'মেল' এলো না, ঐ প্রাটফরমে—সেই গাড়ীতে, আছে কি নেই সন্দেহ—বোধ হয় ব্যারামে ভুগছিল। ধরাধরি ক'রে নামান হ'য়েছে। মুর্দো বলে নিয়ে যাচ্ছিল morgueএ, আমি ক'কিছি, কি জানি—বৈচে থাকতেও তো পারে ? হায়—হায়, একথানা ষ্ট্রচার আর একজন ডাক্তার হলে—যদি বৈচে থাকে, গরীব হ'লেও মানুষ তো, কি বলেন মশায়—

জগতি। ডাক্তার ? ডাক্তার খুঁজছেন, চলুন—মেখে আসি।

লোক। মশায় ডাক্তার ! চলুন—চলুন—আঃ ভগবান রক্ষা ক'রেছেন—
আমুন—আমুন—

উত্তরের প্রস্থান

রমা। আমিও যাব নাকি ?

জগতি। (বাইতে বাইতে) না—না, তুমি এইখানেই থাক।

রমা। দেখ, ভাগ্যি জগতি ছিল, তবুও একটু সাহায্য পাবে ; ভগবানের খেলা, বোধ হয় পরমায়ু আছে। নইলে এমন সংযোগ হবে কেন।

বাণী। বাবা, ট্রেন ছাড়তে আর দেবী কত ?

রমা। ঐ তো শুনে মা, তোমার কাকাবাবু ব'লেন এখনও ঘণ্টা খানেক দেবী আছে।

বাণী। লোকটা ব'ললে না—চাঁদপুরের 'মেল' এলো ?
রমা। হাঁ।

বাণী। আমরাও তো যাব সেই চাঁদপুরে।

রমা। হাঁ মা, তোমায় সেখানে রেখে আমি যাব আসামে গুরুগ্রামে।

বাণী। (স্বগত) আমার তুমি যেতে বারণ ক'রেছ কিন্তু আমার
প্রাণের ভেতর কে যেন ব'লছে বাবার সঙ্গে যেতে, ওঃ এক এক মুহূর্ত
যাচ্ছে, মনে হ'চ্ছে যেন এক একটা যুগ। বাবা, একটু প্রাটকরমে
বেড়াব ? এখনো তো ট্রেনের দেরী আছে ?

রমা। না মা, কাজ নেই, তুমি বসেই থাক।

বাণী। (স্বগত) আর যে ব'সে থাকতে পারিনে।

জগতির পুনঃ প্রবেশ

রমা। কি হে, কি দেখে এলে ?

জগতি। একজন বার্ডক্লাশ প্যাসেঞ্জার, young boy, বাইশ চব্বিশ বছর
বয়স হবে। চেহারা দেখে বোধ হ'ল—ভদ্রলোকের ছেলে ; কিন্তু
অবস্থা বড়ই খারাপ—অনেক দিন থেকেই রোগে ভুগছিল।

রমা। আছে ?

জগতি। হঠাৎ দেখলে মনে হয় নেই, কিন্তু এখনও আছে—আমি
হাসপাতালে পাঠাবার কথাই ব'লে এলুম—ঠিক ঠিক চিকিৎসা
হ'লে বাঁচতেও পারে। এমন অবস্থাতেও রুগী কিরেছে দেখেছি।

নেপথ্যে। এই হট্ট যাও—হট্ট যাও—

নেপথ্যে। এই ধীরেসে—ধীরেসে—হঁসিয়ার—বহত হঁসিয়ার—

জগতি। ঐ নিয়ে আসছে।

কতিপয় লোকের টুটায়ে করিয়া অধরকে লইয়া প্রবেশ

১ম লোক। আশু ভাই, আশু । ডাক্তারবাবু ব'লে গেছেন এখনো চিকিৎসা হ'লে বাঁচতে পারে, চল—কাছে Campbeil সেইখানে নিয়ে গিয়ে তুলি—

২য় লোক। একটু নাড়াই মশাই হাতটা ভেঁরে গেছে—

১ম লোক। বেশ ভাই মশা নাবাও । মূর্খ ব'লে কোন কুলি ঘেঁষলো না, নাই আশুক, ভাই হ'য়েছে, দেখছো গলার ঠোঁটে ? ব্রাহ্মণ—
আমরা মিলে দাই সেই ভাল ।

২য় লোক। ওহে চোখ চাইচে—না ? দেখ দেখ, কি যেন বলবার চেষ্টা করচে—না ?

১ম লোক। ঠাঁই হে ঠাঁই, তোলা তোলা, বাঁচবে মনে হ'চ্ছে বাঁচবে ।

বাণী। (গাড়ী হইতে) বাবা ! বাবা ! ও কে বাবা—দেখ—দেখ—
ও কে—

রমা। সেই লোকটা মা !

বাণী গাড়ী হইতে হঠাৎ পাগলিনীর মত নামিয়া সেইদিকে ছুটিল

জগতি। কে—কে—মা ?

বাণী। স্বামী ! কাকাবাবু...আমার স্বামী ।

জগতি। ভোমার স্বামী ?

বাণী। ই্যা আমার স্বামী, এতদিন পরে আমার কাছে ফিরে এসেছে—
আমার স্বামী ! আমার স্বামী !

এই বলিয়া অধরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল

অষ্টম দৃশ্য *

জগতিবাবুর বাড়ী

রমাবল্লভ ও জগতিবাবু

রমাবল্লভ অস্থির অবস্থায়

জগতি । মাহুষের যা সাধা তার কোন ক্রটি হবে না । যতক্ষণ পর্য্যন্ত
জ্ঞান ফিরে না আসে ততক্ষণ রুগীর ঘরে তোমারও যাওয়া হবে
না—বাণীরও যাওয়া হবে না ।

রমা । তা হোক । কি বুঝছ ? ফিরে পাব ?

জগতি । সে কথা এখন কেউ বলতে পারে না, না ফেরাই সম্ভব,
কিন্তু—আশার কথা এই, এই অবস্থা থেকেও রুগীকে ফিরতে দেখা
গিয়েছে ।

রমা । অম্বর যদি না ফেরে বাণীকেও আর আমি ফিরে পাব না । ওঃ !
কি জোর বরাতই ক'রেছিলুম, এক সঙ্গে মেয়ে জামাই হারালুম ।
মহা পুণ্যবতী তিনি—এ সব দুর্দৈব সহ্য ক'রতে হবে না, তাই
আগেই স্বর্গে চ'লে গেলেন, রেখে গেলেন মহাপাতকী আমাকে
এই বৃদ্ধ বয়সে এই যজ্ঞা ভোগ করবার জন্য ।

অস্ত্র একজন ডাক্তারের প্রবেশ

২য় ডাঃ । ইন্‌জেকশনের সবই ঠিক করা হ'য়েছে ।

জগতি । পাল্‌স—সেই রকমই তো ?

২য় ডাঃ । হ্যাঁ ।

জগতি। চল। আর কাউকে ডাকবার দরকার হবে ?

২য় ডাঃ। দরকার, বোধ হয় না। দু'জন Nurse এর জন্তে তো phone করা হ'য়েছিল, তারাও এসে প'ড়েছে। এদিকে মেয়েটা তো বড় জিদ ধ'রেছে রুগীর ঘর কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

জগতি। কিন্তু তা ব'লে চ'লবে না। রুগীর ঘরে এখন কাউকে নয়। মহা মুন্সিল; আমার বাড়ীর মেয়েরা কেউ নেই। রগাবল্লভ ! আমি বাণীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি বাণীকে একটু বুঝিয়ে তাকে আটকে রেখ; এই সময় নিশ্চয় না হ'লে তো উপায় নেই।

রমা। Nurseএর চাইতে বাণী কি—

জগতি। ওহে, না হে না—সেটা তোমার চাইতে আমরাই ভাল বুঝি।

রমা। কিন্তু—

জগতি। এতে আর কিন্তু নেই। ডাক্তাররা বড় নিশ্চয় না ? যদি ভগবান করেন, আমিই আবার বাণীকে পাঠিয়ে দেব। বুঝলে ?

প্রস্থান

রমা। আর ভগবান যদি করেন ! ভগবান যা ক'রবেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। যাই হ'ক, তবু তাঁর অসীম করুণা যে এই অবস্থায় অস্বর আমাদেরই কাছে এসে প'ড়েছে—আর ভাগ্যে জগতির এখানে উঠেছিলুম—

ধীরে ধীরে বাণীর প্রবেশ

বাণী। বাবা ! আমায় যে ও-বরে থাকতে দিলেন না !

রমা। ব্যস্ত হ'লে কি হবে মা ! এ সময় ডাক্তাররা যা বলেন তাই তো করা উচিত।

বাণী। না বাবা! আমি কারুর কথা শুনব না। আমি কাছে থাকতে তাঁর সেবা ক'রবে 'নাস'! কাকাবাবু আমায় চেনেন না—আমায় জানেন না। মনে করেন আমি ভেঙ্গে পড়ব—না—আমি পাথরের চেয়েও শক্ত। তুমি বুঝিয়ে বল—আমি ও-ঘর ছেড়ে কোথাও থাকতে পারব না।

রমা। বলার কি অপেক্ষা আছে মা! রোগীর সম্বন্ধে ওদের এখন দারুণ সন্দেহ। তোমার কাকাবাবু তো স্পষ্টই ব'লে গেল। যতক্ষণ crisis না কাটে ততক্ষণ রোগী কারুর নয়—সে তাদেরই। এখন তাদের অবাধ্য হ'লে তো চ'লবে না; প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

বাণী। কিছু না। কাকাবাবু বুঝতে পারেন নি; কেউ বুঝতে পারবে না। কাকাবাবুকে হিজ্জাসা ক'রলুম—তিনি ব'লেন হয় তো তাঁর চেতনা ফিরতে পারে। হয় তো কেন, যিনি এ অবস্থায় তাঁকে আমার কাছে এনে দিয়েছেন, তিনি ইচ্ছা ক'রলে কি না হয়! সাবিত্রী তাঁর মৃত স্বামীকে ফিরে পেয়েছিলেন কার দ্বায়? ভগবানের! সে দয়া কি আমি পাব না? কেন পাব না? তোমার পায়ে পড়ি বাবা, তুমি কাকাবাবুকে বুঝিয়ে বল—আমি তাঁর সেবা ক'রবো।

দ্বিতীয় ডাক্তারের পুনঃ প্রবেশ

২য় ডাঃ। (বাণীর প্রতি) ডাক্তারবাবু আপনাকে ডাকছেন।

বাণী। আমাকে?

২য় ডাঃ। হ্যাঁ—আপনাকে।

রমা। এখন কেমন?

২য় ডাঃ। পরে সবই জানবেন।

বাণী চলিয়া গেল

রমা। এখনো আছে কি ?

২য় ডাঃ। আপনি আসুন, রোগীর ঘরের পাশেই জগতিবাবু আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেন।

রমা। আমি একটু রাস্তায় পায়চারি ক'রে আসি, আমার বড় গরম বোধ হ'চ্ছে।

২য় ডাঃ। না—ঘরে fan আছে। বিপদের সময় অতটা nervous হ'লে কি চলে? আপনার বয়স হ'য়েছে, আপনার মেয়ে তো দেখছি আপনার চেয়ে শক্ত।

রমা। ডাক্তারবাবু জানেন কি—আমার বুকের ভেতর—(কাঁদিয়া ফেলিলেন)

২য়। আসুন—আসুন—স্থির হোন।

উভয়ের প্রস্থান

দৃশ্যান্তর—রোগীর কক্ষ

টিক হাসপাতালে যে ভাবে রোগীরা থাকে, সেই ভাবেই একখানি শয্যার উপরে অধরনাথ শায়িত, ঘরে টেবিলে ইন্জেকশনের সমস্ত যন্ত্র সাজান। গৃহের এক প্রান্তে জগতিবাবু বাণীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন

জগতি। ষতরূপ জ্ঞান না ফেরে আশ্বাস দেবার কিছুই নেই। তবে আমরা এখনো হাল ছাড়িনি; কিন্তু মা, রক্ষাকর্ত্তা ভগবান। তুমি স্থির হয়ে বোস। Nurse দু'জন পাশের ঘরে রইল, তারা মাঝে মাঝে দেখে যাবে। আমরাও সতর্ক রইলেম—এই ইন্জেকশনের ফল কি হয় দেখবার জন্তে; হয় তো জ্ঞান ফিরতেও পারে।

জগতির প্রস্থান

বাণী ধীরে ধীরে শব্দ্যার নিকটে অগ্রসর হইল এবং অশ্বরের পাশে নতজানু হইয়া বসিয়া সেই সংজ্ঞাহীন শীতল দেহ ধীরে, অতি সম্ভরণে, নিজের বৃকের কাছে টানিয়া তাহার উপাধানহীন মস্তক নিজের বাহুতে তুলিয়া অশ্রু-বাকুলতা শূন্য স্থির চক্ষে অশ্বরের মুখের পানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল

অশ্বর। আমি এ কোথায় ? রাজনগর আর কতদূর ?

(স্বর অতি ক্ষীণ । কি বলিল কিছুই বোঝা গেল না)

বাণী। আমি কি ভুল গুনলাম ? এ ঠোঁট কি ন'ড়োছিল ? দোহাই গোপীকিশোর ! আশা দিয়ে নিরাশ করে না । আবার বল—
আবার বল ।

অশ্বর। (অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্বরে) রাজনগর—রাজনগর—আর
কতদূর ?

বাণী। কি ? কি ?

অশ্বর। আমি এ কোথায় ? রাজনগর—আর কতদূর ?

বাণী। (ধীরে—স্থির কর্তে) আর তো দূরে নেই । তুমি যে আমার কাছে । তোমার বাণীর কাছে আছি । বুঝতে পারছ না ?

অশ্বর। কোথায় ? কার কাছে ?

বাণী। তোমার বাণীর কাছে ?

অশ্বর। আমার বাণী—আমার বাণী !

বাণী। হ্যাঁ—তোমারই বাণী ! তোমারই স্ত্রী—তোমার দাসী ।
তোমারই সহধর্মিণী ! ওগো ! আর একবার চেয়ে দেখ, আমার
বা বলবার, না শুনে চ'লে যেয়ো না । তোমার চিঠি আমি
পেয়েছি ; তুমি জানতে চেয়েছিলে তোমায় ভালবাসি কি না,
শোন—আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি ।

অম্বর। তুমি আমায় ভালবাস বাণী ?

বাণী। বাসি ! তোমায় আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি, তবু তুমি আমায়
জী ব'লে স্বীকার ক'রেছ, আমায় ভালবাস ব'লে স্বীকার করেছ !
আমি তোমার শিষ্যা, তোমার দাসী, আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা
ক'রবে না কি ?

অম্বর। আবার বল—তুমি আমায় ভালবাস ! এখন আমার মৃত্যু যে
কি আনন্দের—কি শান্তির—

বাণী। না—না ও কথা নয়। আর মৃত্যুর কথা কেন ভাবছ ?

অম্বর। কেন ভাবছি—আমায় যে যেতেই হবে বাণী ? বেঁচে থাকলেও
তো সেই দূরে—তোমায় ছেড়ে—কোথায় সে আসাম, কোথায় সে
অরণ্য—নদী—পর্বত—আমাদের মাঝখানে ব্যবধান রেখে—তার
চেয়ে এই তো—এত কাছে—তোমার বুকে মাথা রেখে—তোমার
এই ভালবাসা সুখস্বপ্ন নিয়ে—পরলোকের যাত্রী হওয়াই তো ভাল।

বাণী। আবার কেন দূরে যাবে ? কেন ? এখনো কি অভিমান !
এখনো কি আমার অপরাধ ক্ষমা কর নি ? মঙ্গলময়ের অশেষ দয়ায়
তোমায় এ অবস্থায় পেয়েছি, এখন অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের তো
আর সম্বন্ধ নেই ! এ নব জীবনে তুমি যে আমারই।

অম্বর। সত্য বাণী ? সত্য ?

বাণী। এর চেয়ে সত্য যে কি, তা তো জানি না ; এ নতুন জীবন যে শুধু
তোমার—তা তো নয়, আমারও যে আজ নতুন জীবন। তোমার
কণ্ঠে উচ্চারিত সেই বিবাহের বেদমন্ত্র যে দিনে দিনে, পলে পলে,
তিল তিল ক'রে আমায় ভেঙ্গে চূরে, আমার সর্ব পাপ, সর্ব
অহঙ্কার, সকল অভিমানকে ভাসিয়ে দিয়ে, আমায় নতুন ক'রে

গ'ড়ে তুলেছে। যে তোমায় শপথ করিয়েছিল, সে বাণী তো আর
বৈচে নেই। আমি এক জন্মের জন্যই শপথ ক'রেছিলুম, জন্ম
জন্মান্তর তো বাঁধা দিই নি? এ নতুন জন্মে মৃত্যুর কাছে ভিক্ষা ক'রে
তোমায় ফিরিয়ে এনে আমি তোমায় আমার ক'রব।

অম্বর। পারবে বাণী! পারবে?

বাণী। পারব না? কেন পারব না? কেন? আমি কি সত্যী হ্রী
নই? না, আমার শরীরে আমার সত্যীলক্ষ্মী মা, ঠাকুরমায়ের রক্ত
বইছে না?

অম্বর। বাণী!—আমার বাণী—আমার বাণী!

যবনিকা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,

২০-২-১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଞ୍ଜନୀର ପାତ୍ର-ପାତ୍ରୀଗଣ

ସଂଗଠନକାରୀଗଣ

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶିକ୍ଷକ	ଶ୍ରୀ ଅପରେଶଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ
ସନ୍ନୀତ ଶିକ୍ଷକ	ଶ୍ରୀ ଭୂତନାଥ ଦାସ
ବଂଶୀବାଦକ	ଶ୍ରୀ ଅମୃତଲାଲ ଘୋଷ
ତବଳାବାଦକ	ଶ୍ରୀ ସତୀଶଚନ୍ଦ୍ର ବସାକ
ହାରମୋନିୟମବାଦକ	ଶ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ
ସ୍ୱାରକ	ଶ୍ରୀ କାଳୀପଦ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ, ବିଶ୍ଵନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
ରଞ୍ଜନୀ ଥିଏଟର	ଶ୍ରୀ ମାର୍ଗିକଲାଲ ଦେ

ପାତ୍ର-ପାତ୍ରୀଗଣ

ରମାବଲ୍ଲଭ	ଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
ମୃଗାଙ୍କୁମୋହନ	ଶ୍ରୀ ଅଶୌଳ ଚୌଧୁରୀ
ଆଗୁନାଥ	ଶ୍ରୀ ନରେଶଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ
ଅକ୍ଷରନାଥ	ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦୁଭୂଷଣ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ
ସୁଧାକର	ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ଵନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
ଟାପମୋହନ	ଶ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ
ହଳଧର	ଶ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ
ନବୀନ	ଶ୍ରୀ ଜହରଲାଲ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ
ବିଷ୍ଠସ୍ତର	ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷ
ରାମଚରଣ	ଶ୍ରୀ ନରୀନୀଗୋପାଳ ମଲ୍ଲିକ
କୃପରାମ	ଶ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ରାୟ

রমণীমোহন

যামিনীমোহন

সজ্ঞনীমোহন

পরাণ মণ্ডল

মহেশ মণ্ডল

জগতিমোহন

মথুর

বিন্দে

ঐনৈক আরোহী

যাত্রিগণ

গার্ড

কৃষ্ণপ্রিয়া

বাণী

তুলসী

অজ্ঞা

জহরা

কেলোর মা

দাসী

প্রতিবেশিনীগণ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীজহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্তী

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

শ্রীতিনকাড় চক্রবর্তী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসত্যেনবাবু, হরিপদবাবু, কমলবাবু,

তুলসীবাবু, যতীনবাবু, রাইমোহনবাবু,

শশীবাবু, জ্যোতেনবাবু, গিরীন্দ্রবাবু,

ননীবাবু, কার্তিকবাবু, রবীন্দ্রবাবু ইত্যাদি

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমতী কুসুমকুমারী

শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

শ্রীমতী সুবাসিনী

শ্রীমতী সুনীলাবালা

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী

শ্রীমতী সুবাসিনী (ছোট)

শ্রীমতী সরোজিনী

শ্রীমতী মতিবালা, হিঙ্গলবালা, উষাবালা,

পটলমণি, চাক্ষুশীলা ইত্যাদি

প্রসিদ্ধ নাট্যকার

— অপরোক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত পুস্তকাবলী —

ত্রিগোরাব	ভক্তিমূলক নাটক	১
বিশ্বোদিত	নাটক	১
পোতপুত্র	সামাজিক নাটক ; চতুর্থ সংস্করণ	২
মা	সামাজিক নাটক ; তৃতীয় সংস্করণ	২
পকুতলা	গৌরাণিক নাটক ; দ্বিতীয় সংস্করণ	২
কলশক্তি	সামাজিক নাটক ; সপ্তম সংস্করণ	২
স্বাধীন	গ্রেম-ভক্তিমূলক নাটক ; চতুর্থ সংস্করণ	১
ঐক্য	গৌরাণিক নাটক ; তৃতীয় সংস্করণ	১০
কর্ণাঙ্কুর	গৌরাণিক নাটক	২১০
রত্নমা	কৌতুক নাটিকা	১০
হিমবাহ	সামাজিক নাটক ; দ্বিতীয় সংস্করণ	১০
স্বাধীন	ঐতিহাসিক নাটক	১
অনোক্ত	ঐতিহাসিক নাটক ; তৃতীয় সংস্করণ	১০
অপরাধ	গীতি-নাটিকা	১০
অপরাধ	গীতি-নাটিকা	২
পুণ্যসিদ্ধি	গীতিমালা	১
সুজরা	গৌরাণিক নাটক ; তৃতীয় সংস্করণ	১
মুক্তি	কৌতুক নাটিকা	১০

